ওয়েন কোলফার

আর্টেমিস ফাউল

অ্যান্ড দ্য আর্কটিক ইনসিডেন্ট

রূপান্তর- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ADEE

ওয়েন কোলফারের পক্ষ থেকে পাঠকদের জন্য খোলা চিঠি– এই বইতে লেখা প্রত্যেকটা ঘটনা-সত্য! প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য সত্য। অপরাধ জগতের আইরিশ সম্রাট আর্টেমিস ফাউল পাতালে ফেয়ারিদের এক গোত্র আবিষ্কার করেছে। শুধু তাই না, তাদের কাছ থেকে সোনাও হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ফেয়ারি পুলিশ পেছনে লেগেছে ওর। তাদের ধারণা, গবলিনদের নিষিদ্ধ অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে ছেলেটা। ঘটনা কেবল এতোটুকুতেই শেষ না।

রাশিয়ান মাফিয়ার হাতে আর্কটিক সার্কেলে বন্দী ওর পিতা। এদিকে আর্টেমিস আর এক ভয়ঙ্কর শয়তান পিক্সির মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধুই বাটলার। সমগ্র ফেয়ারি সভ্যতা হুমকির মুখে। আর্টেমিস বুঝতে পারল, মাঝে মাঝে একজন জিনিয়াসেরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু সেই সাহায্যের উৎসটা যে এই হবে, তা কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারেনি... প্রিয় পাঠক, এই সব কিছু চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করবে ছেলেটা। কিন্তু আমরা তো জানি সত্যটা, তাই না?

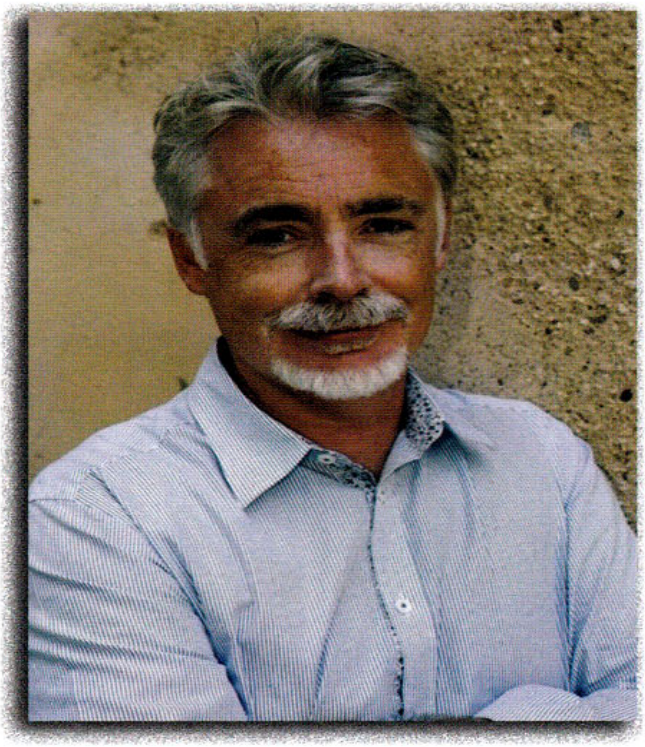

ওয়েন কোলফারের জন্ম ১৯৬৫ সালে, আয়ারল্যান্ডের ওয়েক্সফোর্ডে। স্কুল শিক্ষক বাবা আর ড্রামা শিক্ষিকা মায়ের আদরে সেখানেই বড় হয়েছেন তিনি ও তার চার ভাই। প্রাইমারি স্কুল থেকেই তার মাঝে লেখার প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়।

তার লেখা প্রথম বই, বনি অ্যান্ড ওমার, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ২০০১ সালে আর্টেমিস ফাউল সিরিজের প্রথম বইটি প্রকাশ পাবার পর, তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মন দেন। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে এই সিরিজের মোট আটটি বইয়ের দুই কোটিরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে।

আর্টেমিস ফাউল

অ্যান্ড দ্য আর্কটিক ইনসিডেন্ট

ওয়েন কোলফার

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ADEE

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৭
©মারজিয়া সুলতানা
প্রচ্ছদ ও অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ২৮০ টাকা

Artemis Fowl and the arctic incident By Eoin Colfer
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 280 Tk. U.S. :08 $ only
ISBN : 978 984 92437 8 6

ভূমিকা

প্রথম যখন আর্টেমিস ফাউল সিরিজটা হাতে আসে, কখনও ভাবেনি যে এটা একদিন অনুবাদও করব! মুগ্ধ হয়ে শুধু পড়েছি আর পড়েছি। বলতে গেলে এক রকমের ঘোরের মাঝে থেকেই শেষ হয়েছিল সিরিজটা। দুই বছর পর, সেই সিরিজের দ্বিতীয় বই অনুবাদ করেছি। এখন লিখছি তার ভূমিকা, ভাবা যায়!

ভাগ্য ভালো দুনিয়াতে ভাবা যায় না, এমন কিছু ব্যাপারও ঘটে!

তো, আর কী? আর্টেমিস, বাটলার আর হলির দ্বিতীয় অভিযানে **আপনাকে** স্বাগতম!

ডা. মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
জানুয়ারি, ২০১৭

FILE
EDIT
VIEW
LINKS
WINDOW
ফাউল ম্যাপ
N
W
E
S
ফাউল ম্যানর
হেভেন সিটি
USER ID
ARTEMIS
PASSWORD
CANCEL
CONFIRM

HELP
SAT. 01:14
লেনিন প্রসপেক্ট
Schematics
Zurich
Accounts
Documents
WIRELESS
ENCRYPTION

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আর্টেমিস ফাউলের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বয়ঃসন্ধি কালের দিনগুলোর কথাঃ

তেরো বছর বয়সে পা দেবার আগেই, আর্টেমিস ফাউলের মাঝে এমন সব বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছিল, যা উলফগ্যাং অ্যামাডিউস মোজার্টের পর অন্য কারও মাঝে দেখা যায়নি। বোঝাই যাচ্ছিল, ছেলেটা এক কালে প্রখ্যাত সেই সুরকারের চাইতেও বিখ্যাত হবে...অথবা কুখ্যাত! এরইমাঝে এক অন-লাইন টুর্ণামেন্টে সে ইউরোপিয়ান দাবা চ্যাম্পিয়ান, ইভান কাশোগিকে পরাজিত করে। সেই সাথে মোট সাতাশটা আবিষ্কার আর ডাবলিনের নতুন অপেরা হাউসের ডিজাইন করা তো আছেই! ওহ, বলতে ভুলেই গিয়েছি! এমন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখে সে, যা সুইস ব্যাঙ্ক থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চুরি করে এনে ভরে দেয় ওর নিজের অ্যাকাউন্টে। তবে নিঃসন্দেহে আর্টেমিসের সবচাইতে বড় সাফল্য হলো, ফেয়ারিদের কাছ থেকে একশ টন সোনা হাতিয়ে নেয়া।

প্রশ্ন হলো, কেন? কেন আর্টেমিস আর দশটা সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চার মতো না হয়ে, অপরাধ জগতে নাম লেখাল? কারণটা হলো ওর বাবা।

আর্টেমিস ফাউল সিনিয়রের সাম্রাজ্য ছিল ডাবলিনের পোতাশ্রয় থেকে টোকিও'র অন্ধগলি পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই এক বিশাল কার্গো শিপ কিনে তাতে কোলার আড়াই লক্ষ ক্যান তোলেন। এরপর রওনা দেন মুরমানস্কের দিকে। জায়গাটা উত্তর রাশিয়ায়, চেয়েছিলেন ওখানে ব্যবসা করবেন। সন্দেহ নেই, পরিকল্পনা কাজে দিলে প্রচুর মুনাফা হতো।

তবে বাধ সেঁধে বসে রাশিয়ান মাফিয়া, আয়ারল্যান্ডের এক অপরাধীকে নিজেদের দেশে জমিয়ে বসতে দিতে চায়নি। তাই *ফাউল স্টার* নামক ওই জাহাজটা যে অফ কোলা উপসাগরে উড়িয়ে দেয়। প্রথমে আর্টেমিস ফাউল সিনিয়রকে নিখোঁজ ঘোষণা করা হয়েছিল, এখন মৃত বলে ধরে নেয়া হয়।

আর্টেমিস জুনিয়র, মানে আমাদের আর্টেমিস ফাউল, পিতার নির্মিত অপরাধ সাম্রাজ্যের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আফসোস, সেই সাম্রাজ্যের কোষাগার হয়ে গিয়েছিল প্রায় খালি। অনেকটা বাধ্য হয়েই, অপরাধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে। পরবর্তী দুই বছরে প্রায় পনেরো মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি কামিয়ে, পরিবারের অবস্থান সুদৃঢ় করে ছেলেটা।

তবে এই বিশাল সম্পদের প্রায় পুরোটাই খরচ হয় রাশিয়ায় উদ্ধারকার্য চালাবার পেছনে। আর্টেমিস বিশ্বাসই করতে চায়নি যে ওর পিতা মৃত। কিন্তু প্রতিটা দিন যাবার সাথে সাথে বাবাকে ফিরে পাবার আশা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে।

নিজ বয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চাইত আর্টেমিস, স্কুল একদম পছন্দ করত না। নিজের ফাঁকা সময়টা নানা অপরাধ পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করতেই পছন্দ করত।

তাই বলা যায়, চোদ্দ বছর বয়সে গবলিন বিদ্রোহে ওর জড়িয়ে পরাটা আতঙ্ক জাগানিয়া, ভয়ংকর আর বিপদজনক হলেও, ছেলেটার জন্য এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারত না। নতুন নতুন মানুষ আর ফেয়ারিদের সাথে দেখা হবার সুযোগ করে দিয়েছিল ঘটনাটা।

যদিও নতুন এই মানুষ ও ফেয়ারিদের প্রায় সবাই সেসময় আর্টেমিসকে খুন করতে চেয়েছিল!

BanglaBook.org

রিপোর্টটি লিখেছেনঃ ডক্টর জে. আরগন, বি. সাইক, লেপ অ্যাকাডেমির পক্ষে

পূর্ব কথা

মুরমানস্ক

উত্তর রাশিয়া

দুই বছর পূর্বে

মেরু অঞ্চলের শীত বড় প্রতাপশালী। তাই, কেবলমাত্র একটা জ্বলন্ত ব্যারেল সেই শীত তাড়াবার কাজে ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও রাশিয়ান লোক দু'জন সে চেষ্টাটাই বারবার করে চলছে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হয়ে গেলে, বে অফ কোলায় থাকাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। আর মুরমানস্কে থাকাটা তো একেবারে গাধামির পর্যায়ে পড়ে! এখানে মেরু ভালুকরাও মাফলার না পরে ঘর থেকে বেরোয় না!

এই রাশিয়ান দু'জন মাফিয়ার লোক, সন্ধ্যাগুলো সাধারণত তারা বি.এম.ডব্লিউ. এর ভেতরে বসে কাটাতেই পছন্দ করে। দু'জনের মাঝে অপেক্ষাকৃত দশাসই লোকটার নাম মিখাইল ভ্যাসিকিন, পরনের ফার কোটের নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়া নকল রোলেক্সের দিকে তাকাল সে।

'যদি এই জিনিসটা জমে যায়,' বলল সে। 'তাহলে কী হবে?'

'প্যানপ্যানানি বন্ধ করো তো।' অন্য জনের নাম কামার। 'তোমার দোষেই এই শীতের দিনে আমাদেরকে বাইরে থাকতে হচ্ছে।'

থমকে গেল ভ্যাসিকিন। 'কী বোঝাতে চাইছ?'

'আমাদের আদেশটা ছিল একদম সোজাসাপ্টা-ফাউল স্টারকে ডুবিয়ে দাও। শুধু কার্গো বে'টা উড়িয়ে দিলেই তো চলত, ডুবে যেত জাহাজটা। কিন্তু না! মহান ভ্যাসিকিন এতো সহজে কাজ সারে না! তার কার্গো বে পছন্দ না। স্টার্নের দিকে নজর দিতে হবে তাকে। সাথে একটা রকেট রাখলেও হতো, তাও রাখোনি! এখন কেউ বেঁচে আছে কিনা, তা খুঁজে দেখ!'

'এতো কথা বলো না তো! জাহাজটা ডোবেনি?'

BanglaBook.org

শ্রাগ করল কামার। 'ডুবেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে। আরোহীরা ভেসে থাকার জন্য কিছু একটার সাহায্য নেবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে। হায় রে আমার ভ্যাসিকিন! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শার্প শুটার! আমার নানীও তোমার চাইতে ভালো রকেট ছুঁড়তে পারবে!'

লুবিকিন, যাকে মাফিয়ারা পোতাশ্রয়ে রেখে এসেছে, ওদের দিকে এগিয়ে এল। ভাগ্য ভালো, সময় মতো এসেছে। আরেকটু হলেই মারামারি লেগে যেত দু'জনের মাঝে!

'কী খবর?' জানতে চাইল সে।

থুতু ফেলল ভ্যাসিকিন। 'কেমন আর হবে! যাক গে, তুমি কিছু পেয়েছে?'

'মাছ আর ভাঙা কিছু বাক্স পেয়েছি।' দুই মাফিয়া যোদ্ধাকে ধোঁয়া ওঠা কাপ এগিয়ে দিল ইয়াকুত লোকটা। 'কিন্তু জীবিত কিছু পাইনি। আট ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি চালাচ্ছি আমরা। এখান থেকে গ্রিন অন্তরীপ পর্যন্ত পুরোটা জায়গা খুঁজে দেখছে আমার নাবিক আর কর্মচারীরা।'

মগে চুমুক দিল কামার। সাথে সাথে থু থু করে ফেলে দিল। 'কী জিনিস এটা? আলকাতরা?'

হাসল লুবিকিন। 'গরম কোলা। ফাউল স্টার থেকে এসেছে। একের পর এক বাক্স এসে তীরে ভিড়ছে। শুধু নামে না, আজকে রাতে কাজেও এই জায়গাটা বে অফ কোলায় পরিণত হয়েছে।'

'সাবধান, বলল ভ্যাসিকিন। মগের তরলটুকু মাটিতে ফেলে দিতে দিতে যোগ করল, 'ঠাণ্ডায় আবার আমার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। তাই কৌতুক করার সময় সাবধানে করো। কামারের কথা শুনেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে!'

'আর বেশিক্ষণ এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে না।' বিড়বিড় করে বলল ধৈর্যচ্যুতি ঘটান কামার। 'আরেকটা খুঁজেই আমরা ক্ষান্ত দেব। এই ঠাণ্ডা পানিতে কেউ আট ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে না।'

খালি মগটা এগিয়ে দিল ভ্যাসিকিন। 'এর চাইতে কড়া কিছু নেই? ভদকা পেলে মন্দ হয় না কিন্তু। আমি জানি তোমার কাছে সবসময় ওই জিনিসটা থাকে।'

কোমরের পকেটে হাত ঢোকাল লুবিকিন, কিন্তু ওয়াকিটকিতে ঝির ঝির আওয়াজ হতেই থমকে গেল। তিন বার আওয়াজ হলো মোট।

'তিন বার আওয়াজ, ওটাই সিগন্যাল।'

BanglaBook.org

'সিগন্যাল? কীসের সিগন্যাল?'

লুবিকিন প্রায় দৌড়ে পোতাশ্রয়ের দিকে এগোল। 'তিন বার এমন আওয়াজ হওয়া মানে, আমাদের কুকুররা কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে।'

কিছু একটা না বলে, কোনও একজন বলাই ভালো। লোকটা যে রাশিয়ান না, তা তার পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ডিজাইনার স্যুট আর চামড়ার ওভারকোট প্রাচ্যের কোনও দোকান থেকে কেনা হয়েছে। আমেরিকা থেকেও হতে পারে! কাপড়ের মানও অনেক ভালো।

লোকটার পোশাকে কোনও আঁচ না লাগলেও, ওর দেহ পার পায়নি। নগ্ন হাত-পা'য়ে ফ্রস্ট বাইটের দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা পা হাঁটুর নীচ থেকে লগব্যাগ করে ঝুলছে, চেহারা পুড়ে বীভৎস অবস্থা।

মাফিয়া সদস্যরা পোতাশ্রয় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে একটা জায়গায় খুঁজে পেয়েছে লোকটাকে। তারপুলিন দিয়ে হাতে বানান একটা স্ট্রেচার ব্যবহার করে তাকে এতোদূর পর্যন্ত টেনে এনেছে। ভ্যাসিকিন সবাইকে সরিয়ে, কাছ থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেল।

'ওই পা'টা কেটে ফেলতে হবে।' মন্তব্য করল সে। 'সেই সাথে দুই তিনটা আঙুল। চেহারাটাও...'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার মিখাইল।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল কামার। 'কোনও আইডি আছে সাথে?'

ভ্যাসিকিন দ্রুত একবার লোকটার দেহে হাত বুলালো, একটা ম্যানিব্যাগ আর ঘড়ি পেল শুধু।

'নেই কিছু। আশ্চর্যের কথা না? এমন ধনী একজন মানুষের সাথে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তো থাকার কথা!'

নড করল কামার, এরপর উপস্থিত নাবিকদের দিকে ফিরল। 'আর দশ সেকেণ্ড, এরপর যদি আমার যে জিনিস দরকার তা না পাই...তাহলে কেয়ামত নামবে।'

নাবিকদের একটু চিন্তিত বলে মনে হলো। লোকটা আকারে তেমন একটা দশাসই না। তবে মাফিয়া তো!

চামড়ার একটা মানিব্যাগ ভিড়ের ভেতর থেকে অনেকটা যেন নিজে হেঁটে এসে তারপুলিনের স্টেচারের পাশে এসে উপস্থিত হলো। সেই সাথে যোগ দিল একটা

BanglaBook.org

কার্টিয়ার ক্রোনোগ্রাফ ঘড়ি,সোনার বেল্ট আর হীরের কাঁটা দিয়ে বানান। বিক্রি করলে, একজন রাশিয়ানের পাঁচ বছরের বেতনের সমান টাকা পাওয়া যাবে।

'বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছ তোমরা।' বলল কামার, হাত বাড়ালো সদ্য পাওয়া জিনিসগুলোর দিকে।

'এই কি আমাদের সেই লোক?' জানতে চাইল ভ্যাসিকিন।

নতুন পাওয়া মানিব্যাগটা থেকে একটা প্লাটিনাম ভিসা কার্ড বের করল কামার। নাম দেখে বলল, 'অবশ্যই।' পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোনটা। খুট-খাট কিছু একটা করতে করতে যোগ করল, 'এ-ই সেই লোক। এক কাজ করো, ওকে কম্বল চাপা দিয়ে রাখো। আমাদের কপালের যে অবস্থা, তাতে দেখা যাবে লোকটা নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে বসেছে। এর কিছু হলে, আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।' কামার উত্তেজিত হয়ে উঠছে, লোকটা সাধারণত শান্তই থাকে।

ভ্যাসিকিন জানতে চাইল, 'কাকে ফোন করছ তুমি? আর এই লোকটাই বা কে?'

কামার ফোনটা তার সঙ্গীর নাকের সামনে ধরল। 'ব্রাতভা-কে ফোন করছি। আর কাকে?'

সাদা হয়ে গেল ভ্যাসিকিনের চেহারা। বস-কে ফোন করা বিপদজনক হতে পারে। যারা খারাপ খবর নিয়ে আসে, তাদেরকে সাধারণত গুলি করে মারে লোকটা! 'সুখবর দিচ্ছ তো? নইলে কিন্তু...'

কামার এবার ভিসা কার্ডটা সঙ্গীর নাকের সামনে ধরল। 'পড়ে দেখো।'

বেশ কিছুক্ষণ কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল ভ্যাসিকিন, এরপর মুখ খুলল। 'আমি আংলিস্কি পড়তে পারি না। কী লেখা ওতে? নাম কী?'

বলল কামার। সাথে সাথে হাসি ফুটে উঠল মিখায়েলের মুখে। 'নাম্বারটা ডায়াল করো!' বলল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় একঃ পারিবারিক বন্ধন

স্বামীকে হারিয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন অ্যাঞ্জেলিন ফাউল। নিজেকে আটকে রেখেছিলেন নিজের-ই ঘরে। বাইরে বেরোতে চাইতেন না। কোনওদিন স্বাভাবিক হতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল চিকিৎসকদের। তার পুত্র, দ্বিতীয় আর্টেমিস, ফেয়ারিদের সাথে চুক্তিটা না করলে সম্ভবত স্বাভাবিক হতেন না কখনও-ই। মা-কে সুস্থ করার পর, আর্টেমিসের সব মনোযোগ গিয়ে পড়ল তার বাবাকে খুঁজে বের করার কাজে। পারিবারিক সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সেই কাজে ব্যয় করল সে।

আর্টেমিসের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। সেই বুদ্ধিমত্তার পুরোটাই কেবলমাত্র একটা উদ্দেশ্য কাজে লাগাতে চেয়েছিল সে। উদ্দেশ্য ছিল, পিতার উদ্ধারকার্যের জন্য দরকারী অর্থ জোগাড় করো। সমস্যা হলো, মিসেস অ্যাঞ্জেলিন ফাউল সুস্থ হবার পর, শয়তানী বুদ্ধিগুলোকে কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এগুলো ছাড়া, সিনিয়র আর্টেমিস ফাউলকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানোও সম্ভব না।

অ্যাঞ্জেলিন তার পুত্রের এই বাতিক দেখে ভয় পেয়ে যান। অনেকটা বাধ্য হয়েই, তেরো বছর বয়স্ক আর্টেমিসকে স্কুল কাউন্সিলরের কাছে পাঠান তিনি।

দুঃখই লাগে কাউন্সিলরের জন্য! তাই না?

BanglaBook.org

সেন্ট বার্টলবি'স স্কুল ফর ইয়ং জেন্টলমেন

কাউন্টি উইকল, আয়ারল্যান্ড

বর্তমান

ডক্টর পো তার আরামদায়ক আর্মচেয়ারে বসে আছেন, নজর সামনে থাকা কাগজগুলোর দিকে। 'তাহলে, মাস্টার ফাউল। কথা শুরু করা যাক?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। মানুষজন যে কখন শিখবে! ওর মতো একটা মনকে বিশ্লেষণ করা যায় না! এই কাউন্সিলরের চাইতে ও অনেক বেশি মনস্তত্ত্বের উপর লেখা বই পড়েছে। ডক্টর এফ. রয় ডিন সিলেপে ছদ্মনামে অনেকগুলো জার্নালে ওর লেখাও ছাপা হয়েছে।

'অবশ্যই, ডক্টর।' জবাব দিল ও। 'প্রথমে আপনার চেয়ার নিয়েই কথা বলা যাক। ভিক্টোরিয়ান নাকি?'

পো আদরের ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে হাত বুলালেন। 'ঠিক ধরেছ। পারিবারিক স্মৃতি বলতে পারো। আমার দাদা কিনেছিলেন। এই জিনিসটা নাকি একসময় রাজপ্রাসাদেও ছিল!'

এক সেন্টিমিটারের মতো ফাঁক হলো আর্টেমিসের ঠোঁট, ওটাকেই ছেলেটার হাসি বলে ধরে নিতে হবে। 'তাই নাকি ডক্টর? আমি তো জানতাম প্রাসাদে নকল কিছুর স্থান নেই।'

শক্ত হয়ে এল পো'র হাত। 'নকল?'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল আর্টেমিস। 'বুদ্ধিমান চোরের কাজ। এই যে, এখানে দেখুন...' পো'র নজর আর্টেমিসের দেখানো জায়গাটার দিকে চলে গেল। 'এই যে পেরেকগুলো দেখছেন, ওগুলোর মাথার দিকটা লক্ষ করুন। ক্রিস-ক্রস একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না? এগুলো হাতে না, মেশিন দিয়ে পোঁতা হয়েছে। উনিশ শ' বিশ সালের চেয়ে পুরনো হতেই পারে না চেয়ারটা। ধোঁকা দেয়া হয়েছে আপনার দাদাকে। অবশ্য, তাতে কিছু যায় আসে না, চেয়ার তো চেয়ারই। বসা গেলেই হলো, কী বলেন, ডক্টর?'

মনের ভাব লুকাবার জন্য, পাগলের মতো কাগজে লিখে চললেন পো। 'হ্যাঁ, আর্টেমিস। বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। তোমার ফাইলেও এই কথাই লেখা আছে। যে কারও সাথে কথা বলার সময়, শুরুতেই তাকে নিজের বুদ্ধিমত্তার ঝলক দেখাও তুমি। চেয়ারের প্রসঙ্গ থাকুক, এবার তোমার দিকে নজর দেয়া যাক।'

'সমস্যা তো ওখানেই।' প্যান্টের ভাঁজ সোজা করতে করতে বলল আর্টেমিস।

'তাই? কী সমস্যা?'

'আপনার যেকোনও প্রশ্নের *সঠিক* উত্তরটা কী, তা আমার জানা!'

BanglaBook.org

এবার প্রায় এক মিনিট প্যাডের উপর মুখ গুঁজে রইলেন ডক্টর পো। 'একটা সমস্যা আছে বটে, আর্টেমিস। তবে সেটা তুমি ধরতে পারছ বলে মনে হয় না।' অবশেষে বললেন তিনি।

আরেকটু হলেই হেসে ফেলত আর্টেমিস। এখন নিশ্চয় এই ডক্টর ওকে নতুন কোনও রোগের রোগী হিসেবে সাব্যস্ত করবেন! কী বলবেন তিনি? ওর মাঝে একাধিক ব্যক্তিত্ব আছে? থেকে থেকে একেকটা মাথা চাড়া দেয়? নাকি বলবেন মিথ্যা বলাটা ওর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে?

'সমস্যা হলো, তুমি কাউকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করো না। তাই কাউকে সম্মান দিয়ে কথাও বলতে জানো না।'

আর্টেমিস হচকচিয়ে গেল। এই ডক্টর দেখি অন্যদের চাইতে অনেক বেশি চালাক। 'ভুল বললেন। আমি অনেককেই সম্মান করি।'

নোটবুক থেকে নজর না উঠিয়েই পো জানতে চাইলেন, 'তাই নাকি? তাহলে কয়েকজনের নাম বলো শুনি!'

এক মুহূর্ত ভাবল আর্টেমিস। 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। লোকটার অধিকাংশ তত্ত্ব-ই সঠিক। আর ধরুন এই... আর্কিমিডিস, গ্রীক গণিতজ্ঞ লোকটাও দারুণ স্মার্ট।'

'তোমার সাথে পরিচয় আছে, এমন একজনের নাম বলো তো।'

অনেকক্ষণ ভাবল আর্টেমিস, কিন্তু একটা নামও মনে এল না।

'মনে করতে পারছ না?'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। 'আপনার কাছে সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে বলে মনে হচ্ছে, ডক্টর পো। আপনিই বলুন নাহয়।'

পো ল্যাপটপ খুলে বসলেন। 'এই লেখাগুলো যত বারই পড়ি, খুব অবাক লাগে আমার।'

'কোন লেখা? আমার জীবনী?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পেয়েছি এখান থেকে।'

'যেমন?' নিজের অজান্তেই আগ্রহী হয়ে উঠল আর্টেমিস।

একটা পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে নিলেন ডক্টর পো। 'প্রথমত, তোমার সব কাজের সঙ্গি এই বাটলারের কথাই ধরা যাক। যতদূর বুঝেছি, লোকটা তোমার দেহরক্ষী। কিন্তু তোমার বয়সী একটা ছেলের জন্য উপযুক্ত সঙ্গি নয় কোনওক্রমেই। এরপর ধরো তোমার মা'র কথা। অসাধারণ এক মহিলা, কিন্তু তোমার উপর তার বিন্দুমাত্র

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ নেই! আর সবশেষে তোমার বাবার কথায় আসা যাক। এই পৃষ্ঠাটা অনুসারে, বেঁচে থাকতেও তিনি খুব একটা অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন না।'

আর্টেমিসের বুকে যেন ছোরা বসিয়ে দিল কথাটা। কিন্তু ডক্টরকে তা বুঝতে দিতে চায় না ও। 'আপনার ফাইলে ভুল তথ্য আছে, ডক্টর।' বলল সে। 'আমার পিতা এখনও বেঁচে আছেন। হয়তো নিরুদ্দেশ, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বেঁচে আছেন!'

'তাই?' কাগজটায় নজর বুলালেন পো। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি দুই বছর হলো নিখোঁজ। আদালতও তাকে আইনগতভাবে মৃত বলে ঘোষণা করেছে।'

আর্টেমিসের হৃদপিণ্ড দৌড়াতে শুরু করলেও, মুখে তার কোনও ছাপ নেই। 'আদালত কী বলল, তার আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমার পিতা বেঁচে আছেন। তাকে আমি খুঁজে বের করবই।'

নোট বইয়ে আরেকবার মুখ গুঁজলেন পো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বললেন তিনি। 'ধরে নিলাম, তুমি তাকে ফিরিয়ে আনবে। তারপর? অনুসরণ করবে তাকে? অপরাধী হবে? নাকি এখনই হয়ে বসে আছ?'

'আমার বাবা অপরাধী নন।' শীতল কণ্ঠে বলল আর্টেমিস। 'তিনি সৎ পথে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কাজ করা শুরু করেছিলেন। মুরমানস্কের অভিযানটা একদম আইনি প্রক্রিয়া মেনে করা হয়েছে।'

'তুমি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ, আর্টেমিস।' বলল পো।

অনেকক্ষণ ডক্টরের নিয়মে খেলেছে আর্টেমিস। আর না। এবার খেলায় নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেবার সময় হয়েছে।

'ছি, ছি, ডক্টর।' চমকে ওঠার ভঙ্গি করল আর্টেমিস। 'খুব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন আপনি। হয়তো আপনার এই কথাই আমার মাঝে বিষণ্ণতার জন্ম দেবে! কে জানে, হয়তো এখনই আমি বিষণ্ণতায় ভুগছি।'

'হতে পারে,' বললেন পো, আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। 'সত্যি নাকি?'

আর্টেমিস হাত দিয়ে চেহারা ঢাকল। 'মা-কে নিয়ে সমস্যা, ডক্টর।'

'তোমার মা?' উত্তেজিত কণ্ঠটা শান্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালেন পো। সেন্ট বার্টলবি থেকে এই বছরেই ছয় জন কাউন্সিলরকে ভাগিয়ে দিয়েছে আর্টেমিস। আসলে, পো নিজেও ব্যাগ গোছাবেন কিনা, সেই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু এখন...

'আমার মা, তিনি...

BanglaBook.org

পো তার নকল ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে উবু হয়ে বসলেন। 'তোমার মা'র কী হয়েছে?'

'তিনি আমার উপর এক রকম অত্যাচার চালাচ্ছেন। আমাকে বাধ্য করছেন একদল হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পো। 'এই যদি হয় তোমার আচরণ তো একটা কথা বলে রাখি-সমস্যার মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে বেরালে, জীবনেও শান্তি পাবে না।'

আরও কিছু বাণী ঝাড়তেন হয়তো পো, কিন্তু পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠায় বেঁচে গেল আর্টেমিস। এই ফোনটার নাম্বার কেবলমাত্র একজনের কাছে আছে। যন্ত্রটা কানে ঠেকিয়ে বলল, 'বলো।'

বাটলার ওপাশ থেকে কথা বলে উঠল। 'আর্টেমিস, আমি বলছি।'

'তা তো বুঝতেই পারছি! তাড়াতাড়ি বলো, আমি ব্যস্ত।'

'একটা ম্যাসেজ পেয়েছি।'

'কোত্থেকে? কার কাছ থেকে? কী ম্যাসেজ?'

'কোত্থেকে তা বলতে পারছি না। ম্যাসেজটা ফাউল স্টারকে নিয়ে!'

আর্টেমিসের শিরদাঁড়ায় যেন কেউ জল ঢেলে দিল। 'কোথায় তুমি?'

'সেন্ট বার্টলবি'র সদর দরজায়।'

'আমি আসছি।'

চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন ডক্টর। 'আমাদের এই সেশন এখনও শেষ হয়নি। তুমি মানো আর না-ই মানো, আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করতে পেরেছি। যদি চলে যাও, আর্টেমিস, তাহলে আমি ডিনকে জানাতে বাধ্য হব!'

আর্টেমিস তার থোড়াই পরোয়া করে। নতুন কিছু একটা শুরু হতে যাচ্ছে। অসাধারণ হবে সেটা।

ওর অন্তরাত্মা বারবার ওকে বলছে সে কথা!

BanglaBook.org

অধ্যায় দুইঃ চিক্সের বিপদ

পশ্চিম তীর

হ্যাভেন সিটি

পাতাল

লেপ্রিকন, শব্দটা শুনলেই প্রথমেই এক সবুজ কোট পরিহিত ছোট-খাটো মানুষের ছবি মনে আসে। অবশ্য এই ছবিটা আসে কেবল মানুষের মনে। ফেয়ারিদের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। ওদের ধারণা, লেপ-রিকন-এর সদস্য মানেই ফুলে থাকা পেশীওয়ালা কোনও এলফ বা নিষ্ঠুর কোনও গবলিন।

ক্যাপ্টেন হলি শর্টকে দেখলে তাই লেপ-রিকনের একজন বলে মনেই হয় না। সদা সতর্ক ভঙ্গি আর দড়ির মতো মাংসপেশি দেখে যে কেউ বলবে যে হয় ও একজন জিমন্যাস্ট অথবা একজন পেশাদার গুহা অন্বেষণকারী। তবে কাছ থেকে যদি কেউ দেখে, তাহলে ওই সুন্দর চেহারা ভেদ করে দেখতে পাবে বুদ্ধিমত্তা আর একাগ্রতা। এই দুই বৈশিষ্ট্যই ওকে অন্য সব লেপ-রিকন অফিসার থেকে আলাদা করেছে।

তবে হ্যাঁ, আনুষ্ঠানিকভাবে হলিকে এখন আর লেপ-রিকনের সদস্য বলা চলে না। আর্টেমিস ফাউলকে নিয়ে ঘটা ওই ঘটনা, যেখানে ওকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল, সেই ঘটনার পর থেকে কড়া নজরদারীতে আছে ও। কমাণ্ডার রুট ওর পক্ষে থাকায়, এখনও বাক্স-প্যাটরা নিয়ে ঘরের মেয়ের ঘরে ফিরে যেতে হয়নি। কমাণ্ডার হুমকি দিয়েছেন, হলিকে সাসপেণ্ড করা হলে তিনিও আর থাকবেন না। তিনি জানেন, হলির উপস্থিত বুদ্ধিই সেদিন অনেকগুলো প্রাণ বাঁচিয়েছিল। যদিও ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ওরা তা মানতে চায় না!

কাউন্সিলের সদস্যরা মনুষ্য জীবন নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না। তাদের চিন্তা ফেয়ারিদের মুক্তিপণ হিসেবে দেয়া সোনাকে কেন্দ্র করেই বেশি ঘুরপাক খায়। ওদের মতে, হলির কারণে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ খোয়াতে হয়েছে তাদের। অনুমতি পেলে হলি ওই আর্টেমিস বেয়াদবটার গলায় পা দিয়ে সব সোনা

BanglaBook.org

বের করে আনতে এক পায়ে খাড়া ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, দ্য বুক-এর নিয়মানুযায়ী ও কাজ করার কোনও উপায় নেই। ওই স্বর্ণের মালিক এখন আর্টেমিস।

তাই সাসপেণ্ড না করে, ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার্স মেয়ে এলফটাকে আপত্তিকর সব কাজ করতে বাধ্য করেছে। তাদের ধারণা, ওকে এমন দায়িত্ব দেয়া দরকার, যেখানে ওর দ্বারা কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই! তাই স্বভাবতই, একটা এলিভেটর শ্যুটের উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওর ঘাড়ে।

অবশ্য চোরাচালান লেপ-রিকনের জন্য মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব জিনিস আনা-নেওয়া চলছে, সেসব নিয়ে তেমন একটা সমস্যা নেই। সান গ্লাস, ডি.ভি.ডি., ক্যাপাচিনো মেশিন-এসব আসলেই কী আর গেলেই কী! সমস্যা হলো, ওগুলো কীভাবে কেনা হয়, তা নিয়ে।

বি-ওয়া-কেল নামের গবলিন গ্যাং চোরাচালান ব্যবসাটা প্রায় দখল করে নিয়েছে। আস্তে আস্তে মাটির উপরেও বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করা শুরু করে দিয়েছে তারা! এমন-ও শোনা যাচ্ছে যে গবলিনরা নিজেদের জন্য আলাদা শ্যুটের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলেছে!

অথচ গবলিনদের মাথায় ঘিলু একদম কম। একজন ভুল করে তার ঢাল চালু না করে যদি জমিতে পা রাখে...ব্যাস, তাহলেই হয়েছে। আর কিছু দেখতে হবে না। পরেরদিনই ইন্টারনেট ছেয়ে যাবে গবলিনদের ছবিতে। ফলশ্রুতিতে সারা পৃথিবীতে একমাত্র যে জায়গাটা এখনও মানুষের আগ্রাসনমুক্ত আছে, সেই পাতালটাও ছেয়ে যাবে ওই ঘৃন্য প্রানিতে। তার ফল যে কী হবে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না!

সেটা থামাতেই হলির প্রায় অব্যবহৃত একটা শ্যুটে এসে নজর রাখা! অন্তত হেড অফিসের তা-ই দাবী!

ই৩৭ শ্যুটটা মাটির উপরে এসে শেষ হয়েছে প্যারিস, ফ্রান্সে। সাধারণত ওখানে যাবার অনুমতি মেলে না ফেয়ারিদের। বহু বছর হল এই শ্যুটটা অব্যবহৃত পড়ে আছে। কিন্তু তাই বলে তো আর ওটাকে ফাঁকা ফেলে রাখা যায় না। তিন শিফটে মোট ছয় জন অফিসার চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখে!

হলি পার্টনার হিসেবে পেয়েছে চিক্স ভারবিলকে। অন্য সব স্প্রাইটদের মতোই চিক্সের ধারণা, ওকে ধরনীতলে পাঠানো-ই হয়েছে মেয়েদেরকে পটাবার জন্য। নিজের কাজ করার চাইতে হলিকে মুগ্ধ করতেই তাকে বেশি ব্যস্ত দেখা যায়!

BanglaBook.org

'আজকে দেখতে দারুণ লাগছে তোমাকে, ক্যাপ্টেন।' শুরু করল চিক্স। 'চুলে নতুন কিছু করেছ নাকি? অন্যরকম লাগছে!'

অবাক হয়ে গেল হলি। ছোট ছোট করে কাটা চুলে *অন্যরকম* কী করা যায়, তা ভেবে পাচ্ছে না! 'মনোযোগ দাও, প্রাইভেট। যেকোনও মুহূর্তে এখানে গুলিযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে!'

'আমার সন্দেহ আছে, ক্যাপ্টেন। জায়গাটা কবরের মতোই নীরব আর শান্ত। আমার অবশ্য এমন ঝামেলাহীন অ্যাসাইনমেন্ট খুব পছন্দ।'

নিচের দৃশ্যটা একবার দেখল হলি, ঠিক বলেছে চিক্স। যখন এই শ্যুটটা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল, তখন এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক ব্যস্ত শহর। এখন সেই শহরে মাছি উড়তেও লজ্জা পায়!

'তুমি আর আমি ছাড়া, এইখানে কেউ নাই, ক্যাপ্টেন। রাত তো কেবল শুরু!'

'ধীরে, ভারবিল, ধীরে। কাজে মন দাও। নাকি প্রাইভেটের চাইতেও নীচের কোনও র‍্যাংকের জন্ম দিতে চাচ্ছ?'

'জ্বি, হলি।' আরও নীচু র‍্যাংকের কথা শুনে চমকে উঠেছে স্প্রাইট। 'মানে অবশ্যই, স্যার।'

বিরক্তিতে ভরে উঠল হলির মন। এই শ্যুটে নজর রাখার কোনও মানেই হয় না। হাজার হাজার ফেয়ারির কর থেকে পাওয়া টাকা এখানে বেহুদা খরচ হচ্ছে! কিন্তু না, খরচ কমাবার চাইতে, অফিসারদের শাস্তি দিতেই কাউন্সিলের আগ্রহ বেশি!

তবে কাজ যা-ই হোক না কেন, যেমন-ই হোক না কেন, নিজের পুরোটা ঢেলে দিয়ে করবে হলি। ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সের হাতে ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নতুন কোনও অস্ত্র তুলে দিতে চায় না।

পডে বসে নজর রাখছিল ওরা। প্রাত্যহিক যেসব জিনিস পরখ করে দেখার কথা, সেই লিস্টটা বের করল হলি। গ্যাসের কমতি নেই। অনেকটা সময় ধরে পডকে ভাসিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

এরপর লিস্টে আসে শরীর-বৃত্তীয় তাপ পরখ করে দেখা। 'চিক্স, একবার শ্যুট ধরে উড়ে এসো তো। তাপের তারতম্য দেখতে হবে।'

হাসি ফুটে উঠল ভারবিলের মুখে। 'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।' স্প্রাইটরা উড়তে খুব ভালোবাসে।

BanglaBook.org

পড়ে একটা গর্ত খুলে দিল হলি। সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ল ভারবিল, বুকের সাথে একটা স্ক্যানার লাগানো আছে। স্ক্যানারটা থেকে তাপ-সংবেদী রশ্মি বের হয়ে, নিচের এলাকাটা উদ্ভাসিত করে তুলল।

এবার পড়ের কম্পিউটারে স্ক্যানের প্রোগ্রামটা চালু করে দিল হলি। ধূসর ছবিতে ভরে গেল পর্দা। এই রশ্মির আওতায় যদি কোনও জ্যান্ত প্রাণী থাকে, তাহলে পর্দায় অবশ্যই দেখা যাবে। এমনকি সে কোনও নিরেট পাথরের নিচে থাকলেও! কিন্তু না, উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা গেল না। কেবল কয়েকটা নর্দমার ব্যাঙ আর একটা ট্রলের লেজ ধরা পড়ল।

স্পিকার থেকে ভারবিলের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ক্যাপ্টেন, আরও নীচে যাব?'

বহনযোগ্য এসব স্ক্যানারের এই একটাই সমস্যা। দূরত্বের সাথে সাথে কমে আসে রশ্মির ভেদন ক্ষমতা।

'যাও। তবে সাবধানে থেকো।'

'চিন্তা করো না, হলি। চিক্স তোমার জন্য নিজেকে আস্তই রাখবে।'

কড়া জবাব দেবার জন্য শ্বাস টানল হলি। কিন্তু জবাবটা আর বের হলো না। পর্দায় নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে!

'চিক্স, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ। পাচ্ছি। কিন্তু কী দেখছি, তা বুঝতে পারছি না।'

নড়াচড়ায় জায়গাটা পর্দায় বড় করে তুলল হলি। শ্যুটের দ্বিতীয় ধাপের আশেপাশে দুজনকে দেখা যাচ্ছে। ধূসর রঙের দুটো বিন্দু।

'চিক্স, আর নীচে নেমো না। কিন্তু স্ক্যান চালিয়ে যাও।'

ধূসর! কিন্তু ধূসর প্রাণী নড়াচড়া করে কীভাবে! ধূসর মানে তো মৃত! যদি না...

'সাবধান, প্রাইভেট ভারবিল। সম্ভবত আমরা হামলা শিকার হয়েছি।'

পুলিস প্লাজার সাথে যোগাযোগ করল হলি। ফোয়েলি, লেপ-এর প্রযুক্তি জাদুকর নিশ্চয় সব দেখছে। তবুও জিজ্ঞাসা করল, 'দেখতে পেয়েছ, ফোয়েলি?'

'হ্যাঁ, হলি।' উত্তর দিল সেন্টর।

'এই চলন্ত ধূসর জিনিসগুলো কী হতে পারে? আমি এমনটা আগে কখনও দেখিনি!

BanglaBook.org

'আমিও না।' কী-বোর্ডের বোতাম চাপার আওয়াজ শোনা গেল। 'এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, যন্ত্রটা কাজ করছে না। অথবা অন্য কোনও যন্ত্রের কারণে স্ক্যানার উল্টোপাল্টা ছবি দেখাচ্ছে।'

'আর অন্য ব্যাখ্যা?'

'অন্যটা এমন হাস্যকর যে বলতে চাচ্ছি না!''

'দয়া করে ফোয়েলি...' বলল হলি। 'আমাকে একটু হাসাও তো!'

'ঠিক আছে, বলছি। শুনতে যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন, আমাকে বোকা বানাবার একটা পথ কেউ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সাদা হয়ে গেল হলির চেহারা। ফোয়েলি যখন এই সম্ভাবনার কথা তুলছে, তার মানে ওটা আসলে শুধু সম্ভাবনা নয়... ধ্রুব সত্য! সেন্টরের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে, প্রাইভেট ভারবিলের সাথে যোগাযোগ করল ও। 'চিক্স! ফিরে এসো! ফিরে এসো!'

স্প্রাইটটা তার সুন্দরী ক্যাপ্টেনকে মুগ্ধ করার কাজে এতোটাই ব্যস্ত ছিল যে, পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পারল না। 'আহ, শান্ত হও তো হলি। আমি স্প্রাইট, আর স্প্রাইটদের কেউ ছুঁতেও পারে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা রকেট এসে ভারবিলের পাখা ফুটো করে দিল।

হোলস্টারে নিউট্রিনো ২০০০টা ভরেই, হেলমেটের রিসিভারে আদেশ দেয়া শুরু করল হলি। 'কোড চোদ্দ, আবারও বলছি-কোড চোদ্দ। ফেয়ারি আঘাত পেয়েছে। আমরা আক্রমণের শিকার হয়েছি। ই৩৭। ওয়ারলক চিকিৎসক আর ব্যাক আপ চাই এখুনি।'

পড থেকে বেরিয়ে এল হলি, বিনা সমস্যায় নামল টানেলের ফ্লোরে। নেমেই আড়াল নিল ফ্রণ্ড নামক প্রথম এলফ রাজার এক মূর্তির আড়ালে। ওপাশের পাথর-স্তুপের মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চিক্স। দেখে তার অবস্থা খুব একটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। স্প্রাইটটার হেলমেট একপাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে তুবড়ে গিয়েছে। তাই ওটার যোগাযোগ ব্যবস্থা একদম কাজ করছে না।

তাড়াতাড়ি ওর কাছে হলি পৌঁছাতে না পারলে, মারা যাবে চিক্স! স্প্রাইটদের জাদু ক্ষমতা একেবারে সীমিত। এমন বড়সড় আঘাত সারিয়ে তোলার ক্ষমতা তাদের নেই!

'সরাসরি কমাণ্ডারকে লাইন দিয়ে দিচ্ছি।' ফোয়েলি হলির কানে কথা বলে উঠল। 'দাঁড়াও।'

BanglaBook.org

কমাণ্ডার রুটের গলা শোনা গেল একটু পরেই। তিনি খুব একটা ভালো মুডে আছেন বলে মনে হলো না। স্বাভাবিক!

'ক্যাপ্টেন শর্ট, ব্যাক আপ পাঠানো হয়েছে। তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। এক চুল নড়ো না।'

'সম্ভব না, কমাণ্ডার। চিক্স আঘাত পেয়েছে। আমার ওর কাছে যেতে হবে।'

'হলি, ক্যাপ্টেন কেল্ল আর মিনিট বিশেকের মাঝে পৌঁছে যাবে। আবার বলছি, একচুল নড়ো না।'

হতাশায় দাঁত কিড়মিড় করল হলি। আর একটা...মাত্র একটা আদেশ অমান্য করলেই ওকে ঘাড় ধরে লেপ থেকে বের করে দেয়া হবে। কিন্তু চিক্সকে বাঁচাতে হলে, সেই কাজটাই করতে হবে ওকে।

রুট ওর মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পারলেন যেন। 'হলি, আমার কথা শোন। তোমাদেরকে যে আক্রমণ করেছে, সে ভারবিলের পাখায় বেশ বড় সড় একটা ছিদ্র করে ফেলেছে। তার মানে তোমার পরনের ভেস্ট একদম কাজে আসবে না। ক্যাপ্টেন কেল্লের জন্য অপেক্ষা করো।'

ক্যাপ্টেন কেল্ল। সম্ভবত লেপ-এর ইতিহাসে এমন গোলাগুলি প্রিয় অফিসার আর আসেনি! তবে লোকটার উপর নির্দ্বিধায় ভরসা করা চলে।

'দুঃখিত, স্যার। অপেক্ষা করা সম্ভব না। চিক্স পাখায় আঘাত পেয়েছে। এর অর্থ তো আপনি জানেনই।'

স্প্রাইটের পাখায় গুলি করা আর একটা পাখিকে গুলি করা এক কথা না। স্প্রাইটদের প্রধান আর সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো পাখা, ওতে সাতসাতটা বড় ধমনী আছে। চিক্স যেমন আঘাত পেয়েছে, তাতে অন্তত তিনটা ধমনী ছিঁড়ে যাবার কথা!

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কমাণ্ডার রুট। 'ঠিক আছে, হলি। তবে সাবধানে। আমি আজ আর কাউকে হারাতে চাই না।'

হোলস্টার থেকে নিউট্রিনো ২০০০টা বের করে নিল হলি। তৃতীয় মাত্রায় সেট করে নিল অস্ত্রটা, ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। সম্ভবত আক্রমণকারীরা বি-ওয়া-কেল গ্যাঙের। নিউট্রিনো ২০০০ থেকে এই তৃতীয় মাত্রার আঘাত লাগলে, যেকোনও গবলিন কমপক্ষে আট ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকবে।

বড় করে শ্বাস নিয়ে, ঝড়ের বেগে মূর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে এল ও। সাথে সাথে ওর দিকে লক্ষ্য করে শুরু হলো গোলাগুলি। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে

BanglaBook.org

গুলিবিদ্ধ ফেয়ারিকে জায়গা থেকে নড়ানো একদম অনুচিত। কিন্তু যে হারে গোলাগুলি হচ্ছে, তাতে চিক্সকে না সরিয়েও উপায় নেই। তাই করল হলি, প্রাইভেটকে নিয়ে একটা মরচে পড়া ডেলিভারি শ্যাটেলের আড়ালে চলে গেল।

ওকে দেখে হাসল চিক্স। 'তুমি এসেছ ক্যাপ্টেন, আমি জানতাম তুমি আসবে!'

হলির কষ্ট হলো কণ্ঠ থেকে উৎকণ্ঠা সরিয়ে রাখতে, 'আসব না মানে? আমি তো কোনও আহত সহকর্মীকে ফেলে যেতে পারি না!'

'আমি জানতাম, তুমি আমাকে পছন্দ করো।' বড় করে শ্বাস টানল স্প্রাইট। 'আমি জানতাম।' বলে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। হলি আসতে বোধহয় একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছে।

ক্ষতের দিকে মন দিল হলি। সেরে ওঠো, ভাবল সে। সাথে সাথে ওর ভেতর থেকে উঠে আসা জাদু, নীল বিদ্যুতের রূপ নিয়ে চিক্সের ক্ষতের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। পুড়ে যাওয়া মাংসপেশি ঠিক হয়ে যেতে শুরু করল, রক্তের অভাবটাও আস্তে আস্তে পূরণ হচ্ছে। শান্ত হয়ে এল স্প্রাইটের শ্বাস নেয়া, গালে ফিরতে শুরু করল রঙ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হলি। চিক্স বেঁচে যাবে। হ্যাঁ, সামনের মিশনগুলোয় সম্ভবত আর উড়তে পারবে না সে। কিন্তু বাঁচবে তো! অজ্ঞান স্প্রাইটকে আলতো করে শুইয়ে দিল হলি। এবার ওই রহস্যময় ধূসর ছায়াগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নেবার পালা। অস্ত্রের মাত্রাটা চারে নিয়ে, সরাসরি গ্যেটের প্রবেশমুখের দিকে দৌড় দিল ও।

প্রথমেই সে গুলি চালাল টার্মিনালের দরজা লক্ষ করে। ওটা ধ্বসে পড়তেই ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নিল একটা ডেস্কের আড়ালে। প্রায় চারশ বছর আগে, জায়গাটা ফেয়ারিতে গিজ গিজ করত। প্যারিস শুধু আদমজাতের মাঝেই নয়, ফেয়ারিদের মাঝেও টুরিস্ট স্পট হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু মানুষ জায়গাটা দখল করে নেয়ার পর...

যাই হোক, ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় নেই হলির হাতে। হেলমেটে লাগানো মোশন সেন্সরটা চালু করে দিল ও। যদি আশেপাশে কেউ নড়ে, তাহলে হেলমেটের কাঁচে তাকে কমলা রঙের আকৃতিতে দেখা যাবে। উপরের দিকে তাকালো সে। ভাগ্য ভালো তাকিয়েছিল! কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই দুটি কমলা অবয়ব শ্যাটল বে'র দিকে লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছিল! গবলিন ওই দুজন। দ্রুতগতিতে এগোবার জন্য তারা চার হাত-পায়ে দৌড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

ওদের ঠিক পেছনেই আছে একটা ভাসমান ট্রলি। অদ্ভুত এক ধরনের পোশাক পরে আছে গবলিনরা, সম্ভবত ওটা দিয়েই বোকা বানিয়েছে ফোয়েলির যন্ত্রকে।

বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু গবলিনরা তো এতোটা বুদ্ধিমান না!

দুই গবলিনকে নিচ থেকে অনুসরণ করে চলল হলি। কিছুক্ষণ পর, নিচে নেমে আসতে শুরু করল প্রানিদুটো। তাড়াহুড়োয় তাদের একজন মাথার ঢাকনি পেছনে ফেলে এসেছে। গড়পড়তা গবলিনের তুলনায় আকারে বেশ বড়সড় সেটা, পাতাবিহীন চোখজোড়া ভয়ে এদিক ওদিক ছুটছে, সাপের মতো দ্বিধা-বিভক্ত জিহ্বা একটু পরপর ভেজাচ্ছে চোখের পাঁপড়ি দুটোকে।

দৌড়ের উপরেই কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল ক্যাপ্টেন শর্ট। একটা গিয়ে বিঁধল সবচেয়ে কাছের গবলিনের পশ্চাৎদেশে। গুঙিয়ে উঠল হলি। ওখানে কোনও স্নায়ু তন্ত্রী নেই। তবে দরকারও ছিল না। গবলিনরা যে পোশাক পরে এসেছে, তা নিউট্রিনোর চার্জ সুপরিবাহী। হলোও তাই, আঘাত পেয়ে প্রায় দুই ফুট লাফিয়ে উঠল গবলিনটা। মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

ভাসমান ট্রলিটার নিয়ন্ত্রণ হারালো অন্য গবলিন, যন্ত্রটা গিয়ে বাড়ি খেল একটা লাগেজ ক্যারোসেলের সাথে। শত শত ছোট ছোট সিলিণ্ডারের মতো জিনিস ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

আত্মরক্ষার্থে হলির দিকে এবার গুলি ছুঁড়ল গবলিনটা। লাগল না একটাও, লাগার কথাও না। প্রথম কারণ, বেচারার হাত ভয়ে কাঁপছে। আর দ্বিতীয়, কোমরের পাশ থেকে গুলি করে চলচ্চিত্রে গুলি লাগান সম্ভব হতে পারে, বাস্তবে না। হলি অবশ্য হেলমেটের ক্যামেরা ব্যবহার করে গবলিনটার অস্ত্রের একটা ছবি নেয়ার প্রয়াস পেল। কিন্তু পারল না।

আরও কিছুক্ষণ চলল পিছু ধাওয়া। অবশেষে ডিপার্চার বে, মানে যেখান থেকে শাটল রওনা হতো, সেখানে এসে উপস্থিত হলো দুজনে। কম্পিউটার চলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল হলি। এখানে তো কম্পিউটার চালাবার মতো শক্তি থাকার কথা না। লেপ ইঞ্জিনিয়াররা নিশ্চয় এখানকার জেনারেটরগুলো খুলে নিয়ে গিয়েছে! আর তাছাড়া, প্রায় বন্ধ এমন একটা শ্যুটে শক্তি দিয়েই বা কী হবে!

উত্তরটাও জানে সে।

শক্তি দরকার কন্ট্রোল আর শাটলের মনোরেইল চালাবার জন্য। হ্যাংগারে প্রবেশ করার সাথে সেই সন্দেহটা নিশ্চয়তায় প্রমাণিত হলো।

BanglaBook.org

গবলিনরা একটা শাটল বানাচ্ছে!

অবিশ্বাস্য ঘটনা! গবলিনের মাথায় ঘিলু বলতে কিছুই নেই। অথচ এখানে বসে বসে তারা একটা আস্ত শাটল বানিয়ে ফেলেছে! দেখে মনে হচ্ছে, অনেকদিনের পুরনো সব বাহন থেকে অংশ নিয়ে নিয়ে বানানো হয়েছে এটা। নকশী কাঁথার মতো দেখাচ্ছে ওটার দেহ!

বিস্ময় গিলে ফেলে, হাতের কাজে মন দিল হলি। দৌড়াবার মাঝেই কার্গো হোল্ড থেকে একজোড়া পাখা নিয়ে নিয়েছে গবলিনটা। চাইলে অবশ্য তখন একটা গুলি ছুঁড়তে পারত ও, কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা বেশি হয়ে যায়। শাটলের নিউক্লিয়ার ব্যাটারিতে লাগে যদি!

হলির ইতস্ততার সুযোগ নিল গবলিন, অ্যাক্সেস টানেলের দিকে দৌড়ে গেল সে। টানেলের মুখে শুরু হওয়া মনোরেইলটা বিশাল বড় শ্যুট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। শ্যুটগুলো আসলে পৃথিবীর অভ্যন্তরীন চাপ বের করে দেবার একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি। সেটাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনের সময় পৃথিবীর বুকে উঠে আসে লেপ-এর সদস্যরা।

গতি কমিয়ে দিল হলি। গবলিনটার সামনে কানাগলি। শ্যুট ধরে উড়ে উপরে যেতে না পারলে, আর কোথাও যাবার মতো জায়গা পাবে না সে। বদ্ধ পাগলও সেই কাজটা করবে না। ম্যাগম্যা ফ্লেয়ারে আটকা পড়লে, দেহের অণু-পরমাণুও অবশিষ্ট থাকবে না।

শ্যুটে ঢোকার মুখটা সামনেই।

হেলমেটের মাইক চালু করে দিল হলি। 'অনেক হয়েছে। এবার থামো!'

অদ্ভুত দর্শন একটা রাইফেল তুলে নিল গবলিনটা, সময় নিয়ে তাক করল। ট্রিগার চাপার আওয়াজ হলো, কিন্তু গুলি বেরোল না।

'নিউক্লিয়ার অস্ত্র না হলে এ-ই হয়, যেকোনও মুহূর্তে গুলি শেষ হয়ে যেতে পারে।' মন্তব্য করল হলি।

গুলি ছুঁড়তে না পেরে, বিরক্ত হয়ে অস্ত্রটাই হলির দিকে ছুঁড়ে দিল গবলিনটা। লক্ষ্যের ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারল না, পাঁচ মিটার আগেই থেমে গেল। লক্ষ্যভেদ না হলেও, হলির মনোযোগ সরাতে সমর্থ হলো জিনিসটা। এই সুযোগে পাখা চালু করে দিল গবলিন। পুরনো দিনের মডেল, তাই ইঞ্জিনের গুঞ্জনে ভরে উঠল টানেলের ভেতরটা।

BanglaBook.org

গবলিনের পেছন থেকে আরেকটা আওয়াজ ভেসে এল, এই আওয়াজটা খুব ভালো করেই চেনে হলি।

ফ্লেয়ার আসছে!

ঝড়ের গতিতে চলতে শুরু করল হলির মাথা। যদি গবলিনরা এই টার্মিনালে শক্তির সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে থাকে, তাহলে তো সবধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছে। এমনকী...

ঘুরে দাঁড়াল হলি। কিন্তু ওর পেছনের দরজাটা এরইমাঝে বন্ধ হতে শুরু করেছে। ফ্লেয়ারের প্রচণ্ড উত্তাপ যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেজন্য ব্যবহার করা হয় দরজাটাকে। দুই-মিটার পুরু ইস্পাতের দরজা টার্মিনাল থেকে অ্যাক্সেস টানেলটা আলাদা করে রাখে।

গবলিনটার সাথে তাই আটকা পড়ে গিয়েছে হলি, নিচ থেকে উঠে আসছে লাভা। অবশ্য লাভা ওদের স্পর্শ পাবে না। তার আগেই উত্তপ্ত বাতাস দুজনকে মেরে ফেলবে!

টানেলের একদম ধারে দাঁড়িয়ে আছে গবলিনটা। কিছুক্ষণ পর যে কী হবে, তা বুঝতেও পারছে না! তবে এই নির্বুদ্ধিতাটুকু হলির ভয়ে গবলিনের মাঝে আসেনি। জন্ম থেকেই নির্বোধ গবলিনরা।

শ্যুট ধরে উপরে উঠতে শুরু করল গবলিন বেচারা। তবে ম্যাগমাকে হার মানাতে পারল না। সাত মিটার লম্বা লাভার একটা থাম এসে ভাজাভাজা করে ফেলল বেচারাকে।

ওদিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই হলির হাতে, নিজেই মারাত্মক বিপদে আছে বেচারি। লেপ-এর উর্দিগুলো তাপ কুপরিবাহী। কিন্তু লাভার উত্তরণের ফলে সৃষ্ট তাপকে হার মানাতে পারবে বলে মনে হয় না!

উপরের দিকে তাকাল হলি। অনেক দিন আগের শীতলকারী পদার্থে ভর্তি ট্যাঙ্ক লাগানো আছে টানেলের ছাদে। নিজের অস্ত্রটাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে, ওগুলো লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে।

ট্যাঙ্ক থেকে অল্প কিছু শীতলকারী গ্যাস বের হলো। হতাশায় ভরে উঠল হলির মন। চারশ বছর আগের জিনিস, এতোদিনে মনে হয় ফুরিয়ে গিয়েছে। গবলিনরাও সেগুলো আবার ভরার চেষ্টা করেনি। তবে না, একটা এখনও বাকি আছে বলে মনে হলো। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেউ কোনওদিন ওটাকে স্পর্শ পর্যন্ত

BanglaBook.org

করেনি। এক গাদা সবুজ ট্যাঙ্কের মাঝে একটা কালো ট্যাঙ্ক খুব সহজেই নজরে পড়ল হলির। ওটার নিচে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল সে।

সময়মতোই করতে পেরেছিল কাজটা। কেননা ঠিক যে মুহূর্তে উত্তপ্ত বাতাস এসে প্রবেশ করল টানেলের ভেতর, সেই মুহূর্তেই শীতলকারী রসায়নিক মিশ্রিত পানি এসে আছড়ে পড়ল হলির দেহে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো হলির। মনে হলো, একিসাথে জমে যাচ্ছে আবার পুড়ে যাচ্ছে! হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য হলো ও, ফুসফুস বাতাসের জন্য হাহাকার করছে।

যেন অসীম কাল পর, বন্ধ হলো গর্জনটা। চোখ খুলে কেবল বাষ্প দেখতে পেল হলি। উঠে দাঁড়াল ও, দেহের পোশাক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল পানি। হেলমেটে কাঁচ তুলে, বুক ভরে শ্বাস নিল সে। বাতাসটা গরম, কিন্তু শ্বাস নেয়া যায়।

ওর পেছনের দরজা খুলে প্রবেশ করল ক্যাপ্টেন কেল্ল, তার পিছুপিছু প্রবেশ করল লেপ-এর অন্য সদস্যরা।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ, ক্যাপ্টেন।'

উত্তর দিল না হলি, ওর পুরো নজর সদ্য বাষ্পে পরিণত হওয়া গবলিনের অস্ত্রের দিকে। প্রায় এক মিটার লম্বা রাইফেলটা, সেই সাথে ব্যারেলে একটা স্কোপও লাগানো আছে।

প্রথমে হলি ভেবেছিলঃ হয়তো বি-ওয়া-কেল গ্যাং নিজেই অস্ত্র প্রস্তুত করছে! কিন্তু এখন উপলব্ধি করতে পারল, সত্যটা আরও ভয়ানক। আইন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ইতিহাস ভালোমতোই পড়া আছে ওর। এই অস্ত্রটা একটা সফটনেজ লেজার! অথচ অস্ত্রটা অনেক আগেই বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা সেখানে না। সমস্যা হলো, কোনও ফেয়ারি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি এর শক্তি যোগাতে। ব্যবহার করা হয়েছে আদমজাত নির্মিত একটা ট্রিপল-এ ব্যাটারি!

'ট্রাবল,' ডাকল হলি। 'এই জিনিসটা দেখ তো!'

'ডি'আরভিট।' দীর্ঘশ্বাস নিল কেল্ল। হেলমেটের রেডিও কন্ট্রোলে হাত চলে গেল প্রায় সাথে সাথেই। 'কমাণ্ডার রুটের সাথে আমাকে সরাসরি সংযোগ করিয়ে দাও। ক্লাস-এ মানের নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া গিয়েছে এখানে। হ্যাঁ...হ্যাঁ, ক্লাস-এ। ফোয়েলিকে এখানে পাঠানো হোক। আমি চাই...' দম না নিয়েই একের পর এক আদেশ দিয়ে চলল ট্রাবল। কিন্তু সেদিকে মন নেই হলির। বি-ওয়া-কেল এখন

BanglaBook.org

তাহলে আদমজাতের সাথে ব্যবসা করছে! কে জানে অস্ত্র বাদে আরও কী কী হাত বদল হয়েছে!

যাই হোক, ত্রিশ মিনিটের মাঝে ই৩৭ আবার প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতে শুরু করল। হ্যালোজেন বাতির আলোয় মনে হচ্ছিল, এখানে গোলেমওয়ার্ল্ডের কোনও চলচ্চিত্রের মহরত হচ্ছে!

ফোয়েলি অজ্ঞান গবলিনটার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। এই সেন্টরের কারণেই, এখনও আদমজাত ফেয়ারিদের অস্তিত্বের কথা জানতে পারেনি। তবে বি-ওয়া-কেল-এর বেআক্কেলদের কারণে, আর বেশিদিন তা অজানা থাকবে বলে মনে হয় না। প্রযুক্তির ব্যাপারে জিনিয়াস এই ফেয়ারিটা সম্ভবত ফেয়ারি ইতিহাসের বড় বড় সব আবিষ্কারের সাথে জড়িত। কিন্তু প্রতিটা আবিষ্কার তাকে করে তুলেছে আরও অহংকারী এবং অধিকাংশের কাছে বিরক্তিকর।

'আহ, হলি,' গবলিনের পোশাকটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল ফোয়েলি। 'একটা গবলিনের সাথে লড়তে এতো কষ্ট হলো!'

'নিজের ব্যর্থতার উপর থেকে সবার নজর হটাতে চাচ্ছ?' খোঁচা মারতে ভুল করল না হলি। 'বি-ওয়া-কেল-এর মতো একটা নিম্নমানের দল তোমাকে ধোঁকা দিয়ে দিল!'

গবলিনটার হেলমেট পড়ার চেষ্টা করল ফোয়েলি। 'বি-ওয়া-কেল? অসম্ভব! ওদের মাথায় অতটুকু ঘিলুই নেই!'

ঘোঁত করে উঠল হলি। 'জানলে কীভাবে? কাপড়টার সেলাই দেখে?'

'নাহ।' উত্তর দিল ফোয়েলি, কথা না বাড়িয়ে হেলমেটটা ছুঁড়ে দিল হলির দিকে।

'জার্মানিতে বানানো।' ওতে লেখা ট্যাগটা পড়ল হলি।

'এটা সম্ভবত আগুন-নিরোধক কোনও স্যুটের অংশ। তাপও ভেতর থেকে বাইরে বেরোতে পারে না। ব্যাপারটা গুরুতর, হলি। কোনও আদম সন্তান এই গবলিনদের সাথে ব্যবসা করছে!'

সরে দাঁড়িয়ে, লেপ অফিসারদের অজ্ঞান গবলিনটাকে নিয়ে যাবার সুযোগ দিল ফোয়েলি। হেড কোয়ার্টারে যাবার পর, এই বিশেষ প্রানিটার দেহে একটা স্লিপার পিল ঢুকিয়ে দেবে ওরা। এই বিশেষ স্লিপার পিলে থাকে একটা ঘুমের ওষুধ আর ছোট ডেটোনেটর। পরে যদি কখনও লেপ বুঝতে পারে যে অপরাধীটা অন্য

BanglaBook.org

কোনও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, তাহলে সাথে সাথে ফাটিয়ে দিতে পারবে। এক মুহূর্তের মাঝে ঘুমের অতলে হারিয়ে যাবে অপরাধী।

'এর পেছনের কলকাঠি কে নাড়ছে, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়?' বলল হলি।

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ফোয়েলি। 'আন্দাজ করতে দাও। ক্যাপ্টেন শর্টের জন্ম শত্রুঃ মাস্টার আর্টেমিস ফাউল?'

'আর কে হতে পারে?'

'অপরাধীর অভাব আছে? আদমজাতের সাথে আমরা কি একদমই যোগাযোগ করি না? করি তো!'

'তাই নাকি?' মন্তব্য করল হলি। 'তা এই যোগাযোগকৃত আদমজাতের কয়জনের সেই *যোগাযোগের* স্মৃতি মনে আছে?'

চিন্তা করার ভান করল ফোয়েলি। ভেবেছিল, চুপ করে থাকলে হয়তো হলি হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ না দেখে অবশেষে ফিস ফিস করে বলল, 'তিন।'

'কী বললে? শুনতে পাইনি।'

'তিন...তিন!' কণ্ঠ একটু চড়িয়েই উত্তর দিল ফোয়েলি।

'একদম ঠিক। এই তিনজনের নাম বলব? আর্টেমিস আর তার দুই পোষা গরিলা। আমি লিখে দিতে পারি, এই চোরাচালানের পেছনেও আর্টেমিসের হাত আছে।'

'হলে তো তুমি খুশীই হও! শেষবার ছেলেটার মুখোমুখি হবার ফল কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছ? '

'মনে আছে। কিন্তু ওটা *আগের বারের* কথা।'

মুচকি হাসল ফোয়েলি। 'গতবার ওর বয়স ছিল বারো। এখন কিন্তু তেরো হয়েছে।'

কোমরে থাকা ব্যাটনটা আঁকড়ে ধরল হলির হাত। 'ওর বয়স কত, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই জিনিসের সাথে একবার দেখা হলেই, দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে যাবে।'

ফোয়েলি প্রবেশ পথের দিকে ইঙ্গিত করল। 'শক্তি জমিয়ে রাখো, এখন-ই কাজে লাগবে।'

হলি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল। কমাণ্ডার রুট দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত! এমনিতেই লাল হয়ে থাকে তার মুখ। এখন ক্ষণে ক্ষণে আরও বাড়ছে।

BanglaBook.org

'কমাণ্ডার, শুরু করল হলি। 'আপনার এটা দেখা উচিৎ...' কিন্তু আর কিছু বলার সাহস পেল না। রুট যে নজরে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, তা দুধের উপর পড়লে মুহূর্তেই দই হয়ে যেত!

'কাজটা কেন করলে?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার।

'দুঃখিত, স্যার। বুঝতে পারিনি।'

'আমাকে ওসব বলে লাভ হবে না। পুরোটা সময় আমি মনোযোগ দিয়ে দেখেছি-শুনেছি। তোমার হেলমেটের ভিডিও ফিড আমার চোখের সামনেই ছিল।'

'ওহ!'

'শুধু ওহ! শুধু ওহ! ক্যাপ্টেন শর্ট,' রুটের ছোট ছোট করে কাঁটা ধূসর চুলগুলোর যেন নিজস্ব অনুভূতি আছে। কাঁপছে ওগুলো। 'শুধু নজর রাখার জন্য তোমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। অনেকগুলো দলকে আমরা তৈরিই রেখেছিলাম। তোমার কল পেলেই ছুটে আসত। কিন্তু না! ক্যাপ্টেন শর্ট একা হাতেই বি-ওয়া-কেল-কে শায়েস্তা করতে সক্ষম, তাই না? নিয়ম তো তার ক্ষেত্রে খাটে না!'

'আমার সামনে এক আহত সহকর্মী পড়ে ছিল, স্যার। আর কোনও উপায় ছিল না আমার।'

'চিক্স ভারবিল বাইরে কী করছিল?'

এই প্রথম বারের মতো নজর নিচে নামিয়ে নিল হলি। 'আমি ওকে শারীর বৃত্তীয় তাপ পরখ করে দেখার জন্য পাঠিয়েছিলাম। নিয়ম অনুসরণ করছিলাম কেবল।'

নড করলেন রুট। 'প্যারামেডিক ওয়ারলকের» সাথে কথা বলেছি, ভারবিলের কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু আর কখনও উড়তে পারবে না সে। এটা নিয়ে মিটিং হবে একটা। বুঝতেই পারছ।'

'জ্বি, স্যার।'

'নিয়ম তো নিয়ম-ই। কিন্তু কাউন্সিলকে তো তুমি চেন।'

কাউন্সিলকে আসলেই খুব ভালো করে চেনে হলি। লেপ-এর ইতিহাসে ও-ই হবে একমাত্র অফিসার, যার বিরুদ্ধে একই সাথে দুটো আলাদা আলাদা তদন্ত চলছে।

'ক্লাস-এ শুনলাম মনে হলো?'

BanglaBook.org

সব ধরনের নিষিদ্ধ পণ্যকে লেপ নানা ক্লাসে ভাগ করে। ক্লাস-এ মানে, মারাত্মক আর বিপদজনক আদমজাত নির্মিত পণ্য। এই যেমন ট্রিপল-এ ব্যাটারি।

'এদিকে আসুন, স্যার।'

হলি পথ দেখিয়ে কমাণ্ডারকে নিয়ে গেল। শাটল বে'কে তাঁবুর মতো ঢাকনি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেটার এক পাশ সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। 'এই যে দেখুন স্যার, ব্যাপারটা খুব গুরুতর।'

মন দিয়ে সব দেখলেন রুট। শাটলের কার্গো বে'তে অনেকগুলো বক্স রাখা আছে। সবগুলো ট্রিপল-এ ব্যাটারি দিয়ে ভর্তি! একটা প্যাকেট তুলে ধরল হলি।

'পেন্সিল ব্যাটারি,' বলল ও। 'আদমজাতরা সচরাচর এগুলো ব্যবহার করে থাকে। পরিবেশের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। এখানে মোট বারোটা বাক্স আছে। কে জানে আরও কতগুলো এরইমাঝে টানেলের ভেতরে নিয়ে গিয়েছে গবলিনরা!'

রুটকে দেখে খুব একটা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। 'এখানে গুরুতর কী দেখলে?'

ততক্ষণে ফোয়েলি দ্বিতীয় গবলিনের সফটনোজ লেজার দেখে ফেলেছে। 'আরে!' আঁতকে উঠল সে।

'ওটাই সেই গুরুতর ব্যাপার।' বলল হলি।

কমাণ্ডার তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। 'নাটুকেপনা বাদ দিয়ে, খুলে বলো সবকিছু!'

'নাটক না চীফ,' হলির আগেই উত্তর দিল সেন্টর। 'ব্যাপারটা আসলেই খুব গুরুতর। বি-ওয়া-কেল এই ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করছে শক্তির উৎস হিসেবে। একেকটা ব্যাটারি ব্যবহার করে বড়জোর ছয়বার গুলি করতে পারবে। কিন্তু যদি কারও কাছে দশ-বারোটা থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছেন...'

'সফটনোজ লেজার? ওগুলোতে অনেক আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখনও ধ্বংস করে ফেলা হয়নি যে?'

নড করল ফোয়েলি। 'ফেলার তো কথা। আমার বিভাগেরই এই কাজ করার কথা ছিল। তবে আমরা একদম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজটা করিনি। আসলে ওগুলোর প্রথমদিককার শক্তি উৎস ছিল একটা সোলার ব্যাটারি। ওই ব্যাটারি একবার লাগানোর বছর দশেক পর, ব্যবহার হোক বা না হোক, ঠিক ফুরিয়ে যেত। বোঝাই যাচ্ছে, কেউ একজন কয়েকটা অস্ত্র সরিয়ে ফেলেছিল।'

BanglaBook.org

'কয়েকটা? যত ব্যাটারি দেখছি, তাতে কয়েকটার জায়গায় কয়েক হাজার হলেও অবাক হব না। সফটনোজ হাতে গবলিন! নরক ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছে।'

সফটনোজ বানানো হয়েছিল আসলে খনিতে ব্যবহারের জন্য। এসব লেজারের গতি কম, তাই যে তলের উপর ফেলা হয়, সেটাকে খুব সহজেই ভেদ করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোভী অস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করে!

লেপ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে, তার কোনওটাই প্রাণঘাতী নয়। কিন্তু সফটনোজ প্রাণঘাতী। তাই খুব দ্রুতই বেআইনি করে দেয়া হয় ওগুলোকে। অবশ্য এখনও মাঝে সাঝে দুই একটা অস্ত্র দেখা যায় গুণ্ডা-পাণ্ডাদের হাতে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, কেউ অনেক বড় কিছু ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নেমেছে!

'আমাকে সবচাইতে বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলছে কোন জিনিসটা জানেন?' বলল ফোয়েলি।

'না, জানি না।' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন রুট। 'হে মহান সেন্টর ফোয়েলি, দয়া করে আমাদেরকে বলুন, কোন জিনিসটা আপনাকে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে?'

অস্ত্রটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ফোয়েলি। 'এটাকে আদমজাতের প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। কাজটা যে-ই করে থাকুক, দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কোনও গবলিনের কাজ বলে মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু সফটনোজই কেন?' জিজ্ঞাসা করলেন কমাণ্ডার। 'সোলার ব্যাটারি ব্যবহার করলেই বা কী ক্ষতি?'

'সোলার ব্যাটারি বিলুপ্তপ্রায়। সোনা দিয়ে কিনতে হয় এখন। আর তাছাড়া নতুন করে যে কোনও কারখানা স্থাপন করবে ওসব বানানোর জন্য, তা-ও সম্ভব না। খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে।'

রুট তার ফাংগাসের সিগার ধরালেন। 'এই শেষ তো? নাকি আরও দুঃসংবাদ আছে?'

হ্যাঙ্গারের পেছনের দিকে চলে গেল হলির নজর। এই আকস্মাৎ তাকানোটা রুটের দৃষ্টি এড়াল না। ওদিকে হেঁটে গেলেন তিনি। গবলিনদের বানানো শাটল দেখা মাত্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফোয়েলি, এই জিনিটা কী?'

শাটলটার গায়ে হাত বুলাল সেন্টর। 'অসাধারণ! অবিশ্বাস্য! জঞ্জাল ব্যবহার করে একটা শাটল বানিয়ে ফেলেছে গবলিনরা!'

BanglaBook.org

দাঁত দিয়ে সিগারটা কামড়ে ধরলেন কমাণ্ডার। 'গবলিনদের স্তুতি শেষ হলে, দয়া করে আমাকে জানাও ফোয়েলি; বি-ওয়া-কেল এই জিনিস পেল কীভাবে? এই শাটলে যেসব পুরাতন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তার সবকিছু তোমার ডিভিশনের ধ্বংস করে ফেলার কথা!'

'আমিও তো তাই জানি। কয়েকটা প্রযুক্তি তো আমার নতুন আবিষ্কার আসার পর অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। আর এই যে স্টারবোর্ড বুস্টারটা দেখছেন, এটা গত বছর ক্যাপ্টেন শর্ট নষ্ট করে ফেলেছিল ই১ শ্যুটে। আমি নিজ হাতে এটা ধ্বংস করার অর্ডারে সই করেছি।'

'তাহলে এখন সফটনোজের পাশাপাশি,' বললেন রুট। 'শাটলের অংশও ধ্বংস না হয়ে চুরি হচ্ছে! কে করল কাজটা, কীভাবে করল-সব কিছু খুঁজে বের করো। লাগলে এই শাটলকে টুকরা টুকরা করে ফেল। প্রতিটা তার যেন হাতের ছাপ আর ডি.এন.এ.'র জন্য পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রতিটা সিরিয়াল নাম্বার মেইনফ্রেমে ঢুকিয়ে দেখ কিছু পাও কিনা।'

'ভালো বুদ্ধি, নড করল ফোয়েলি। 'আমি এখুনি কাউকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'না, ফোয়েলি। তুমি নিজে কাজটা করবে।'

'কিন্তু, জুলিয়াস!' আপত্তি করল সেন্টর। 'এর জন্য তো জুনিয়র কাউকে লাগিয়ে দিলেই হয়।'

ফেয়ারিটার কাছে এসে দাঁড়ালেন রুট। 'তোমার জন্য আমি কমাণ্ডার রুট। আর কাজটা আমি তোমাকে দিয়েই করাতে চাই।'

কমাণ্ডারের কপালের ফুলে ওঠা রগটা দেখতে পেল ফোয়েলি। 'অবশ্যই, স্যার। এখন-ই শুরু করছি।' বেল্টে লাগানো ছোট একটা কম্পিউটার হাতে নিয়ে বলল সে।

'আর ক্যাপ্টেন শর্ট, আমাদের বন্দি বি-ওয়া-কেল সদস্য মুখ খুলেছে?'

'না, স্যার।' শ্রাগ করল হলি। 'এখনও অজ্ঞানে জ্ঞান ফেরার পরের এক মাস ওই মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়া কিছু বেরোবে বলে মনে হয় না। তবে আপনি তো ওদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানেন। সৈনিকদের কিছুই জানানো হয় না। দ্য বুক যদি ফেয়ারিদের উপর মেসমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না দিত...তাহলে খুব সহজেই অনেক তথ্য বের করে আনতে পারতাম।'

BanglaBook.org

'হুম,' বললেন রুট। 'তারচেয়ে বড় দুঃখের কথা হলো, আন্টলান্টিস কনভেনশনে ওষুধ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন। কিন্তু কী আর করা! এখন আমাদের প্রয়োজন, এই ব্যাটারি গুলো মাটির উপরে কোত্থেকে এল, তা খুঁজে বের করা। আর মাটির নিচে কোথায় যাচ্ছে, সেই জায়গায় খোঁজা।'

বড় করে শ্বাস নিল হলি। 'আমার একটা থিওরি আছে, স্যার।'

'আর্টেমিস ফাউল?' গুঙিয়ে উঠলেন রুট।

'আর কে হতে পারে? আমার অন্তরাত্মা বলছে, এসবের সাথে ওর একটা যোগাযোগ না থেকে পারেই না।'

'তুমি তো নিয়ম জানো, হলি। গত বছর ও আমাদেরকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছে। ব্যস, ব্যাপারটা ওখানেই শেষ।'

'জানি, স্যার। কিন্তু এবারের খেলাটা অন্য রকম। যদি একটুও সম্ভাবনা থাকে যে ছেলেটা গবলিনদের ব্যাটারি সাপ্লাই দিচ্ছে, তাহলে আমাদের কী খোঁজ নেয়া উচিৎ না?'

রুট কিছুক্ষণ ভাবলেন। আসলেই যদি ফাউল এর সাথে জড়িত থাকে, তাহলে পরিস্থিতি খুব দ্রুত আরও গুরুতর হয়ে উঠবে।

'ফাউলকে ওর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আর আমাদের এখানেও ওকে নিয়ে আসতে পারব না। এখানকার বায়ুচাপেই সে ভর্তা হয়ে যাবে।'

'হেভেন সিটি আর শাটলগুলোতে কিন্তু চাপের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়।' একমত হলো না হলি।

'ঠিক আছে, যাও।' অবশেষে বললেন কমাণ্ডার। 'নিয়ে এসো ওকে। বিশালদেহীটাকেও এনো।'

'বাটলারকে আনব?'

'হ্যাঁ, বাটলারকেও এনো।' একটু বিরতি দিলেন রুট। 'তবে মনে রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল কয়েকটা স্ক্যান করা। পুরনো শত্রুতার জের মেটানো না।'

'জ্বি, স্যার। মনে থাকবে।'

'কথা দিলে?'

'দিলাম স্যার।'

BanglaBook.org

সিগারটা পায়ের নিচে ফেলে পিষলেন রুট। 'আমি চাই না, আর কেউ আঘাত পাক। এমনকি সে আর্টেমিস ফাউল হলেও না।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার।'

'তবে,' যোগ করলেন কমাণ্ডার। 'খুব যদি দরকার হয়, তাহলে হালকা পাতলা আঘাত সে পেতেই পারে!'

BanglaBook.org

অধ্যায় তিন ঃ পাতাল অভিযান

সেন্ট বার্টলবি'স স্কুল ফর ইয়ং জেন্টেলমেন

দ্বিতীয় আর্টেমিস ফাউলের জন্ম-মুহূর্ত থেকে তার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে বাটলার। ছেলেটার জীবনের প্রথম রাত বাটলার কাটিয়েছে নার্সারীর সামনে দাঁড়িয়ে। গত প্রায় এক দশক ধরে বাটলার ছিল কিশোর ছেলেটার শিক্ষক, আদর্শ আর রক্ষাকর্তা। এর আগে কখনও এক সপ্তাহের জন্যও একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়নি দু'জনে। ব্যাপারটা বাটলারের পছন্দ না হলেও, ওর মাঝে এতোটা বিরক্তি সৃষ্টি করার মতোও না। দেহরক্ষীর তার মনিবের সাথে কোনও ধরনের মানসিক সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিৎ না। এতে তার বিচার-বিবেচনার উপর মন্দ প্রভাব ফেলে। কিন্তু একাকী মুহূর্তগুলোয় মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, ফাউল পরিবারের উত্তরাধিকারী সম্ভবত ছোট ভাইয়ের মতো!

কলেজ অ্যাভিনিউতে বেন্টলিটা পার্ক করল বাটলার। বিগত কয়েকমাস আর্টেমিস বোর্ডিং স্কুলে ছিল বলে, ওর জিমে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। তার ফল দেখা যাচ্ছে এখন, মাংসপেশিগুলো যেন আরও ফুলে উঠেছে! আর্টেমিসের রুমে একটা বাঙ্ক চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল ও, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে আবেদন কানেই তোলেননি! বাগানে ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা মালী খুঁজে বের করার পর, তারা বাটলারকে কলেজ প্রাঙ্গণে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন!

সদর দরজা দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল আর্টেমিস। মনের মাঝে এখনও ডা. পো'র কথাগুলো খেলা করছে।

'কোনও সমস্যা, স্যার?' বয়সে অনেক কম হলেও, বাটলার আর্টেমিসকে সম্মান দিয়েই সম্বোধন করে।

BanglaBook.org

বেন্টলির চামড়া মোড়ানো চেয়ারে বসে পড়ল আর্টেমিস। 'একদম না, বাটলার। আরেক হাতুড়ের সামনে বসে কিছুক্ষণ বক বক করে আসতে হলো, এই আরকী!'

'আমি কি একবার কথা বলে দেখব?' ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল বাটলার।

'ওই লোকের কথা ছাড় তো, ফাউল স্টারের কী খবর তাই বলো!'

'আজ সকালে ম্যানরে একটা ভিডিও সম্বলিত ই-মেইল এসেছে। এমপিইজি ফরম্যাট।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল আর্টেমিস। ওর মোবাইলে এমপিইজি ফাইল দেখা যায় না।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বাটলার একটা বহনযোগ্য কম্পিউটার বের করে আনল বাটলার। 'বুঝতে পেরেছিলাম, ভিডিওটা দেখার জন্য তোমার মন আঁকুপাঁকু করবে, তাই সাথে করে নিয়ে এসেছি।'

ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রটা মনিবের দিকে বাড়িয়ে দিল বিশালদেহী দেহরক্ষক। আর্টেমিস চালু করল জিনিসটা। প্রথমে মনে করেছিল, ব্যাটারী শেষ! কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর বুঝতে পারল, তুষারাচ্ছন্ন একটা মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখতে দেখতে ছেলেটার মনে হলো, পাকস্থলীতে যেন একগাদা প্রজাপতি উড়াউড়ি করছে। হঠাৎ করেই ক্যামেরা উপরের দিকে উঠে গেল। তারপর পর্দার একটা কোনা দখল করে নিল কালো একটা অবয়ব। ঝিরিঝিরি শব্দ আসতে শুরু করল স্পীকার দিয়ে। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল অবয়বটা। আর্টেমিস বুঝতে পারল, একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে। চেয়ারে বসে...নাহ, বাঁধা অবস্থায় আছে সে। আর্টেমিসের হাতে ধরা গ্লাসটা ঠকঠক করতে শুরু করল, কাঁপছে!

লোকটার পরনের ছেঁড়া অংশটুকু দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একদা অনেক দামী কোনও স্যুট ছিল তা। বজ্র আকারের ক্ষততে বিকৃত হয়ে গিয়েছে তার চেহারা, একটা পা দেখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে আর্টেমিসের, বুকের উপর যেন সারা দুনিয়ার ওজন এসে ভর করেছে।

লোকটার গলায় একটা বোর্ড বাঁধা, ওতে বড় বড় করে লেখাঃ জ্যাডিয়েমভিস্টভুটাই, সিন। কয়েক সেকেণ্ড লেখাটার উপরেই স্থির হয়ে রইল ক্যামেরা। এরপর অন্ধকার হয়ে গেল পর্দা।

'এ-ই?'

নড করল বাটলার। এ-ই!

BanglaBook.org

'জাডিয়েমভিস্টভুটাই, সিন।' বিড়বিড় করে নিখুঁত বাচন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল আর্টেমিস। আর্টেমিস সিনিয়র উধাও হয়ে যাবার পর, রাশিয়ান ভাষা শেখাটাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছিল ছেলেটা।

'অনুবাদ করে দেব?' জানতে চাইল বাটলার, সে নিজেও রাশিয়ান খুব ভালো বলতে পারে। তবে উচ্চারণ তার মনিবের মতো নিখুঁত নয়।

'নাহ, আমি এর অর্থ জানি।' উত্তর দিল আর্টেমিস। *'হ্যালো, আমার পুত্র।'*

দুজনেই এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পর কিছুটা বাধ্য হয়েই জানতে চাইল বাটলার, 'কি মনে হয় আর্টেমিস, এই লোকটা তোমার বাবা?'

ভিডিও ফাইলটা আবার প্রথম থেকে চালাল আর্টেমিস, লোকটার চেহারা পর্দায় আসার সাথে সাথেই থামিয়ে দিল ফাইলটা। হাত বাড়িয়ে পর্দা স্পর্শ করল ছেলেটা। 'আমার তাই মনে হয়, বাটলার। কিন্তু ছবির মানটা একদম বাজে। আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।'

ছেলেটার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছে বাটলার। ফাউল স্টারে ওর-ও একজন আত্মীয় ছিল। ওর চাচা, মেজর। ফাউল স্টার বিস্ফোরিত হবার কয়েক দিন পর, চেরস্কি মর্গে পাওয়া যায় মেজরের দেহ।

নিজেকে সামলে নিল আর্টেমিস। 'এই সূত্রটা আমাকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটা দেখতে হবে বাটলার।'

'এই ভিডিও পাঠাবার পরবর্তী ধাপটা নিশ্চয় তোমাকে বলে দিতে হবে না?'

'মুক্তিপণ চাইবে অপহরণকারীরা। এই মেইলটা পাঠিয়েছে কেবল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। ফেয়ারিদের স্বর্ণের কিছুটা আমাকে বেঁচে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি জুরিখে লারস-এর সাথে যোগাযোগ করো।'

গতি বাড়িয়ে দিল বাটলার। 'মাস্টার আর্টেমিস, এসব ব্যাপারে আমার অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে।'

বাঁধা দিল না আর্টেমিস। ওর দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব নেবার আগে, বাটলার অনেক পেশাতেই নাম লিখিয়েছিল।

'অপহরণকারীরা সাধারণত সব সাক্ষ্য প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তারপর চেষ্টা করে একে-অন্যকে মেরে ফেলার, যেন মুক্তিপণ ভাগ করতে না হয়।'

'কী বোঝাতে চাইছ?'

'বোঝাতে চাইছি, তুমি মুক্তিপণ দিয়ে দিলেও, তোমার বাবাকে যে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য ওই লোকটা তোমার বাবা

BanglaBook.org

কিনা, সে ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত নই। সম্ভবত অপহরণকারীরা তোমার টাকা হাতিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে খুন করার তালে আছে!'

'সে সব তো আমি বুঝতেই পারছি। চিন্তা করো না, আমি আট-ঘাট বেঁধেই নামব।'

ঢোক গিলল বাটলার। আর্টেমিসের আট-ঘাট বেঁধে নামার অর্থ কী, তা সে খুব ভালো করেই জানে। এমনিতে সহজে ভয় পায় না লোকটা। কিন্তু ছেলেটার চোখে এই মুহূর্তে খেলে যাওয়া দ্যুতিটুকু যেন ওর শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল!

স্যাট টার্মিনাল ইঃ টারা, ইংল্যান্ড

ক্যাপ্টেন হলি শর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডাবল ডিউটি করে সরাসরি মাটির উপরে চলে যাবে। টারায় শাটলে চড়ার আগে মাত্র একবার বিরতি নিয়েছে ও, তা-ও একটা নিউট্রি-বার আর শক্তি বর্ধক পানীয় পান করার জন্য।

টারার লোকজনের অসহযোগিতাও ঝামেলা বাড়াচ্ছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষের দোষ দিয়েই বা লাভ কী! হলি যে এই টার্মিনালে সব ধরনের শাটলের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে! সেই সাথে এ-ও নির্দেশ দিয়েছে, শুধু একা ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেন একটা শাটল তৈরি রাখা হয়! কর্তৃপক্ষ কী আর এতো সহজে সব কিছু মেনে নেয়?

'আরেকবার চেক করে দেখুন।' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলল হলি। 'পুলিশ প্লাজা থেকে এতোক্ষণে আমার নির্দেশ মেনে চলার আদেশ চলে আসার কথা।'

বিরক্ত নোমটা কম্পিউটারের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'না, ম্যাম। এখনও আসেনি।'

'দেখুন, মিস্টার...'

'মিস্টার না, কমাণ্ডান্ট টেরিল বলুন।'

BanglaBook.org

'কমাণ্ডান্ট টেরিল, আমি খুব জরুরী কাজে এসেছি। পুরো ফেয়ারি জাতের নিরাপত্তা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরবর্তী কয়েকঘণ্টার জন্য এই শ্যুটটা পুরোপুরি ফাঁকা রাখাটা খুব জরুরী।'

টেরিল যেন রাগে ফেটে পড়বে। 'কয়েক ঘণ্টা! পাগল নাকি? আটলান্টিস থেকে তিনটা শাটল আসছে। ওদেরকে কী বলব? ফিরে যাও? লেপ-এর গর্দভগুলো তাদের গোপন অভিযান চালাচ্ছে এখন? অসম্ভব।'

শ্রাগ করল হলি। 'আপনার যা ইচ্ছা। আমি দুইজন আদম সন্তানকে এখানে নিয়ে আসছি। আপনার পর্যটকরা দেখলে দেখুক। ভাঙচুর, গোলমাল-এসব হলে আমার কী?'

'দুই জন? এখানে? টার্মিনালের ভেতরে? আসলেই দেখছি আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে!'

ধৈর্য আর সময়, হলির দুটোই খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। 'এটা দেখেছেন?' হেলমেটের ইনসিগনিয়াটা দেখাল হলি। 'আমি লেপ-এর সদস্য। র‍্যাংকে ক্যাপ্টেন। ট্রাফিক পুলিশ না।'

টেরিল সোজা হয়ে দাঁড়াল, অবশ্য টেনে টুনে সত্তর সেন্টিমিটারের মতো হবে সে লম্বায়। 'দেখেছি আর আপনার আদেশ শুনেছি। আপনাকে চিনি আমি-লেপ এর পাগল মেয়ে ক্যাপ্টেন, হলি শর্ট! গত বছর তো ভালোই কেলেঙ্কারি বাঁধিয়েছিলেন, তাই না? আপনাকে মুক্ত করতে গিয়ে আমার করের সোনা হাপিস হয়ে গিয়েছে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল হলির। 'গাধা কোথাকার। সেন্ট্রালে খোঁজ নিয়ে দেখ ব্যাটা।'

'যা মন চায় বলতে পারো, বাবু সোনা। আমাদের এখানেও কিছু নিয়ম আছে। নিচ থেকে নির্দেশ না পেলে, তোমার মতো বেয়াদবের আদেশ মানতে আমি বাধ্য নই। আপাতত এক কাজ করো, সুবোধ বালিকার মতো লাউঞ্জে গিয়ে বসে থাক। আমার রাউণ্ড শেষ হলে পুলিশ প্লাজায় খোঁজ নেব।'

কোমরে বাঁধা বৈদ্যুতিক ব্যাটনের উপর ঘোরাফেরা করছে হলির হাত, পরিস্থিতি গুরুতর!

'তোমার এই আচরণকে আমি কী হিসেবে রিপোর্টে দেখাব, তা নিশ্চয় জানো?' জানতে চাইল ও।

'কী হিসেবে?' হলি হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ায় ভয় পেয়েছে নোম।

BanglaBook.org

'লেপ-এর অপারেশনে বাঁধা প্রদান।'

'আমি কোনও বাঁধা-টাধা দিচ্ছি না।'

'এমন পরিস্থিতিতে শক্তি খাটিয়ে কাজ করার অনুমতি আমার আছে।'

'হুমকি দিচ্ছ? যত ইচ্ছা দাও, লাভ নেই।'

'নাহ,' ব্যাটনটা হাতে নিল হলি। 'হুমকি দেব কেন! শুধু পুলিশি কাজের পদ্ধতি বলছি। তুমি যদি আমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াও, তাহলে তোমাকে আমি পথ থেকে সরিয়ে দেব। এরপর নজর দিব পরের জনের দিকে।'

টেরিল প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না। 'সে সাহস তোমার হবে না।'

মুচকি হাসল হলি। 'ভুলে গেলে? আমি লেপ-এর পাগলাটে মেয়ে ক্যাপ্টেন?'

পরিস্থিতি বিবেচনা করার প্রয়াস পেল নোমটা। এই অফিসার ওকে ব্যাটন দিয়ে আঘাত করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মেয়ে এলফের ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এরা যখন যা মন চায় করে বসে!

'ঠিক আছে,' বলল সে। কম্পিউটার থেকে একটা প্রিন্ট করা কাগজ বের করে নিয়ে বলল, 'এটা ভিসা, চব্বিশ ঘণ্টা বলবত থাকবে। যদি এরমাঝে তুমি ফিরে না আসো, তাহলে পরবর্তীতে তোমাকে দেখা মাত্র আমি বন্দি করব। এরপর হুমকি ধামকি যা দেবার, তা আমার মুখ থেকেই বের হবে।'

হলি কাগজটা প্রায় কেড়ে নিল। 'যা মন চায় করো। তবে মনে রেখ, আমি ফেরার সময় যেন টার্মিনাল ফাঁকা থাকে।'

•

৪৪

•

BanglaBook.org

আয়ারল্যান্ড, সেন্ট বার্টলবি থেকে ফাউল ম্যানরে যাবার পথে

আর্টেমিস বাটলারের সাথে নানা পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছে। যেকোনও পরিকল্পনা ঘষে-মেজে নেয়ার জন্য এই কাজটা করে সে। মাঝে মাঝে বাটলারের কাছ থেকেও খুব দামী পরামর্শ পাওয়া যায়। হাজার হলেও, গোপন অপারেশনে বাটলারের জুড়ি নেই।

'মেইলটা কোত্থেকে পাঠানো হয়েছে, সেটা খুঁজে বের করা যায় না?'

'নাহ, আর্টেমিস। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। মেইলের সাথেই একটা ভাইরাস ছিল। আসল মেইলটা একবার দেখার প্রায় সাথে সাথেই নষ্ট করে ফেলেছে ওটা। কোনওক্রমে জিনিসটা কপি করতে পেরেছিলাম!'

'ভিডিওটা দেখে কিছু বের করা যাবে না? তারার অবস্থান দেখে?'

হাসল বাটলার, ওর মাস্টার আর্টেমিস সৈন্যদের মতো করে ভাবতে শুরু করেছে!

'চেষ্টা করেছি, পারিনি। নাসায় আমার এক বন্ধু আছে, ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। চেক করার চেষ্টাও করেনি। মান একটু বেশিই খারাপ।'

আর্টেমিস এক মিনিট চুপ করে রইল। 'কতক্ষণের মাঝে রাশিয়ায় পৌঁছান যাবে?'

স্টিয়ারিং হুইলে তবলা বাজাল বাটলার। 'নির্ভর করে...'

'কীসের উপর?'

'আইনানুগভাবে যেতে চাও, না বেআইনিভাবে?'

'তাড়াতাড়ি হবে কোন পদ্ধতিতে?'

উচ্চ স্বরে হেসে ফেলল বাটলার। সাধারণত ওর মুখে এমন হাসি দেখা যায় না। 'বেআইনি পথেই তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি হবে। আসলে যেভাবেই যাই না কেন, দেরি হবেই। বিমানে যেতে পারব না, সবগুলো বিমান বন্দরে মাফিয়ার লোক থাকবে।'

'এই কাজটা যে মাফিয়ার, সে ব্যাপারে কি আমরা নিশ্চিত?'

রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাল বাটলার। 'হ্যাঁ। রাশিয়ায় যেকোনও অপহরণ মাফিয়াকে জানিয়েই করতে হয়। যদি কোনও সাধারণ অপরাধীও তোমার বাবাকে পাকড়াও করে থাকে, তাহলেও তাকে ওর মাফিয়ার হাতেই তুলে দিতে হবে।'

নড করল আর্টেমিস। 'আমারও তাই মনে হয়। তাহলে, আমাদের সমুদ্রপথে যেতে হবে। কমপক্ষে এক সপ্তাহের ধাক্কা। অন্য কোনও পথে এগোতে হবে। এমন কোনও পথ, যেটার কথা মাফিয়ার মাথাতেই আসবে না। কাগজ-পত্র?'

'হয়ে যাবে। রাশিয়ার নাগরিক হিসেবে ছদ্মবেশ নিলেই ভালো করব। সন্দেহ কম জাগবে। পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'ডা·। আমাদের কভার কী হবে?'

'তুমি স্টেফান বাসখির, আর আমি তোমার চাচা কন্সট্যানটাইন?'

BanglaBook.org

'অসাধারণ। দাবা গ্রাণ্ড মাস্টার তার চাচাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।' আগেও এই কাভার অনেকবার ব্যবহার করেছে ওরা। 'কখন রওনা দেব?'

'চাইলে তো এখনই দেয়া যায়। মিসেস ফাউল আর জুলিয়েট এই সপ্তাহটা নিসে কাটাবে। তারমানে, আমাদের হাতে আট দিন আছে। স্কুলে কোনও একটা অজুহাত বানিয়ে মেইল করে দিলেই হবে। ফাউল ম্যানর থেকে আমরা সরাসরি বিমান বন্দরে চলে যাব নাহয়। লিয়ার জেটটা প্রস্তুত আছে। প্রথমে আমরা স্ক্যানডিনেভিয়ায় যাব, সেখান থেকে একটা নৌকা নিলেই হবে। তবে আগে ম্যানর থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসা দরকার।'

কয়েকটা জিনিস বলতে কী বুঝিয়েছে দেহরক্ষী, তা ভালো করেই জানে আর্টেমিস। বেচারা রাশিয়ান মাফিয়া সদস্যদের জন্য মায়াই হলো ওর।

'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততোই ভালো। ওদেরকে অতর্কিতে ফাঁদে ফেলতে হবে।'

'আর্টেমিস, গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ বলে উঠল লোকটা। 'আমরা কিন্তু রাশিয়ান মাফিয়ার সাথে লাগতে যাচ্ছি। এদের সাথে আগেও লেনদেন করতে হয়েছে। তারা দরকষাকষিতে যায় না। রক্তক্ষয় হলে অবাক হব না। সেই রক্ত আমাদের হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল আর্টেমিস। জরুরী ভিত্তিতে একটা পরিকল্পনা খাড়া করা দরকার। এমন কোনও পরিকল্পনা, যা সাধারণ কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। এমনকিছু, যা আগে কখনও হয়নি। তবে খুব বেশি চিন্তিত নয় সে, এখন পর্যন্ত আর্টেমিসের মগজ ওকে হতাশ করেনি!

BanglaBook.org

টারা শাটল পোর্ট

টারার শাটল টার্মিনালটা আসলেই এক দারুণ স্থাপনা। দশ হাজার ঘন মিটার আকারের টার্মিনালটা ম্যাকগ্রেনি ফার্মের ঠিক নিচে অবস্থিত।

ভিসার সমস্যা সমাধান হবার পর, হলি সিকিউরিটি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মাটির উপরে অবস্থিত এই দরজাটা হলোগ্রাম দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এবারের এই যাত্রার জন্য কোবোই ডাবলডেক্স পাখনা বেছে নিয়েছে সে। আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ উদাহরণ হতে পারে ওপাল কোবোই নামক পিক্সির ডিজাইন করা এই পাখনাজোড়া। যন্ত্রটার শক্তির প্রধান উৎস সূর্যের আলো, সেই সাথে সবসময় স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ আর নিখুঁত পাখা-ডিজাইন তো আছেই। দুই ধরনের পাখা আছে বাহনটায়। একটা বাতাসে ভেসে বেড়াবার জন্য, আর অন্যটা গতিপথ পরিবর্তনের জন্য। হলির এই ডাবলডেক্স ব্যবহার করার ইচ্ছা অনেকদিনের, কিন্তু কোবোই ল্যাবের বাইরে এগুলো পাওয়াই যায় না। ফোয়েলি লেপ-এর জন্য ওগুলা অনুমোদন করতে চায় না। কারণ? পেশাগত ঈর্ষা! সেন্টরের অনুপস্থিতির সুযোগে নিজের জন্য একজোড়া পাখনার অনুমোদন বাগিয়ে নিয়েছে সে।

মাটির পনেরো ফুট উপর দিয়ে উড়ছে এখন ও, মাটির উপরের অপরিশোধিত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। দূষিত হলেও, মাটির নিচের পরিশোধিত বাতাসের চাইতে মিষ্টি। কয়েক মিনিট মিশনের কথা ভুলে রইল যেন ও। মিশনটাও বেশ কঠিনঃ আর্টেমিস ফাউলকে অপহরণ করা।

কীভাবে করা যায় কাজটা? ফাউল ম্যানর থেকে তুলে নেয়া যাবে না। অনুমতি ছাড়া কোনও মনুষ্য বাড়িতে প্রবেশ করা মানে, নিজের জাদুকে বিদায় জানানো। অবশ্য গত বছর আর্টেমিস ওকে অপহরণ করেছিল বলে ধরে নেয়া যায়, হলিকে ফাউল ম্যানরে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে কিনা, জায়গাটা দূর্গ বললে অত্যুক্তি হবে না। যে জায়গা লেপ কমাণ্ডোর দক্ষ বাহিনী দখল করতে পারেনি, সেখানে ও কোন ছাড়!

আরও একটা সমস্যা আছে, আর্টেমিস যদি আসলেই গবলিনদের সাথে হাত মিলিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো সে এই মুহূর্তে হলির অপেক্ষা করছে। জেনে শুনে ফাঁদে পা দেয়াটা বোকামি হবে না?

কম্পিউটারের দিক নির্ণয় করার সিস্টেমটা চালু করে দিল হলি, নির্দেশ দিল হেলমেটের কাঁচে ফাউল ম্যানরের নক্সা দেখাবার। সাথে সাথে পালিত হলো সে আদেশ। বাড়িটার ত্রি-মাত্রিক একটা নক্সা ভেসে উঠল কাঁচে। সাথে সাথে একটা ম্যাসেজ দেখাল কম্পিউটারঃ ফাউল ম্যানরকে লেপ কর্তৃপক্ষ বিপদজনক এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। তাই এখন ওকে একটা ভিডিও প্যাকেজ দেখতে হবে।

BanglaBook.org

গুঙিয়ে উঠল হলি, যেন ফাউল ম্যানরের কাহিনি জানতে এখনও কোনও লেপ অফিসারের বাকি আছে!

কর্পোরাল লিলি ফ্রণ্ডের চেহারা ভেসে উঠল কাঁচে। লিলি ছাড়া আর কাকে দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করাবে লেপ, ভাবল হলি। লেপ এর মুখপাত্র মেয়েটা। পুলিশ প্লাজাতেও সুন্দর মুখের জয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গুজব আছে, এলফ রাজার বংশধর হবার কারণেই, লেপ-এ যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছে মেয়েটা।

'আপনি ফাউল ম্যানরের নক্সা দেখতে চেয়েছেন,' ফ্রণ্ডের ছবি কথা বলে উঠল। 'জায়গাটাকে বিপদজনক এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অনুনোমদিত প্রবেশ নিষেধ। এমনকী ওটার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়াও নিষেধ। আর্টেমিস ফাউলকে ফেয়ারিদের জন্য 'বিপদজনক' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।'

ফ্রণ্ডের পাশে আর্টেমিসের একটা ছবি ভেসে উঠল।

'ছেলেটার সহকর্মী, বাটলার নামে যে পরিচিত, তার ধারে কাছে ঘেঁষাও নিষেধ। লোকটা সবসময় অস্ত্র বহন করে।'

বাটলারের ছবিও ভেসে উঠল কাঁচে। ফেয়ারি ইতিহাসে...নাহ ভুল হলো...পৃথিবীর ইতিহাসে বাটলার একমাত্র প্রাণী, যে একা কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ট্রলকে হারিয়েছে!

কম্পিউটারকে ম্যানরে যাবার নির্দেশনা দিয়ে, ভাবতে শুরু করল হলি। বাতাসের গতিতে একসময়কার সবুজ জমির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ও। গতবার যখন এসেছিল, তখন এতো খারাপ ছিল না অবস্থা। দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে নদী পর্যন্ত! আদমজাতের নির্বুদ্ধিতার আসলে কোনও তুলনা হয় না।

অবশেষে দিগন্তের নিচে নেমে এল সূর্য, কাঁচের উপর ফিল্টার নামিয়ে নিল হলি। সময় এবারের মিশনে ওর পক্ষেই আছে। সারা দিন পরিকল্পনা করার সুযোগ পেয়েছে ও। হঠাৎ ফোয়েলির কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেন্টরটা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হলেও, পরামর্শ মন্দ দেয় না। একবার ভাবল, যোগাযোগ করবে কিনা। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও না পেয়ে, ক্ষান্ত দিল।

দূর দিগন্তে দেখা গেল ফাউল ম্যানরকে, আশেপাশের পরিবেশ থেকে আলাদা। গর্বিত ভঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দালানটার দিকে তাপমাত্রা স্ক্যানার চালু করে তাকাল, কিন্তু কিছু ছোট ছোট প্রাণী আর পোকা-মাকড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। ইঁদুর আর মাকড়শা। কোনও মানুষ আছে বলে মনে হলো না। অসুবিধা নেই, বরঞ্চ আরও ভালো হলো। বীভৎস দেখতে একটা

BanglaBook.org

ᔑᓇᓂᓯᒋᔅ·ᓴᓇᔅᓂᔅᓂᔅᓂ

বেন্টলি গাড়িটা প্রধান দরজা দিয়ে ঢোকার সাথে সাথে চালু হয়ে গেল ম্যানরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাড়ির সামনে এসে, গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল বাটলার। 'কিছু লাগবে, আর্টেমিস?'

নড করল ছেলেটা। 'রান্নাঘর থেকে কিছু ক্যাভিয়ার নিয়ে এসো। একেক টার্মে দশ হাজার পাউণ্ড করে নেয় বার্টলবি। কিন্তু খাবারের মান যা-তা।'

আবার মুচকি হাসল বাটলার। এক টিনেজার কিনা ক্যাভিয়ার চাচ্ছে! এই অদ্ভুত আর বেমানান পরিস্থিতিতে সম্ভবত কোনওদিন অভ্যস্ত হতে পারবে না সে।

কিন্তু নতুন করে বানানো দরজাটার কাছাকাছি হওয়া মাত্র, মিলিয়ে গেল হাসিটা। মন যেন কেমন কেমন করছে, মনে হচ্ছে...বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে। খুব পরিচিত এই অনুভূতিটা। দেখতে না পেলেও সে নিশ্চিত, ওঁত পেতে আছে কোনও প্রাণঘাতী হুমকি!

এক মাইল দূর থেকেই হেড লাইটের আলো দেখতে পেয়েছে হলি। এখান থেকে অতদূরের দৃশ্য খুব একটা পরিষ্কার দেখা যায় না। তার ওপর বেন্টলিটার জানালা গাঢ় রঙ করা বলে আরও দেখা যাচ্ছে না কিছু। তবে হলির বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কোনও। ওটাই আর্টেমিস ফাউলের গাড়ি।

ফেয়ারিদের ঢাল বা ব্যুহ চালু থাকলে, সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। তারপরও আড়াল নিল হলি, আর্টেমিসের দেহরক্ষীর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যায় না। গতবছর ছেলেটার হাতে ফেয়ারিদের একটা হেলমেট পড়েছিল। সেটাতে কীভাবে কীভাবে যেন নিজের সুবিধার জন্য নতুন পরিবর্তন করতে সম্ভব হয়েছিল সে। বাটলার সেই হেলমেটের সহায়তায় লেপ-এর দক্ষ একটা দলকে একা হারও মানিয়েছিল। এই মুহূর্তে সম্ভবত লোকটা তা পরে নেই। কিন্তু ট্রাবল কেল্প ও তার দল ঠকে বুঝতে পেরেছে, আর্টেমিস আর তার দেহরক্ষীকে হালকাভাবে নেয়া উচিৎ না।

কিছুটা উঁচু মাত্রায় নিউট্রিনো ২০০০ টাকে সেট করে নিল হলি। বাটলারের মস্তিষ্কের কয়েকটা কোষ হয়তো নষ্ট হবে, তবে তা নিয়ে হলির খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই।

নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। এই যে বাটলার বের হলো গাড়ি থেকে...নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে নিল হলি। এককালে লোকটার জীবন বাঁচিয়েছিল হলি। আরেকবার করবে বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

ডাবলডেক্সটাকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসার জন্য সেট করে নিল ও। নিঃশব্দে নামতে নামতে হাতের বন্দুকটা বাটলারের বুকের দিকে তাক করল। ওই বিশাল টার্গেটটা কোনও অন্ধও মিস করবে না।

লোকটার ওর উপস্থিতি টের পাবার কোনও কারণ-ই নেই। কিন্তু তবুও কেন যেন থমকে দাঁড়াল বাটলার! নাক উঁচু করে শ্বাস টানল। আদমজাতটাকে দেখে সেই সময় কুকুর...নাহ, নেকড়ে বলে ভ্রম হচ্ছিল।

হলির চোখ এখন বাটলারের চোখের সমান উচ্চতায় নেমে এসেছে, অথচ এখনও মাটির এক মিটার উপরে উড়ছে ও! হেলমেট কাঁচের সীলটা খুলে দিল সে, হিস হিস শব্দ করে খুলে গেল ওটা।

শব্দটা হালকা হলেও, বাটলারের কান এড়াতে পারল না। শব্দের উৎসের দিকে ফিরে সে বলল, 'ফেয়ারি, আমি জানি তুমি ওখানে আছ। ঢাল বন্ধ করো, নয়তো গোলাগুলি শুরু করলাম!'

প্রথমেই ধরা খেয়ে যাবে, তা ভাবতে পারেনি হলি। কিন্তু কী আর করা, বিশালদেহী লোকটার হাতে ধরা সিগ সয়্যারটা ওর পিলে চমকে দিচ্ছে।

ঢাল নামিয়ে দিল লেপ-অফিসার। 'হ্যালো, বাটলার।'

সিগ সয়্যারটা এক ইঞ্চি না সরিয়ে নির্দেশ দিল বাটলার। 'হ্যালো, ক্যাপ্টেন। ধীরে ধীরে নেমে এসো। জাদু ব্যবহার করার কথা ভুলেও...'

'বন্দুকটা সরাও।' মেসমার ব্যবহার করল হলি।

নড়ে উঠল বন্দুকের নল, বাটলার আদেশ অমান্য করার প্রয়াস চালাচ্ছে!

'সরাও বাটলার। নয়তো তোমার মগজ গলে যাবে কিন্তু!'

বাটলারের কপালে একটা শিরা ফুলে উঠল।

অস্বাভাবিক ব্যাপার, ভাবল হলি! এর আগে তো এমন দেখিনি।

'লড়াই করো না, আদমজাত। আমার কথা শোন।'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল বাটলার। হয়তো আর্টেমিসকে সাবধান করে দেবার জন্য।

'আমার কথা শোন!'

দেহরক্ষীর গাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে নামল।

'সরাও বন্দুক!'

অবশেষে আদেশ মানল বাটলার।

BanglaBook.org

হাসল হলি। 'এই তো ভালো ছেলে। এবার গাড়ির কাছে চলে যাও। এমনভাবে যাবে যেন কিছুই হয়নি!'

আদেশ পালন করল দেহরক্ষীর পা-জোড়া!

ঢাল আবার চালু করে দিল হলি, মজা পাচ্ছে বিশালদেহীকে পুতুলের মতো নাচিয়ে।

আর্টেমিস তখন ল্যাপটপে ই-মেইল লেখায় ব্যস্ত।

প্রিয় প্রিন্সিপাল গুইনি,

আপনার নিয়োগ করা কাউন্সেলর আমার আর্টিকে উল্টা-পাল্টা সব প্রশ্ন করায়, বেচারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ওকে স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে, সুইজারল্যান্ডের গ্যাসপার্ড ক্লিনিকে দক্ষ মনোবিদের চিকিৎসাধীন করতে হচ্ছে আমাকে। ভাবছি, আপনাদের বিপক্ষে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেব কিনা। আপাতত আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না। তাতে শুধু আমার বিরক্তিই বাড়বে। আর বিরক্ত হলে সাধারণত আমি আমার উকিলের সাথে যোগাযোগ করি।

অ্যাঞ্জেলিন ফাউল।

BanglaBook.org

লেখা শেষ করে, পাঠিয়ে দিল আর্টেমিস। নিজের কাজে নিজেই সন্তুষ্ট। চিঠিটা পড়ার পর প্রিন্সিপালের চেহারা কেমন হয়, তা দেখতে খুব ইচ্ছা করছে ওর। কিন্তু আফসোসের কথা, প্রিন্সিপালের অফিসে লাগানো ক্যামেরা এক মাইলের বেশি দূরে গেলে আর দেখা যায় না!

ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ভেতরে এসে বসল বাটলার।

হাতে ধরা ফোনটা পকেটে ভরে নিল আর্টেমিস। 'ক্যাপ্টেন শর্ট নিশ্চয়? ঢাল বন্ধ করে, চোখের সামনে চলে এসো।'

হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠল হলি, হাতে একটা বন্দুক ধরা। ওটা কোন দিকে তাক করা আছে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না?

'আহ, হলি! এসবের কী দরকার ছিল?'

ঘোঁত করে উঠল হলি। 'দরকার নেই! তোমার ইতিহাসটা একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। অপহরণ, শারীরিক ক্ষতিসাধন, চাপ দিয়ে টাকা আদায়, হত্যার ষড়যন্ত্র। দরকার নেই মানে!'

'ক্যাপ্টেন শর্ট,' মুচকি হেসে বলল আর্টেমিস। 'তখন বয়স ছিল কম, আর ছিলাম স্বার্থপর। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আমার সেই অতীত কাণ্ডটা নিয়ে এখন নিজেই লজ্জা পাই!'

'লজ্জাটা নিশ্চয় খুব একটা বেশি না। কেননা ওই স্বর্ণের একটা টুকরাও তো ফেরত দিলে না!'

'তা ঠিক।'

'আমি যে এখানে এসেছি, বুঝলে কীভাবে?'

'বেশ কয়েকটা সূত্র থেকে। প্রথমত, বাটলার গাড়িতে বোমা পাতা আছে কিনা, তা চেক করে দেখেনি। দ্বিতীয়ত, যেসব জিনিস আনতে গিয়েছিল, সেগুলো ছাড়াই ফিরে এসেছে। তৃতীয়ত, দরজাটা কয়েক সেকেণ্ড খোলা রেখে পরে ভেতরে প্রবেশ করেছে বাটলার। ওর মতো অভিজ্ঞ মানুষের এই ভুল করার কথা না। চতুর্থত, তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে হালকা মরীচিকা দেখতে পাচ্ছিলাম বলে মনে হচ্ছিল। বাচ্চারাও বুঝতে পারবে।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল হলি। 'নজর দেখি তোমার ভালোই চলে, আদমজাত।'

'আমি চেষ্টা করি, ক্যাপ্টেন শর্ট। এবার দয়া করে বলো, কেন এসেছ?'

'এমনভাব করছ যেন জানো না!'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবল আর্টেমিস। 'ইন্টারেস্টিং! তোমার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, পাতালে কিছু একটা ঘটেছে। এমন কিছু একটা, যার জন্য আমাকে দায় দেয়া হচ্ছে।' এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ উঁচু হলো ওর ভ্রূ। 'মানুষ আর ফেয়ারিদের মাঝে লেনদেন চলছে।'

'যদি জানা না থাকত যে এসবের পেছনে তোমার হাত আছে,' বলল হলি। 'তাহলে দারুণ অবাক হতাম। যাই হোক, তোমার মুখ থেকে সত্য কথা বের না করা গেলে, তোমার কম্পিউটার থেকে যাবে।'

BanglaBook.org

ল্যাপটপের ডালা বন্ধ করল আর্টেমিস। 'ক্যাপ্টেন, তুমি আর আমি একে অন্যকে পছন্দ করি না। কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় না। আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলো সারার জন্য কয়েকদিন সময় দিতে হবে।'

'পারব না, ফাউল। পাতালের কয়েকজন তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। 'আমার পূর্ব আচরণের কথা বিবেচনা করলে, তোমাদের কাছ থেকে অবশ্য কোনও সহানুভূতি আশা করা যায় না।'

'ঠিক ধরেছ, যায় না।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। 'আমার হাতে তাহলে আর কোনও উপায় নেই।'

হাসল হলি। 'ঠিক, আর কোনও উপায় নেই।'

'যাওয়া যাক তাহলে!' বলল বটে আর্টেমিস, কিন্তু মাথার ভেতর ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ওর। ফেয়ারিদের সাথে সহযোগিতা করার বুদ্ধিটা খুব একটা মন্দ না। হয়তো ওদেরকে নিজের কাজে লাগাতে পারবে সে।

'চলো।' বাটলারের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল হলি। 'দক্ষিণে চালাও গাড়ি। শাখা রাস্তাগুলো ধরে এগোবে।'

'টারার দিকে যাচ্ছি নিশ্চয়? ভালোই হলো, ই১ এর প্রবেশ মুখ কোথায় তা জানার খুব ইচ্ছা ছিল আমার।'

'আশায় থাক, আদমজাত,' বলল হলি। 'এখন ঘুমাও। এতো কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

BanglaBook.org

অধ্যায় চার ঃ ফ তে ফর্সা, ফ তে ফাউল

চোখ খুলে নিজেকে লেপ-এর জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আবিষ্কার করল আর্টেমিস। পাতালের এসব কক্ষ, আর মানব দুনিয়ার জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের মাঝে আসলে কোনও পার্থক্য নেই! সেই একই রকম পুরাতন, শক্ত আসবাব। সেই একই রকম রঙ করা, দম বন্ধ করে দেয়া পরিবেশ।

রুট কালক্ষেপণে বিশ্বাসী নন। 'ফাউল, মুখ খোলো।'

নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্য মাত্র একটা মুহূর্ত সময় পেল আর্টেমিস। টেবিলের ওপাশ থেকে হলি আর রুট ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ঠিক সামনে জ্বলছে একটা বাতি।

'আশাহত হলাম, কমাণ্ডার। আপনার কাছ থেকে আমি বেশি কিছু আশা করেছিলাম। এতোটুকুতেই আমার মুখ খুলে যাবে, এমনটা ভাবলেন কী করে!'

'মুখ খোলাবার অগণিত উপায় আমার জানা আছে। তবে তোমার মতো অপরাধীর জন্য তা দরকার হবে না।'

আর্টেমিস উত্তর দেবার আগে পরীক্ষা করে বুঝল, ওর হাত চেয়ারের সাথে বাঁধা! 'গত বছরের ব্যাপারটা নিয়ে এখনও রাগ করে আছেন নাকি? আপনাদের নিজেদের নিয়ম অনুসারে, ওটার সবকিছু তো চুকে বুকে যাবার কথা।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন রুট, এতোটাই যে মনে হলো তার সিগারের জ্বলন্ত ডগাটা আর্টেমিসের নাক স্পর্শ করবে। 'এই কেসটা একদম আলাদা, আদমজাত। তাই দয়া করে নাটক করো না।'

একদম প্রভাবিত মনে হলো না আর্টেমিসকে। 'আপনি কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন? বন্ধু পুলিশ, না শত্রু পুলিশ?'

দিলখোলা হাসি হাসলেন রুট। 'বন্ধু পুলিশ, শত্রু পুলিশ! তোমাকে জানাতে খারাপ লাগছে, ডরোথি, কিন্তু তুমি এখন আর ক্যানসাসে নেই!' কমাণ্ডার রুটের খুব পছন্দের একটা বই উইজার্ড অফ ওজ। ওটা ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রে

BanglaBook.org

তার তিনজন আত্মীয় অভিনয় করেছে! সেই ছবিটারই এক জনপ্রিয় লাইন ব্যবহার করলেন।

আচমকা, অন্ধকার থেকে একটা অবয়ব আলোতে চলে এল। অবয়বটার চারটা পা, দুইটা হাত আর একটা লেজ আছে। হাতে ধরে আছে একজোড়া প্লাঞ্জার।

'ওহে, আদম সন্তান,' বলল অবয়বটা। 'শান্ত হয়ে বসো, তাহলে সম্ভবত খুব একটা ব্যথা লাগবে না।'

প্লাঞ্জারের মাথার দিকের অংশটা ছেলেটার চোখের উপরে রাখল ফোয়েলি, সাথে সাথে জ্ঞান হারাল আর্টেমিস!

'এই রাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে।' ব্যাখ্যা করল সেন্টর। 'অপরাধীরা সন্দেহও করতে পারে না। আমার চাইতে বুদ্ধিমান ফেয়ারি আর কে আছে, বলো তো?'

'ওই যে একটা পিক্সি আছে না?' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিলেন রুট। 'কোবোই না কী যেন নাম? শুনেছি সে-ও বেশ বুদ্ধিমান।'

রাগে পা ঠুকল ফোয়েলি। 'কোবোই? কোবোই? ওর বানানো পাখাগুলো দেখেছেন? হাস্যকর জিনিস। আমি তো বলি, কোবোই-এর বানানো জিনিসপত্র আমরা একটু বেশিই ব্যবহার করছি। লেপ-এর সব ধরনের জিনিস এক কোম্পানির কাছ থেকে নেয়া বুদ্ধিমানের মতো কাজ হচ্ছে না।'

'তবে সেই কোম্পানি তোমার হলে কোনও অসুবিধা নেই, তাই তো?'

'আমি সিরিয়াস, জুলিয়াস। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমি ওপাল কোবোই-কে চিনি। সে মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না। আজকালকার নতুন স্যুট নিউট্রিনো-তে কোবোই এর চীপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোবোই ল্যাবে কোনও সমস্যা হয়, তাহলে পুলিশ প্লাজার ডি.এন.এ. কামান আর কয়েকটা বৈদ্যুতিক স্টান গান ছাড়া আর কোনও অস্ত্র থাকবে না আমাদের হাতে।'

ঘোঁত করে উঠলেন রুট। 'কোবোই কয়েকদিন আগেই ফোর্সের সবগুলো বন্দুক আর বাহন উন্নতকরণ কাজ সেরেছে। ক্ষমতা বেড়েছে তিন গুণ, উত্তাপ বিকিরণ নামিয়ে এনেছে অর্ধেকে। তোমার ল্যাব তো এমন কাজ দেখাতে পারেনি, ফোয়েলি।'

কম্পিটারে একটা ফাইবার-অপটিক কেবল প্রবেশ করালো ফোয়েলি। 'হুম, হতে পারে। যদি কাউন্সিল আমাকে আরেকটু বড় বাজেট দিত...

BanglaBook.org

'ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ করো, ফোয়েলি। এই যন্ত্রের পেছনে আমরা কতো টাকা ঢেলেছি, তা নিজের চোখেই দেখেছি। যদি কাজ না করে...'

'এই যন্ত্রের নাম, রেটিমেজার। রেটিনার ইমেজ দেখা যায় এতে। ভাবছি, এটাকে বাইরের মার্কেটে ছাড়ব কিনা।'

'কীভাবে কাজ করে যন্ত্রটা?'

রুমের দেয়ালে থাকা একটা প্লাজমা স্ক্রিন চালু করল ফোয়েলি।

'এই যে গোল বৃত্তগুলো দেখছেন। এগুলো হলো মানব রেটিনা। প্রতিটা ছবি, এই রেটিনায় একটা আবছা দাগ রেখে যায়। অনেকটা ছবির নেগেটিভ-এর মতো। আমার যন্ত্রটা ব্যবহার করে, কম্পিউটারে রাখা ছবির ডাটাবেজের সাথে সেই ছবিটা মিলিয়ে দেখা যায়।'

রুটকে খুব একটা প্রভাবিত বলে মনে হলো না। 'অল্প-স্বল্প কাজে আসবে মনে হচ্ছে।'

'আসলেই আসবে। শুধু দেখুন এর কামাল, নিজেই বুঝবেন।'

একটা গবলিনের ছবি কম্পিউটারে তুলে আনল ফোয়েলি, রেটিমেজারের ডাটাবেসের সাথে মিলিয়ে দেখল।

'প্রতিটা ম্যাচিং পয়েন্টের জন্য, আমরা একটা করে হিট পাই। দুইশটা হিট স্বাভাবিক। মাথার আকৃতি, দেহের গঠন ইত্যাদি জিনিস প্রায় সব প্রানির জন্যই এক। কিন্তু এর চাইতে বেশি হিট পাওয়া গেলে ধরে নেয়া যাবে, এই ছেলেটা আগে গবলিন দেখেছে।'

পর্দায় একশ ছিয়াশিটা হিট দেখা গেল।

'গবলিন কখনও দেখেনি ছেলেটা, এবার সফটনোজ মিলিয়ে দেখা যাক।'

এবারের হিটের সংখ্যাও দুইশ-এর চাইতে কম।

'আবারও নেগেটিভ। দুঃখিত, ক্যাপ্টেন, কিন্তু মাস্টার ফাউল নিরাপরাধ। সে আগে কখনও গবলিন দেখেনি, বি-ওয়া-কেলের সাথে লেনদেনের তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'গবলিনটা হয়তো ওর মন থেকে সেই স্মৃতি মুখে দিয়েছে।'

প্লাঞ্জার গুলো খুলে নিল ফোয়েলি। 'এই জিনিসের কারিশমাই তো সেখানে। স্মৃতি মুছলেও কিছু যায় আসে না। রেটিমেজার চোখের রেটিনার উপর কাজ করে, সেই রেটিনা থেকে তো আর আপনি কিছু মুছে দিতে পারবেন না!'

'আদমজাতটার কম্পিউটারে কিছু পাওয়া গেল?'

BanglaBook.org

'অনেক কিছুই পেয়েছি।' উত্তর দিল ফোয়েলি। 'কিন্তু তেমন শক্তিশালী কিছু না। গবলিন বা ব্যাটারির ব্যাপারে কোনও কিছু নেই।'

চিবুক ঘষলেন রুট। 'বিশালদেহীটার কী খবর? হয়তো সে মধ্যস্থতা করেছে।'

'এরইমাঝে ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি। কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। লেপ এবার ভুল দুই আদমজাতকে তুলে নিয়ে এসেছে। ওদের স্মৃতি মুছে, বাড়ি ফিরিয়ে দেয়াই ভালো।'

নড করল হলি, কিন্তু কমাণ্ডার করল না। 'এক মিনিট, ভাবতে দাও।'

'কী আর ভাববেন?' জানতে চাইল হলি। 'আর্টেমিস ফাউলকে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে তাড়ানো যায়, তত ভালো।'

'হয়তো...হয়তো না...আর্টেমিস যখন এখানে চলেই এসেছে...'

হাঁ হয়ে গেল হলির মুখ। 'কমাণ্ডার! আমি আর্টেমিসকে যতটা চিনি, আপনি ততটা চেনেন না। ওকে সুঁই হতে ঢুকতে দিলে, অবশ্যই ফাল হয়ে বের হবে!'

'হয়তো ওকে আমাদের কাজে লাগানো যাবে।'

'আমার আপত্তি আছে, কমাণ্ডার। এই আদমজাতদের বিশ্বাস করা যায় না।'

রাগে লাল হয়ে গেল রুটের চেহারা। 'তোমার কী মনে হয়, আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে? এই আদমজাতকে অনুরোধ করার কথা কল্পনা করলেই আমার গা শিহরিয়ে উঠছে। কিন্তু সমস্যা হলো, বি-ওয়া-কেল'কে কেউ না কেউ তো সাহায্য করছে। সেই লোকটাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। তাই আর কোনও উপায় নেই, হলি। তোমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের চাইতে অনেক বড় ঘটনা ঘটছে এখানে।'

জিহ্বা কামড়ে ধরল হলি। কমাণ্ডারের বিরুদ্ধচারণ করা উচিৎ হবে না, তিনি ওর জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আর্টেমিস ফাউলের সাহায্য চাওয়া একেবারেই অনুচিত। নাহ, ছেলেটার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ওর কোনও সন্দেহ নেই। বরঞ্চ বলা চলে, হলি নিশ্চিতভাবেই জানে যে আদমজাত ওদের সমস্যার একটা সমাধান দিতে পারবে। কিন্তু এ-ও জানে, তার জন্য অনেক চড়া মূল্য চুকাতে হবে ওকে।

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল রুট। 'ঠিক আছে ফোয়েলি, ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনো। সেই সাথে একটা ট্রান্সলেটর-ও দাও। আদমজাতের ভাষায় কথা বলতে গেলে, আমার মাথা ধরে যায়!'

BanglaBook.org

চোখের নিচের ফুলে ওঠা মাংস ঘষছে আর্টেমিস। 'রাবারের মাঝে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল?' ফোয়েলির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও। 'ছোট ছোট নিডল ছিল?'

অবাক মনে হলো সেন্টরকে। 'কোনও আদমজাতের এতো বুদ্ধিমান হবার কথা না!'

কানের উপর লেগে থাকা যন্ত্রটা স্পর্শ করল আর্টেমিস। 'ট্রান্সলেটর?'

কমাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে নড করল ফোয়েলি। 'আমাদের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে না।'

স্কুল ইউনিফর্মের টাইটা ঠিক করে নিল আর্টেমিস। 'বুঝলাম। এখন বলো, কীভাবে তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারি?'

'তোমার সাহায্য আমার দরকার, তা তোমাকে কে বলল?' গর্জে উঠলেন রুট।

মুচকি হাসল ছেলেটা। 'অন্তরাত্মা, কমাণ্ডার। আমার সাহায্য আপনার দরকার না হলে, নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুম ভাঙত আমার। এসবের কোনও স্মৃতিও থাকত না।'

'জেলে যে ঘুম ভাঙ্গেনি, সেটার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও।' পাশ থেকে বলে উঠল হলি।

'এখনও রাগ করে আছ নাকি, ক্যাপ্টেন শর্ট? সব কিছু আবার প্রথম থেকে শুরু করা যায় না?'

হলির চোখের দৃষ্টি-ই তার উত্তর দিয়ে দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। 'ঠিক আছে, আন্দাজ করেই বলছি। গবলিনদের সাথে কোনও এক মানুষ বেআইনি লেনদেন করছে। তাই আপনাদের দরকার বাটলারকে ব্যবহার করে লোকটাকে খুঁজে বের করা। এই তো?'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল ফেয়ারিরা। আর্টেমিস মুখ থেকে পরিস্থিতি শুনে, তার গুরুত্ব নতুন করে অনুভব করতে পারছে।

'হ্যাঁ।' মন্তব্য করলেন রুট। 'ফোয়েলি, আদম সন্তানটাকে সব খুলে বলো।'

সেন্টর লেপ-এর কেন্দ্রিয় সার্ভার থেকে একটা ফাইল পর্দায় তুলে আনল। দেখা গেল, এক মাঝবয়সী এলফ খবর জানাচ্ছেঃ

BanglaBook.org

'ডাউনটাউন হেভেন থেকে বলছি, শুরু করল সাংবাদিক। 'লেপ বেআইনি দ্রব্যাদির আরেকটা চালান বাজেয়াপ্ত করেছে। অনেকগুলো হলিউডের চলচ্চিত্রের ডিস্ক, প্রতিটা পাঁচশ গ্রাম সোনার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এসবের জন্য বি-ওয়া-কেল গ্যাং দায়ী।'

'পরিস্থিতি আসলে এর চাইতেও খারাপ।' বিড়বিড় করে বললেন রুট।

আবার দেখা গেল সাংবাদিককে। এবার তার পেছনে অবস্থিত গুদামঘর দেখা যাচ্ছে সাথে, আগুন আর ধোঁয়া উড়ছে দালানটা থেকে।

'বি-ওয়া-কেল গ্যাং পূর্ব তীরের এলাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোবোই ল্যাবরেটরীজের একটা গুদাম ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যতদূর জানা গিয়েছে, প্রতিভাধর এই পিক্সি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন বলেই এই কাজ।'

আরেকবার কেঁপে উঠল পর্দাটা, এবার সাংবাদিকের সাথে দেখা গেল রাগান্বিত নাগরিকদের।

'গবলিন সমস্যা সমাধানে লেপ-এর ব্যর্থতার কারণে, পুলিশ প্লাজার সামনে বিক্ষোভ করছে জনতা। বি-ওয়া-কেল এর চাঁদাবাজির কারণে, অনেক পুরাতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোবোই ল্যাবরেটরীজ। গত এক মাসে তাদের ছয়-ছয়টা গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

স্ক্রিনের ছবিটা বড় করে দেখাল ফোয়েলি, মনে হচ্ছিল না যে জনতা খুব একটা খুশী।

'একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে, ফাউল। আর তা হলো, গবলিনরা আসলে একেবারেই বোকা। আমি শুধু তাদেরকে অপমান করার জন্য বলছি না। বৈজ্ঞানিকভাবেই কথাটা প্রমাণিত। ওদের মস্তিষ্কের আকৃতি একটা ইঁদুরের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় না।'

নড করল আর্টেমিস। 'তাহলে ওদেরকে অন্য কেউ চালাচ্ছে?'

সিগারটা মাটিতে ফেলে দিলেন রুট। 'আমাদের জানা নেই। কিন্তু পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। বি-ওয়া-কেল এখন আর ছোট ছোট অপরাধের দিকে নজর দিচ্ছে না, এখন পুলিশের সাথে ঝামেলায় জড়াচ্ছে! গতরাতে আমরা তোমাদের দুনিয়া, মানে মাটির উপর থেকে আসা ব্যাটারির একটা চালান ধরে পেরেছি। ওগুলো সফটনোজ লেজার অস্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল।'

BanglaBook.org

'আর ক্যাপ্টেন শর্ট ধরে নিয়েছিলেন যে, আমিই সেগুলো তাদেরকে সরবরাহ করছি?'

'আমাকে কী দোষ দেয়া যায়?' বিড়বিড় করে বলল হলি।

মন্তব্যটা শুনেও না শোনার ভান করল আর্টেমিস। 'ব্যাটারি কিন্তু কেউ পাহারা দিয়ে রাখে না। হয়তো গবলিনরা নিজেরাই চুরি করে আনছে!'

মুচকি হাসল ফোয়েলি। 'সম্ভব না। গবলিনরা যে কতটা বোকা, তা আসলে তুমি জানো না। একটা উদাহরণ দেই তোমাকে। বি-ওয়া-কেল এর একজন জেনারেল, মানে ওদের মাঝে সবার সেরা যে, ধরা পড়েছিল কীভাবে তা বলি। লোকটা নকল করা ক্রেডিট কার্ড সহ হাতে নাতে ধরা পড়েছে, কেননা নিজের নাম সই করে সেগুলো চালাত সে! সুতরাং ওদেরকে যে চালাচ্ছে, তার অবশ্যই কোনও না কোনও মানুষ পার্টনার আছে।'

'সেই পার্টনার কে, তা আপনারা জানতে চান।' বলল আর্টেমিস। 'তার চাইতে বেশি যেটা জানতে চান তা হলো, লোকটা আসলে কতটুকু জানে আপনাদের ব্যাপারে। তাই না?'

কথা বলতে বলতেই, মনের মাঝে চিন্তার ঝড় চালিয়ে দিল আর্টেমিস। পুরো ঘটনাটাকে নিজের সুবিধার জন্য কীভাবে পরিচালনা করা যায়? রাশিয়ান মাফিয়ার সাথে লেনদেন করার সময়, ফেয়ারিদের ক্ষমতা ওর খুব কাজে আসতে পারে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নড করল রুট। 'হুম, তাই। আমাদের এজেন্টদের উপরে পাঠাবার ঝুঁকি নিতে চাই না। কে জানে, গবলিনরা বিনিময় হিসেবে কোন না কোন প্রযুক্তি দিয়েছে! তবে তোমরা আলাদা করে কারও নজরে পড়বে না।'

'বাটলার কারও নজরে পড়বে না?' হেসে ফেলল আর্টেমিস। 'আমার সন্দেহ আছে।'

'অন্তত লোকটার একটা লেজ আর চারটা পা তো নেই!' পাশ থেকে বলে উঠল ফোয়েলি।

'মেনে নিলাম। তার তাছাড়া বাটলার ব্যতীত অন্য কেউ কাজটা করতে পারবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু...

এতোক্ষণে শুরু হলো ছেলেটার খেলা, মনে মনে ভাবল হলি। আর্টেমিস ফাউল বিনামূল্যে কিচ্ছু করে না।

'কিন্তু?' কথা ধরিয়ে দিলেন রুট।

'আমি সাহায্য করব, কিন্তু বিনিময়ে আমারও সাহায্য দরকার।'

BanglaBook.org

'যেমন?'

'আমি রাশিয়ায় যেতে চাই।' বলল আর্টেমিস। 'ঠিক করে বলতে গেলে আর্কটিক সার্কেলে। সেই সাথে, বিশেষ একজনকে উদ্ধার করার কাজে সাহায্যও চাই।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন রুট। 'উত্তর রাশিয়ায় আমরা যাই না। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্য, আমাদের ঢাল কাজ করে না।'

'আমার শর্ত এগুলোই।' কড়া স্বরে বলল আর্টেমিস। 'যে বিশেষ একজনকে আমি উদ্ধার করতে চাই, তিনি আমার বাবা। হয়তো এতোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই দর কষাকষি করে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই।'

ছেলেটা সত্য কথা বলছে বলেই মনে হলো, এমনকী হলিও এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করে বসল তাকে। কিন্তু আর্টেমিস ফাউলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যায় না। এসব কিছু তার অন্য কোনও বিশাল পরিকল্পনার অংশও হতে পারে।

'ঠিক আছে,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন রুট। একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলেটার দিকে।

হাত মেলালো দুজন। ফেয়ারি আর মানুষ। ঐতিহাসিক একটা মুহূর্ত জন্ম নিল।

'ফোয়েলি,' বললেন রুট। 'বড় মানুষটাকে জাগিয়ে তোল। গবলিনদের বানানো শাটলটাও চালু করা যায় কিনা দেখ।'

'আমার কী হবে?' জানতে চাইল হলি। 'আবার সেই আগের কাজে যাব?'

কমাণ্ডার না হলে, সম্ভবত হেসে ফেলতেন রুট। 'না, ক্যাপ্টেন। তুমি আমাদের সেরা শাটল পাইলট। তুমিই আমাদেরকে প্যারিসে নিয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচ ঃ বাবার আদরের কন্যা

কোবোই ল্যাবরেটরীজ,
পূর্ব তীর, হেভেন সিটি,
পাতাল

হেভেনের পূর্ব তীরে অবস্থিত কোবোই ল্যাবরেটরীজ বানানো হয়েছিল পাথর কুঁদে। লম্বায় আট তলা দালানটার চারপাশে কমপক্ষে আধা মাইল করে গ্রানাইটের স্তর দেয়া হয়েছে! সামনের দরজা ছাড়া, ভেতরে প্রবেশের আর কোনও উপায়-ই নেই। কর্তৃপক্ষ ইদানিংকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। অবশ্য তাদেরকে দোষ দিয়েই বা কী লাভ? বি-ওয়া-কেল গত কয়েক মাসে কেন যেন ঘুরে ফিরে কোবোই-কেই আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়েছে। এমনকি ফেয়ারি কাউন্সিলও বাধ্য হয়েছে কোম্পানিটাকে অস্ত্র রাখার বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে। কোবোই ল্যাবরেটরীজ যদি বেদখল হয়ে যায়, তাহলে হেভেন সিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে কিছুই থাকবে না।

গবলিন গ্যাঙের ওরা যদি কোবোই ল্যাবরেটরীজে অনুপ্রবেশ করতে চায়, তাহলে প্রথমেই তাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে ডি.এম.এ. কামান-এর। এই অস্ত্র প্রথমে সামনে থাকা প্রানির ডি.এন.এ. স্ক্যান করে। মিলে গেলে আর রক্ষা নেই।

পুরো দালানটাকে ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, লুকাবার মতো এক সুতা জায়গাও নেই।

তবে গবলিনদের ওসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে। কেননা পুরো সিকিউরিটি সিস্টেমটা বানানোই হয়েছে অযাচিত লেপ-অফিসারকে দূরে রাখার জন্য। ওপাল কোবোই, প্রতিভাধর পিক্সি নিজেই গবলিন গ্যাঙকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে! ওই ব্যাটারির চালান আর বি-ওয়া-কেলের হঠাৎ বেড়ে যাওয়া কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী সে-ই। অবশ্য নিজের উপর থেকে সন্দেহ এড়াতে, নিজের গুদামগুলোতে আক্রমণ চালাবার নির্দেশও দিয়েছে। আসলে একমাত্র সে দায়ী না বলে বলা

BanglaBook.org

উচিৎ, দায়ী ফেয়ারিদের মাঝে একজন। কিন্তু এমন একজন প্রতিভাধর ফেয়ারি গবলিনদের কেন দরকার হলো?

জন্মের পর থেকেই, ওপাল কোবোই-এর কাছ থেকে কেউ দারুণ কিছু আশা করেনি। প্রিন্সিপালিটি হিলে বাসরত অন্যান্য বনেদী পিক্সি বংশের একটায় ওর জন্ম। ওপাল যদি কোনও বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে যেন-তেন একটা ডিগ্রি নিয়ে আসত, তাহলেও ওর বাবা-মা খুব একটা মনঃক্ষুণ্ণ হতো না।

সত্যি কথা বলতে কী, ফেরাল কোবোই, ওপালের বাবার মতে আদর্শ কন্যার মাত্র কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। তার হতে হবে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, দেখতে বেশ সুন্দর আর অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে অনুগত। কিন্তু সমস্যা হলো, ফেরালের এই আশা পূরণের জন্য ওপালের কোনও রকম মাথা ব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। মাত্র দশ মাসের মাথায় দেখা গেল, ওপাল একা একাই হাঁটাচলা করতে পারছে। দেড় বছরের মাথায় শিখে ফেলেছিল পাঁচশ শব্দ! দ্বিতীয় জন্মদিনের আগেই, খুলে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল একটা হার্ড ড্রাইভ।

ওপাল যতোই বড় হয়ে উঠছিল, ততোই যেন ইঁচড়ে পাকা, একগুঁয়ে আর সুন্দর হচ্ছিল। কতবার যে কন্যাকে নিয়ে বসেছে ফেরাল, তার আর হিসাব নেই। প্রতিবার একটা কথাই বুঝিয়েছে সে, ব্যবসা-ট্যাবসা পুরুষ পিক্সির হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। একসময় দেখা গেল, ওপাল আর তার বাবার সাথে দেখাই করতে চাইছে না!

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ওপালের বাবা।

পড়বে না-ই বা কেন! কলেজে ঢুকেই ওপাল ভর্তি হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। পাশ করার সাথে সাথে দোকান খুলে বসল তার বাবার দোকানের ঠিক উল্টো দিকে। একের পর এক পেটেন্ট নিতে শুরু করল। প্রথমে এলো একটা ইঞ্জিন মাফলার যেটা একই সাথে শক্তির খরচও কমিয়ে দেয়, এরপর ত্রি-মাত্রিক বিনোদন ব্যবস্থা আর তার বিশেষত্ব, ডাবলডেক্স সিরিজ।

বাবার ব্যবসার বারোটা বাজাবার পর, ওপাল একে একে সেই কোম্পানির প্রায় সব শেয়ার কিনে নিল। দাম তখন একদম তলানিতে এসে ঠেকায়, খুব একটা বেশি খরচ করতে হয়নি ওকে। এরপর দুই ব্যবসা এক করে নাম দিলঃ কোবোই ল্যাবরেটরীজ। পাঁচ বছরের মাঝে দেখা গেল, ওর কোম্পানি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অন্য যেকোনও কোম্পানির চাইতে বেশি সংখ্যক কাজের নির্দেশ পেয়েছে।

BanglaBook.org

দশ বছরের মাঝে, জীবিত ফেয়ারিদের মাঝে সর্বোচ্চ পেটেন্টের মালিক বনে গেল সে। ভুল হলো, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ! একদম উপরের নামটা যে সেন্টর ফোয়েলির।

তবে এই যথেষ্ট না। ওপাল চায় এমন ক্ষমতা, যা সেই আদিকালের রাজা-রাজরাদের যুগে ছিল। কপাল গুণে সে এমন একজনের খোঁজও পেয়ে গিয়েছিল, যে তাকে এই স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করতে পারে। লেপ-এর এক প্রাক্তন অফিসার, ওপালের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী ব্রায়ার গাজেন...

লেপ-কে ঘৃণা করে ব্রায়ার। রুটের সেই অপমানের কথা এখনও ভুলতে পারেনি সে। আর্টেমিস ফাউলের সেই ঘটনাটার পর, ওর কাছ থেকে কমাণ্ডারের পদটাও ছিনিয়ে নিয়েছে তারা!

ওপাল খুব সহজেই ব্রায়ারের মুখ থেকে কথা বের করে আনতে পেরেছিল, একটা মাত্র ট্রুথ পিলের দরকার হয়েছিল তাতে। ব্রায়ার টেরই পায়নি। এদিকে যখন পিক্সি বুঝতে পারল, গাজেন লেপ-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার পাঁয়তারা করছে, খুশী মনে যোগ দিল ও। গাজেন পেল তার পার্টনারকে, যে অস্ত্র আর কারখানা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

গাজেন যখন ল্যাবরেটরীজে প্রবেশ করল, তখন ওপাল পুলিশ প্লাজায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। লেপ নেটওয়ার্কে গোপনে অনেকগুলো ক্যামেরা প্রবেশ করিয়ে রেখেছে ও। ওগুলোর অবস্থান ধরতে পারাটা একেবারে অসম্ভব। কেননা, লেপ-এর নিজস্ব ক্যামেরা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভিডিও পাঠায় যন্ত্রগুলো। আর শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে লেপ-এর ফাইবার অপটিকস থেকে বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত শক্তি।

'কী অবস্থা?' ভদ্রতার ধার না ধরে জানতে চাইল গাজেন।

ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছাও হলো না কোবোই-এর। ব্রায়ার ছাড়া এখানে আসার অনুমতি আর কারও নেই। লোকটার আঙুলের গিটে বিশেষ একটা কম্পিউটার চিপ লাগানো আছে।

'ব্যাটারির চালানটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। ওপাল মন্দ।'

'ডি'আরভিট।' গাল বকে উঠল গাজেন। 'অসুবিধা নেই। আমাদের গুদামে যথেষ্ট আছে। আর লেপ ওসব কাজে লাগাতে পারবে না।'

শ্বাস টানল ওপাল। 'গবলিনদের হাতে অস্ত্র ছিল। অস্ত্রটা হলো...'

'বলো না আর!'

'সফটনোজ।'

BanglaBook.org

রাগে টেবিলে ঘুষি বসাল গাজেন। 'গর্দভের দল! আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম যেন অস্ত্র ব্যবহার না করে। এখন জুলিয়াস সন্দেহ করে বসবে।'

'করুক না, পাত্তা দিল না ওপাল। 'আমাদেরকে থামাতে তো আর পারবে না। যতক্ষণে আসল কাহিনি বুঝতে পারবে, ততক্ষণে আমরা আমাদের কাজ শেষ করে ফেলব।'

হাসল না গাজেন, এক বছরের বেশি হয়ে গেল হাসি ওর মুখ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। উল্টো ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। 'হুম, আমার সময় কাছিয়ে এসেছে। আচ্ছা, ব্যাটারিগুলো নিজেরাই বানিয়ে ফেলি না কেন?'

'ফ্যাক্টরি বানাতেই আমরা দুই বছর পিছিয়ে যাব। আর ফোয়েলিকে যে বোকা বানানো যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তাও নেই। ধরে ফেলতে পারে! নাহ, ওপথে যাওয়া যাবে না।'

পার্টনারের দিকে ঘুরল কোবোই। 'তোমাকে দেখতে খুব একটা সুস্থ মনে হচ্ছে না। যে মলমটা দিয়েছিলাম, সেটা লাগাচ্ছ?'

গাজেন মাথা ঘষল, অনেকগুলো ফুলে ওঠা স্থান দেখা যাচ্ছে ওখানে। 'কাজ করে না। মলমটায় কর্টিসোন আছে। আমার আবার কর্টিসোনে অ্যালার্জি।'

অস্বাভাবিক এক রোগে ভুগছে গাজেন, সম্ভবত ও ছাড়া আর কোনও ফেয়ারির এই সমস্যা নেই। গত বছর কমাণ্ডার রুট ওকে ওষুধ মিশ্রিত ডার্টে মেরে কাবু করেছিলেন। সমস্যা হলো, ওই ওষুধটা প্রাক্তন কমাণ্ডার গাজেন তৎকালীন যেসব মাদক নিচ্ছিলেন, সেগুলোর সাথে বিক্রিয়া করেছে। মাদক না বলে...পরীক্ষাধীন ওষুধ বলাই ভালো। তার প্রভাবে গাজেনের কপালটা আলকাতরার বর্ণ ধারণ করেছে, সেই সাথে এক চোখ হয়ে গিয়েছে ঢুলুঢুলু।

'তোমার চেহারার জন্য, বিশেষ চিকিৎসা দরকার। মাঝে মাঝে তো তোমার দিকে ফিরেও তাকাতে মন চায় না।' বলল কোবোই। ভুলটাও হলো সেখানেই, ভুলে গিয়েছিলে যে ব্রায়ার গাজেন ওর কোনও অধীনস্থ নয়।

চুপচাপ পকেট থেকে একটা রেডবয় ব্লাষ্টার বের করে আনল প্রাক্তন-কমাণ্ডার। কোবোই যে উড়ন্ত চেয়ারে বসে ছিল, সেটার হাতলে দুবার গুলি ছুঁড়ল। প্রচণ্ড গতিতে নড়ে উঠল ওটা, যেন বুনো ঘোড়ার তীব্র আক্রোশ নিয়ে ফেলে দিল পিক্সিকে।

BanglaBook.org

পড়ে থাকা পিক্সির সূচালো চিবুক হাত দিয়ে স্পর্শ করল গাজেন। 'ফিরে তাকাবার অভ্যাস করে নাও, প্রিয় ওপাল। অতি সত্ত্বর এই চেহারা পাতালে সবগুলো পর্দায় থাকবে। সেই সাথে উপরের সবগুলোতেও!'

ওপালকে কেবলই আরেকটা পিক্সি ভেবে ভুল করেছে গাজেনও। এমন বেয়াদবি আর অবজ্ঞা মেনে নিতে পারল না ও। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চুপ করে রইল। গাজেনের চোখে উন্মত্ততা দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারল, শুধু চেহারা আর ক্যারিয়ারই হারায়নি লোকটা, মানসিক সুস্থতাও হারিয়েছে।

যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে ওকে উঠতে সাহায্য করল গাজেন। 'কাজের কথায় আসা যাক, প্রিয়। বি-ওয়া-কেল রক্তের গন্ধ পেতে পাগল হয়ে আছে।'

পরনের কাপড় সোজা করার প্রয়াস পেল ওপাল। 'ক্যাপ্টেন শর্ট, আর্টেমিস ফাউলকে নিয়ে ই৩৭ এর দিকে যাচ্ছে।'

'ও ধরা পড়লে, আমাদের বিপদ হতে পারে।'

'চিন্তা করো না,' বলল গাজেন। 'লোকটাকে এতো বার মেসমারের অধীনে নেয়া হয়েছে যে, চাইলেও এখন আর সে কিছু মনে করতে পারবে না। আর আমাদের কাজ শেষ হলে, ওকে ফ্রেঞ্চ পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া যাবে।'

খিলখিল করে হাসল ওপাল। এক বছর ধরে হাসে না লোকটা, কিন্তু তার কৌতুকবোধ এখনও অটুট আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ছয়ঃ ছবি

স্যুট ই৩৭

হেভেন সিটি

পাতাল

ই৩৭ শ্যুট ধরে গবলিন শাটলটা নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল আর্টেমিসরা। সঙ্গীদের পরিচয় হলির জন্য খুব একটা আনন্দদায়ক না হলেও, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সে।

কানের সাথে একটা অডিও ডিভাইস লাগাল ক্যাপ্টেন। 'ফোয়েলি? শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি, ক্যাপ্টেন!'

'এই পুরনো জঞ্জালটা কেন চালাচ্ছি, তা আরেকবার মনে করিয়ে দাও তো!'

'এই পুরনো জঞ্জালটা চালাচ্ছ, কারণ-এই শাটলটা শ্যুটের ঠিক মুখে বানিয়েছে গবলিনরা। পুরনো এই টানেলটায় প্রবেশ করার তিন মুখের সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বহু বছর আগেই। নতুন একটা শাটল ওখানে নিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে। তাই গবলিনদের বানানো বাহনটার উপরেই আমাদের ভরসা।'

পাইলটের সীটে নিজেকে বেঁধে নিল হলি। থ্রাস্টারটা যেন কোনও ক্রমেই ওর নির্দেশ মানতে চাইছে না, বার বার ওর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ করে ওর পাইলট সত্ত্বাটা জেগে উঠল, রক্তে অনুভব করল উন্মাদনা। কিন্তু সাথে সাথে শাটলের অন্যান্য আরোহীদের কথা মনে পড়ায় মিইয়ে গেল সেই পাইলট।

'আচ্ছা, কো-পাইলটের চেয়ারে বসে থাকা আর্টেমিস জানতে চাইল। 'রাশিয়ান টার্মিনাল থেকে মুরমানস্কের দূরত্ব কতোটুকু?'

'সিভিলিয়ানদের এই এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।' গর্জে উঠল হলি, প্রশ্নটাকে পাত্তাই দিল না।

BanglaBook.org

হলির মেজাজকে পাত্তা দিল না আর্টেমিস। 'আমার জানা দরকার, পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে।'

হাসল হলি। 'এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে মহাকাব্য লেখা যাবে দেখছি! অপহরণকারী, এক পুলিশের কাছে, অপহরণের জন্য সাহায্য চাইছে!'

আর্টেমিস কপাল ঘষল। 'হলি, জানি আমি একজন অপরাধী। তবে এটাই আমি সবচাইতে ভালো পারি। তোমাকে যখন অপহরণ করি, তখন আমার পুরো মনোযোগ ছিল মুক্তিপণের দিকে। তোমার কোনও বিপদ হবার কথা ছিল না।'

'তাই নাকি?' বিদ্রুপ করল হলি। 'নীল মৃত্যু আর ট্রলের ব্যাপারে তাহলে কী বলবে?'

'মানছি, সব সময় পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু হয় না।' নখের দিকে তাকাল আর্টেমিস। 'তবে দিন বদলেছে, ক্যাপ্টেন। আমি আমার পিতাকে উদ্ধার করতে চাই। আর তাই আমার মাফিয়ার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য দরকার।'

হার মানল হলি। অনাথ অবস্থায় বড় হওয়া কোনও সহজ কথা নয়, ও জানে তা। ওর পিতা যখন মারা যান, যখন হলির বয়স মাত্র ষাট। প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা সেটা।

'ঠিক আছে, আদমজাত। কান খুলে শোন, আমি কেবল একবারই বলব।'

উঠে বসল আর্টেমিস। কোত্থেকে যেন ককপিটে এসে প্রবেশ করল বাটলার, অনেক দূর থেকেই ও যুদ্ধের গল্পের গন্ধ পায়।

'বিগত বিশ বছর ধরে, মনুষ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির কারনে আমরা ষাটটার চাইতেও বেশি টার্মিনাল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। উত্তর রাশিয়া থেকে সেই ষাটের দশকেই চলে এসেছে ফেয়ারিরা। কোলা উপসাগরের পুরোটা জুড়ে তেজস্ক্রিয়তার রাজত্ব। আমরা তেজস্ক্রিয়তা সহ্যই করতে পারি না। আসলে ওদিকে তেমন কোনও টার্মিনাল ছিলই না আমাদের। মেরু এলাকা আসলে আমাদের জন্য না, বেশি ঠাণ্ডা। সবাই খুশিই হয়েছিল কাজটায়। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর হলোঃ ওই এলাকায় একটা জনশূন্য টার্মিনাল আছে। আমাদের প্রযুক্তির কিছুই নেই ওখানে। জায়গাটা মুরমানস্কের প্রায় বিশ কিলো উত্তরে-'

ইন্টারকম থেকে ফোয়েলির গলা ভেসে এল। 'ওকে, ক্যাপ্টেন। তোমার রাস্তা একদম পরিষ্কার। তবে সাবধান।'

উত্তর দিল হলি। 'বুঝতে পেরেছি। রেডিয়েশন স্যুটটা তৈরি রেখ ফোয়েলি। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

BanglaBook.org

মুচকি হাসল ফোয়েলি। 'একটু আস্তে, হলি। আর্টেমিসের এবারই প্রথম শাটল ভ্রমণ। আগের বার তো মেসমার ব্যবহার করে এনেছিলে! ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।'

প্রয়োজনের চাইতে থ্রটলটা একটু বেশিই ঠেলে দিল হলি। 'না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।'

আর্টেমিস বুঝতে পারল, সীট বেল্টটা বেঁধে নেয়াটাই ওর জন্য নিরাপদ হবে। হলোও তাই!

প্রচণ্ড গতিতে শাটল চালাতে শুরু করল হলি। হাতে বানানো জিনিস, এতোটা চাপ সহ্য করল কীভাবে তা এক বিস্ময়! থেকে থেকে বারবার কেঁপে উঠল শাটলটা। টার্বো বাটনের দিকে নজর গেল ওর। 'এই জঞ্জালটার ক্ষমতা দেখা যাক!'

'নতুন কোনও রেকর্ড করার ব্যস্ত হবার দরকার নেই, হলি।' বলে উঠল ফোয়েলি। 'এই বাহনটা দ্রুত গতির জন্য বানানো হয়নি।'

ঘোঁত করে উঠল হলি। আস্তে আস্তে যদি উড়তেই হয়, তাহলে ওড়ার দরকারটা কী? আর বাড়তি হিসেবে যদি কয়েকজন আদমজাতকে ভয় দেখান যায়, তাহলে তো আরও ভালো!

শ্যুটের মাঝে একটা সার্ভিস টানেল দেখা দিল। আঁতকে উঠল আর্টেমিস। অসাধারণ এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে। মনে হচ্ছে, এই শ্যুটে এভারেস্ট পর্বত এনে বসালেও, সেটা দুই দেয়াল স্পর্শ করবে না! পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল লালচে রূপ নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন জায়গাটা আসলে নরকের কোনও অংশ!

চারটা ইঞ্জিনের সবগুলো চালু করে দিল হলি। আওয়াজটা কানে আসা মাত্র ওর মনে হলো, দুনিয়ার সব চিন্তা যেন ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আসলে যারা শাটল চালায়, তারা এমনই হয়। শাটল ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসা মাত্র দূর হয়ে যায় সব দুশ্চিন্তা। সেই সাথে বাড়তি পাওনা হিসেবে আদমজাত দুজনের গুঙিয়ে ওঠা তো আছেই।

'আমরা তৈরি, ফোয়েলি। উপরের খবর কী?'

কী বোর্ডে থাবা চালাবার আওয়াজ শুনতে পেল লেপ ক্যাপ্টেন। একটু পরেই কানে ভেসে এল ফোয়েলির কণ্ঠ, 'দুঃখিত, হলি। আমাদের ভূ-পৃষ্ঠ দেখার কোনও যন্ত্রই কাজ করছে না। বিকিরণ অনেক বেশি। তোমার যা করার তা একা একাই করতে হবে।'

BanglaBook.org

ককপিটে বসে থাকা দুই আদমজাতের দিকে তাকাল হলি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, একা একা থাকলে তো কোনও কথাই ছিল না!

প্যারিস

ফ্রান্স

যদি আর্টেমিস নিরাপরাধ হয়, তাহলে গাজেনকে সাহায্য করছে কে? কোনও পাগল স্বৈরশাসক? নাকি এমন কোনও জেনারেল যে প্রচুর ব্যাটারি সেল গুদামে নিয়ে বসে আছে? সত্যি কথা বলতে, এমন কেউ না!

লুক ক্যারিরি বি-ওয়া-কেলকে ব্যাটারি বিক্রি করে বটে, তবে ওকে দেখে তা কেউ আন্দাজই করতে পারবে না। এমনকী ও নিজেও জানে না যে, কাজটা ও-ই করে! লুক আসলে এক ছোটখাটো ফ্রেঞ্চ গোয়েন্দা। তাও খুব একটা নামকার গোয়েন্দা না। ফ্রেঞ্চ গোয়েন্দাদের মাঝে প্রচলিত বক্তব্য হলো, একটা পাইপের মাঝে রাখা গলফ বলও লোকটা খুঁজে বের করতে পারবে না!

তিনটা কারণে লুককে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গাজেন। প্রথমত, ফোয়েলির ফাইল মোতাবেক, লুকের দুই নাম্বারী ব্যবসা করার কুখ্যাতি আছে। গোয়েন্দা হিসেবে অদক্ষ হলেও, মক্কেলের চাহিদা মোতাবেক জিনিস খুঁজে বের করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার মাঝে। দ্বিতীয়ত, লোকটা অত্যন্ত লোভী। অল্প কিছু টাকার লোভ দেখিয়েই তাকে কিনে নেয়া যায়। আর তৃতীয়ত, বোকার হদ্দ সে। এমন বোকা মানুষকে, বাচ্চা কোনও ফেয়ারি ও মেসমারের আওতায় আনতে পারবে।

আদমজাতের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারটা খুব সাবধানতার সাথে নিয়েছিল ব্রায়ার। পাগল হলেও জানত, মানুষ যদি একবার পাতালের এই মার্কেটের ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে। এতো মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার কোনও ইচ্ছাই এখন নেই ওর। আগে লেপ-এর দখল নিয়ে নিক, তারপর দেখা যাবে।

BanglaBook.org

তাই লুক ক্যারিরিকে একটা ছোট্ট প্যাকেজ পাঠায় গাজেন...

জুলাই মাসের কোনও এক সন্ধ্যায় নিজের অফিসে প্রবেশ করে লুক দেখতে পেল, ডেস্কের শোভা বর্ধন করে তার উপরে বসে আছে একটা ছোট্ট পার্সেল। দেখতে ফেডএক্স কোম্পানির কোনও প্যাকেজের মতো। অথবা ওদের প্যাকেজের দক্ষ হাতে বানানো কোনও নকলের মতো!

টেপটা খুলে ফেলে লুক, প্যাকেজের ভেতর দেখতে পায় অনেকগুলো একশ ইউরোর নোট। সেই নোটগুলোর ঠিক মাঝখানে ছোট একটা চ্যাপ্টা যন্ত্র। দেখতে সিডি প্লেয়ারের মতো, কিন্তু বানানো হয়েছে কেমন একটা অদ্ভুত কালো ধাতু দিয়ে। লুকের জায়গায় অন্য কেউ হলে সেক্রেটারিকে চিৎকার করে ওকে বিরক্ত করতে নিষেধ করত। আদেশ জানাত যেন ওর কাছে কোনও ফোন পাঠান না হয়। কিন্তু লুক তা করল না! কেননা, ওর কোনও সেক্রেটারি নেই! নেই কোনও টেলিফোন! তাই গ্রিজ মিশ্রিত হাতে ইউরোর নোটগুলো পকেটে পুরতে শুরু করল সে। ভাবখানা এমন, তাড়াতাড়ি না করলে ওগুলো উধাও হয়ে যাবে!

আচমকা খুলে গেল যন্ত্রটার ডালা, বেরিয়ে এল ছোট একটা পর্দা আর স্পীকার। পর্দাটা দখল করে নিল ছায়াচ্ছন্ন একটা চেহারা। তবে চেহারাটা পরিষ্কার হলেও মনে হয় না লুক তা দেখতে পারত। ওর মনোযোগ তখন শুধুই লালচে চোখ জোড়ার দিকে নিবদ্ধ।

পর্দার প্রানিটা যখন কথা বলে উঠল, লুকের মনে হলো সব দুশ্চিন্তা যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছে! এই প্রানিটা ওর বন্ধু। গলার স্বরটাও দারুণ! মোহনীয়! দেবদূতের কণ্ঠ মনে হয় এমনই হয়।

'লুক ক্যারিরি?'

কবিতার ছন্দে ভেসে আসা শব্দগুলো আরেকটু হলেই লুককে কাঁদিয়ে দিত। 'উইং, আমি লুক।'

'বোনজ্যু[১০] ইউরোর নোট দেখছ, লুক? সব তোমার।' মাটির ষাট মিটার নিচে থেকে আপনমনে হাসল গাজেন। জলবৎ তরলং। সে ভয় পাচ্ছিল, নিজের অবশিষ্ট অল্প জাদু কাজে লাগিয়ে সম্ভবত লোকটাকে মেসমারের আওতায় আনতে পারবে না। কিন্তু এই আদমজাতের ইচ্ছা শক্তি কিছু আছে বলে মনে হয় না।

দুই হাতে দুই তোড়া নোট নিয়ে অবাক স্বরে বলল লুক, 'এই নোটগুলো সব আমার? কী করতে হবে?'

BanglaBook.org

'কিছুই না। এসব তোমার। যা মনে চায়, এগুলো ব্যবহার করে করতে পার।'

লুক ক্যারিরি জানে, মাগনা পয়সা দেয় না কেউ। কিন্তু এই কণ্ঠের মালিক...তার কথা যেন শুধু বিশ্বাস করতেই মনে চায়।

'আরও আছে...আরও অনেক আছে।'

জায়গায় যেন জমে গেল লুক, হাতের নোটগুলোয় চুমো খাচ্ছিল লোকটা। 'আরও? আরও কত?'

'তুমি যত চাও। কিন্তু ওগুলো পেতে হলে, আমার কিছু কাজ করে দিতে হবে।'

লুকের আগ্রহ জন্মাবার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট। 'অবশ্যই, কেমন ধরনের কাজ?'

স্পীকার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটার তুলনা একমাত্র বসন্ত কোকিলের গানের সাথেই হতে পারে। 'একদম সহজ একটা কাজ। এমনকী বেআইনী কিছু করতে হবে না তোমাকে। আমার ব্যাটারি দরকার, লুক। হাজার হাজার ব্যাটারি। হয়তো বা লাখ লাখ। পারবে এনে দিতে? এতোটুকু উপকার করতে পারবে আমার?'

উত্তর দিতে দুই মুহূর্তও সময় লাগল না লুকের। ইউরোর নোটগুলোই আসলে ওর হয়ে উত্তর দিয়ে দিল। 'ব্যাটারি? অবশ্যই পারব। একদম সহজ কাজ।'

পরবর্তী কয়েক মাসে সেভাবেই চলছিল সব কিছু। নিজের সব কন্টাক্ট কাজে লাগিয়ে যতগুলো সম্ভব ব্যাটারি কিনে নিচ্ছিল লুক। লেনদেন নিয়েও কখনও কোনও ঝামেলা হয়নি। রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বসে বসে ব্যাটারিগুলো বাক্সবন্দী করত লুক। সকালে উঠে বাক্সগুলোর টিকিও দেখা যেত না। ওগুলোর জায়গা দখল করে নিত একগাদা নোট। নোটগুলো অবশ্য জাল, কেবোই প্রিন্টার্স দিয়ে প্রিন্ট করা। কিন্তু সে কথা তো আর লুক জানে না!

মাঝে মাঝে অবশ্য অদ্ভুত দুয়েকটা অনুরোধ করত কণ্ঠস্বরটা। একবার চেয়েছিল কয়েকটা তাপ সহ্য করতে পারে, এমন পোশাক। তবে কপাল ভালো, এই ইউরোগুলো কাজে লাগিয়েই, অপরাধ জগতের হর্তাকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে লুকের। তাই বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। ছয়মাসের মাঝে দেখা গেল, এক ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে, সেন্ট. জার্মেই এর এক বিলাস বহুল ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে সে। ইন্টারপোল আর সুরেট-এর নজর পড়েছে ওর উপরে। তবে সেকথা অবশ্য লুকের জানা নেই। শুধু এতোটুকু জানে, এতোদিনে দূর্নীতির ফল উপভোগ করতে শুরু করেছে সে।

BanglaBook.org

একদিন সকালে, আরেকটা পার্সেল দেখা গেল ওর ডেস্কের উপর। তবে এবারেরটা আকারে বেশ বড়। তাতে লুকের কী? বড় প্যাকেট মানে, বড় অঙ্কের টাকা। তাই না?

'বোনজ্যু, লুক। কেমন আছো?'

'ভালো।' উত্তর দিল লুক। প্রথম শব্দটা শোনা মাত্র ওর উপর মেসমার কাজ করা শুরু করেছে।

'আজ তোমার জন্য বিশেষ এক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি। কাজটা ঠিক মতো সারতে পারলে, আর কোনও দিন টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। যন্ত্রপাতি যা লাগবে, তা কেসের ভেতরে আছে।'

'কী এটা?' নার্ভাস ভঙ্গিতে জানতে চাইল গোয়েন্দা। *যন্ত্রপাতি* দেখতে অস্ত্রের মতো লাগছে যে!

'বিশেষভাবে নির্মিত একটা ক্যামেরা, লুক। ট্রিগারের মতো দেখতে জিনিসটা চাপলেই দেখবে, একটা ছবি বেরিয়ে এসেছে!' বলল গাজেন।

'ওহ!'

'আমার কয়েকজন বন্ধু তোমার সাথে দেখা করতে আসছে। ওদের ছবি তোলার জন্যই পাঠিয়েছি জিনিসটা।'

'আপনার বন্ধুদেরকে আমি চিনব কীভাবে?' জানতে চাইল লুক। 'আমার সাথে অনেকেই দেখা করতে আসে।'

'ব্যাটারি এনে দিলে না আমাকে? ওটার ব্যাপারে জানতে চাইবে ওরা। আর ঠিক তখনই তোমাকে ছবি তুলতে হবে।'

'ঠিক আছে, কোনও অসুবিধা নেই।' আসলেই, অসুবিধা কোথায়? টাকা পাচ্ছে, তার উপর ওই দেবদূতের মতো কণ্ঠের মালিক। নিশ্চয় লুকের কোনও ক্ষতি করবে না।

সে যে ওর বন্ধু!

BanglaBook.org

ইত৭ শাটল বন্দর

শ্যুটের একদম মাথার কাছে চলে এসেছে হলিরা। শাটলের নাকে লাগানো একটা সেন্সর, ল্যাণ্ড করার জন্য দরকারী বাতি জ্বালিয়ে দিল।

'হুমম।' বিড় বিড় করে বলল হলি।

কোয়ার্টজ নির্মিত পর্দার দিকে তাকাল আর্টেমিস। 'কোনও সমস্যা?'

'নাহ। কথা হচ্ছে, এই বাতিগুলোর জ্বলার কথা না। গত এক শতাব্দি হলো এখানে কোনও শক্তি সরবরাহ করা হয় না।'

'আমাদের গবলিন বন্ধুদের কাজ তাহলে।'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল হলি। 'সন্দেহ আছে। একটা সুইচ টিপতেই, আধ ডজন গবলিনের কালোঘাম বেরিয়ে যায়। এসব করতে অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান লাগে।'

'কাহিনি দেখি জমে ক্ষীর, বলল আর্টেমিস। 'আমি বেঈমানির গন্ধ পাচ্ছি। আচ্ছা, এসব প্রযুক্তি আর তথ্য বেচতে পারে, এমন কে আছে?'

ল্যাণ্ডিং বাতির দিকে ইঙ্গিত করল হলি। 'আমরা সেটা খুব দ্রুতই জানতে পারব। জীবিত এক চোরাচালানকারীকে আমার সামনে এনে দাও। দুই মিনিটের মধ্যে তাকে গান গাওয়াচ্ছি।'

হিস হিস শব্দ করে ল্যাণ্ড করল শাটলটা। সীট বেল্ট খুলে প্রায় সাথে সাথেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বাটলার, বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি।

'আর যা-ই করো না কেন, কাউকে খুন-টুন করে বসো না।' সাবধান করে দিল হলি। 'লেপ কিন্তু সেভাবে কাজ করে না। আর তাছাড়া, মৃত মানুষ গল্প বলে না।'

পুরাতন প্যারিসের একটা ম্যাপ পর্দায় তুলে আনল লেপ ক্যাপ্টেন। 'এদিকে দেখো।' সাইন-এর উপরে অবস্থিত একটা ব্রীজের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'আমরা এখানে, এই ব্রীজের নিচে আছি। এখান থেকে নটর-ডেম-এর দূরত্ব মাত্র ষাট মিটার। নটর-ডেম মানে বুঝেছ তো? ক্যাথেড্রালটার কথা বলছি। ফুটবল টিমের কথা না। আমাদেরকে সাবধান হতে হবে, কেননা এই বন্দরটাকে লুকানো হয়েছে ব্রীজের সাপোর্টের আড়ালে। হঠাৎ কোনও প্যারিসবাসী তোমাদেরকে দেয়ালের মাঝখান থেকে বেরোতে দেখুক, তা চাইছি না।'

BanglaBook.org

তোমাদেরকে শব্দটা আর্টেমিসের কান এড়াল না। 'তুমি আমাদের সাথে আসছ না?' জানতে চাইল সে।

'যেতে পারলে ভালো হতো।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল হলি। 'কিন্তু না যাবার আদেশ দেয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা একটা ফাঁদ হলেও হতে পারে। তোমাদের কপাল ভালো, ফেয়ারিদের কাছে দুজন আদমজাতের কোনও মূল্য নেই। তাই যেতে পারছ।'

'হুম, কপাল ভালো! আমাদের হাতে কোনও সূত্র আছে?'

কনসোলে একটা ডিস্ক ঢুকাল হলি। 'ফোয়েলি ওর রেটিমেজার যন্ত্র গবলিন বন্দীর উপর প্রয়োগ করেছে। শয়তানটা নাকি এই মানুষকে দেখেছে!' পর্দায় একটা চেহারা ভেসে উঠল। 'ইন্টারপোলের ফাইলের সাথে মিলিয়ে দেখেছে ফোয়েলি। এর নাম লুক ক্যারিরি। আগে কৌঁসুলি ছিল, পরে ওকে বের করে দেয়া হয়। এখন টিকটিকিগিরি করে দিন কাটায়।'

একটা কার্ড প্রিন্ট করে ওদের দিকে বাড়িয়ে দিল হলি। 'এই যে লোকটার ঠিকানা। নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছে লোকটা। হয়তো সূত্র হিসেবে এটা কিছুই না, কিন্তু কোথাও না কোথাও তো আমাদের শুরু করতে হবে। তোমাদের কাজ হলো, লোকটাকে খুজে বের করে তাকে বন্দী করা। এরপর এটা দেখানো।' এই বলে ডুবুরীদের ঘড়ির মতো দেখতে একটা জিনিস দেহরক্ষীর দিকে এগিয়ে দিল ও।

'কী এটা?' জানতে চাইল দেহরক্ষী।

'যোগাযোগ যন্ত্র। এটা ক্যারিরি'র চোখের সামনে ধরলে, আমি ওকে আমার মেসমারের অধীনে নিয়ে আসতে পারব। এখান থেকেই আদমজাতটার মুখ থেকে সব কথা বের আনা যাবে। এই যন্ত্রের মাঝে ফোয়েলির একটা নতুন আবিষ্কারও আছে-একটা ব্যূহ। তুমিই এর প্রথম ব্যবহারকারী। পর্দায় স্পর্শ করলেই, দুই মিটার ব্যাসার্ধের একটা ব্যূহ তোমাকে ঘিরে ধরবে। কঠিন পদার্থ আটকাতে পারবে না, কিন্তু লেজার বা কম্পন ঠিক ঠেকিয়ে দেবে।'

'হুম,' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল বাটলার। 'কিন্তু মাটির উপরে আমরা লেজার অস্ত্র খুব একটা ব্যবহার করি না।'

'তাহলে রেখে যাও, আমার কী!'

চোখ ছোট ছোট করে যন্ত্রটা পরখ করে দেখল বাটলার। 'এক মিটার ব্যাস বললে? যদি দেহের কোনও অংশ সেই ব্যূহের বাইরে যায়?'

BanglaBook.org

খেলাচ্ছলে বিশালদেহীর পেটে আঘাত হানল হলি। 'ওহে দানবীয় মানব, হাত পা গুটিয়ে একদম ছোট হয়ে থেকো তখন।'

'মনে রাখার চেষ্টা করব,' ঘড়ির মতো যন্ত্রটা হাতের সাথে বাঁধতে বাঁধতে বলল বাটলার। 'আর আমি যতক্ষণ থাকব না, ততক্ষণ মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করো।'

অবাক হয়ে গেল আর্টেমিস। বাটলার থাকবে না মানে! 'তুমি আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার কথা ভাবছ!'

বাটলার কপালে টোকা দিল। 'দুশ্চিন্তা করো না, সব কিছু তো আইরিশ ক্যামেরায় দেখতেই পাবে।'

ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছে আর্টেমিস। কিন্তু কিছু না বলে আবার কো-পাইলটের সীটে বসে পড়ল। 'ঠিক আছে। জানি আমি সাথে গেলে শুধু তোমার অসুবিধাই বাড়বে।'

'তবে যদি তুমি জেদ ধরো...'

'নাহ, এখন বাচ্চামি করার সময় না।'

মুচকি হাসল বাটলার। মাস্টার আর্টেমিস আর যা-ই করুক, বাচ্চামি করবে না। 'কতক্ষণ সময় পাব আমি?'

শ্রাগ করল হলি। 'যতক্ষণ লাগে। তবে যত তাড়াতাড়ি হয়, ততো ভালো।' আর্টেমিসের দিকে তাকাল সে, 'বিশেষ করে ওর বাবার জন্য।'

পরিস্থিতি বিরুপ হলেও, মনে মনে সন্তুষ্ট বাটলার। এই তো জীবন, শিকার করা। দিন শেষে, শক্তিশালীরাই টিকে থাকে। বিশালদেহী দেহরক্ষীর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ও শক্তিশালী।

হলির নির্দেশানুযায়ী একটা সার্ভিস ল্যাডারের দিকে এগিয়ে গেল বাটলার। বাইরে কেউ নেই দেখে, লুকিয়ে রাখা দরজা এক সেকেণ্ডের জন্য তার আসল রুপ ফিরে পেল। এক সেকেণ্ডই বাটলারের জন্য যথেষ্ট। সাবধানতার সাথে বাইরে বেরিয়ে এল সে, মনে মনে প্রার্থনা করছে ব্রীজটা যেন খালি থাকে। দামী স্যুট পরে নিজেকে আর যা-ই হোক, গৃহহীন ভবঘুরে বলে পরিচয় দেয়া যায় না।

সুন্দর করে কামানো মাথাটা ছুঁয়ে দিয়ে গেল সকালের বাতাস। মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা পাতালে কাটিয়েছে, কিন্তু তবুও স্পর্শটাকে স্বর্গীয় বলে মনে হলো ওর। ফেয়ারিদের মনের কথাটাও বুঝতে পারল, সহজাত অবস্থানের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। মানুষই তাড়িয়েছে। বাটলার যা যা দেখেছে,

BanglaBook.org

তাতে ফেয়ারিরা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে, সেই যুদ্ধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার কথা না। আমাদের কপাল ভালো, ভাবল ও। যে ফেয়ারিরা শান্তিপ্রিয়। নইলে রক্ত বন্যা বয়ে যেত...

নির্জন ব্রীজটা। কোনও ধরনের জড়তা ছাড়াই, ফুটপাতে পা রাখল বাটলার। এরপর হাঁটতে শুরু করল সেন্ট জার্মেই স্ট্রিটের দিকে। নটর-ডেম ক্যাথেড্রালের এই এলাকাটা ও ভালোভাবেই চেনে। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের হাত থেকে বাঁচার জন্য এদিকটায় এক মাস আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে ওকে।

রু্য জ্যাকব ধরে এগিয়ে গেল বাটলার। এত সকালেও, গাড়ি আর লরিতে ভর্তি রাস্তা। ড্রাইভাররা যেন হর্নের উপর হাত চেপে ধরে বসে আছে! থেকে থেকে জানালা দিয়ে গলা বের করে চেঁচাচ্ছে। আহ, প্যারিস! মুচকি হাসল বাটলার।

ক্যারিরি'র নতুন ফ্ল্যাটটা রু্য বোনাপোর্টে। এখানকার একেকটা ফ্ল্যাটের দাম সাধারণ প্যারিসবাসীর এক বছরের ইনকামের চাইতেও বেশি। দ্য বোনাপোর্ট ক্যাফেতে বসে কফি আর ক্রিসো এর অর্ডার দিল বাটলার। রাস্তার উপরের একটা টেবিলে বসেছে, এমনভাবে যেন সেখান থেকে মসিয়ে ক্যারিরি'র ব্যালকনি পরিষ্কার দেখা যায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না বাটলারকে। এক ঘণ্টার মাঝেই লোকটাকে দেখা গেল। বেশ কয়েক মিনিট রেলিং-এর উপর হেলান দিয়ে বসে রইল সে।

আচমকা হলির কণ্ঠ শুনতে পেল বাটলার। 'ও-ই আমাদের লোক। একা নাকি?'

'বলতে পারছি না।' হাতে লাগানো গোপন মাইকে উত্তর দিল।

'এক মিনিট।'

কী-বোর্ড চাপার আওয়াজ শুনতে পেল বাটলার। সাথে সাথে ওর এক চোখের আইরিশ ক্যামেরা পুরো ভিন্ন দৃশ্য দেখাতে শুরু করল।

'তাপ সংবেদী ক্যামেরা।' বলল হলি। 'লাল মানে গরম, নীল মানে ঠাণ্ডা। খুব শক্তিশালী কিছু না, কিন্তু বাইরের দেয়াল ভেদ করে দেখার জন্য যথেষ্ট।'

আবার ফ্ল্যাটটার দিকে তাকাল বাটলার। ঘরের ভেতর তিনটা লাল বিন্দু দেখা যাচ্ছে। একটা হলো ক্যারিরি'র হৃদপিণ্ড, তার গোলাপী দেহের মাঝখানে বসে ধুকপুক করছে। আরেকটা সম্ভবত একটা কেতলি। আর তিন নাম্বারটা একটা টেলিভিশন।

'একাই আছে। আমি যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'যাও, কিন্তু সাবধানে। সব কিছু একটু বেশিই সহজে হয়ে যাচ্ছে!'

'বুঝতে পেরেছি।'

রাস্তা পার হয়ে চারতলা দালানের দিকে এগিয়ে গেল বাটলার। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে একটা ইন্টারকম। কিন্তু এই দালানটা উনিশশো শতকে বানানো। ঠিক জায়গায় কাঁধ দিয়ে ঠিকমতো চাপ দিতে জানলে, দরজা খুলে ফেলা একদম সহজ।

'আমি ভেতরে।'

উপর থেকে আওয়াজ ভেসে এল। কেউ একজন সিঁড়ি বেয়ে নামছে। বাটলার অবশ্য বেহুদা চিন্তিত হয় না। আবার বেহুদা ঝুঁকিও নেয় না। জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে, অস্ত্রটা আঁকড়ে ধরল সে। লাগবে বলে মনে হয় না। মানুষের স্বভাবটাই এমন, জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক। বাটলারকে দেখা মাত্রই সবাই বীরত্ব দেখাবার কথা ভুলে যায়।

একদল কমবয়সী তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল।

'এক্সকুইজে মোয়া', বলে একপাশে সরে দাঁড়াল বাটলার।

ওকে দেখে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল মেয়েরা, ছেলেরা সব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আর কোনও ঝামেলা ছাড়াই, ক্যারিরি'র ফ্ল্যাটের সামনে চলে এল বাটলার।

কীভাবে ঢুকবে, তা ভাবছিল দেহরক্ষী। কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না, দরজাটা যে খোলা! খোলা দরজা মানে হয় ভেতরের কেউ সেটা বন্ধ করার জন্য বেঁচে নেই। অথবা কেউ একজন ওর আগমনের আশায় বসে আছে। দুটোর কোনও সম্ভাবনাই তার পছন্দ হলো না।

সাবধানতার সাথে ভেতরে প্রবেশ করল বাটলার। ফ্ল্যাটের ঘরগুলো বাক্স দিয়ে ভর্তি। ওগুলোর ফাঁক দিয়ে ব্যাটারি আর অদ্ভুত দর্শন সেব স্যুট বেরিয়ে আছে। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ইউরোর নোট।

'তুমি কি বন্ধু?' বিশাল এক আর্মচেয়ারে বসা অবস্থায় জানতে চাইল লুক ক্যারিরি। লোকটার কোলের উপর বিকট দর্শন এক অস্ত্র।

ধীরে ধীরে এগোল বাটলার। ও জানে, কাউকে হালকা করে দেখার মাশুল জীবন দিয়ে দিতে হতে পারে। 'শান্ত হও।'

BanglaBook.org

অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরল প্যারিসের লোকটা। ছোট ছোট আঙ্গুল গুলোর জন্যই যেন অস্ত্রটার হাতল বানানো হয়েছে। হয়তো কোনও বাচ্চার হাতের আদলে...অথবা কোনও ফেয়ারির!

'আমি জানতে চেয়েছি, তুমি কি বন্ধু?'

নিজের অস্ত্রটা কক করল বাটলার। 'গোলাগুলির কোনও দরকার নেই।'

'চুপচাপ দাঁড়াচ্ছ না কেন?' প্রশ্ন করল ক্যারিরি। 'আমি তোমাকে গুলি করব না। কণ্ঠটা বলেছিল, বন্ধুর ছবি তুলতে।'

হলির কণ্ঠ ভেসে এল বাটলারের কানে। 'আরেকটু কাছে যাও, আমি লোকটার চোখ দেখতে চাই।'

অস্ত্র নামিয়ে এগিয়ে গেল বাটলার। 'দেখ, আমি আমার অস্ত্র সরিয়ে রেখেছি।'

'আমি ক্যামেরার জুমটা বাড়াব।' বলল হলি। 'একটু ব্যথা লাগতে পারে।'

চোখের ক্যামেরা হঠাৎ করে দূরের দৃশ্য বড় করে দেখাতে শুরু করল। তাতে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হলো সেই সাথে হঠাৎ করে পাওয়া ব্যথায়। অনেক কষ্টে চোখ থেকে পানি বের হওয়াটা বন্ধ করল বাটলার।

'লোকটাকে মেসমারের অধীনে নেয়া হয়েছে।' কয়েক মুহূর্ত পর ঘোষণা করল হলি। 'তাও একবার না, কয়েকবার। আদমজাতকে বেশি বেশি মেসমারের অধীনে নিলে, তারা অন্ধও হয়ে যেতে পারে।'

আর্টেমিস নিজেও সম্ভবত পর্দাটা পরীক্ষা করে দেখেছে। 'ওর উপর আরেকবার মেসমার চালানোটা কি ঠিক হবে?'

কাঁধ ঝাকাল হলি। 'লাভ কি? এই লোকটা জাদুর অধীনে আছে। কিছু জানে বলে তো মনে হচ্ছে না!'

হঠাৎ মাইকটা আকড়ে ধরল আর্টেমিস। 'বাটলার! ওখান থেকে বেরোও! এখুনি!'

এদিকে ফ্ল্যাটটার ভেতর ঠায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাটলার। আচমকা একবার নড়লে, আর কখনও নড়াচড়া করার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

'বাটলার,' বলল হলি। 'মন দিয়ে শোন। তোমার দিকে যে অস্ত্রটা তাক করা আছে, ওটাকে আমরা বাউন্সার বলি। জিনিসটা বানানো হয়েছিল টানেলের ভেতর যুদ্ধ করার জন্য। লোকটা ট্রিগার চাপলে, অস্ত্র থেকে একটা রশ্মি বের হবে। জ্যান্ত কোনও কিছু একটাকে আঘাত হানার আগ পর্যন্ত, এ দেয়াল ও দেয়াল করতে থাকবে সেটা।'

BanglaBook.org

'বুঝলাম।' বিড় বিড় করে বলল বাটলার।

'কী বললে?' জানতে চাইল ক্যারিরি।

'তেমন কিছু না। শুধু বললাম, আমি ছবি তোলা পছন্দ করি না।'

জাদুতে আচ্ছন্ন হলেও, ভেতরের লোভী সত্ত্বাটা পুরোপুরি দমে যায়নি লুকের। 'তোমার কব্জির ঘড়িটা পছন্দ হয়েছে। দামী মনে হচ্ছে। রোলেক্স নাকি?'

'এই জিনিস?' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল বাটলার। এই ঝামেলা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়টা হাতছাড়া করতে চাইছে না। 'একেবারে কমদামী জিনিস।'

'আমাকে দাও।'

বাটলার কব্জিতে হাত ছোঁয়াল। 'দিলে আমাকে ব্যাটারির ব্যাপারে সব কথা বলবে?'

'তুমিই সেই লোক! ছবি তুলব, একটু হাসো তো!' বলতে বলতেই ট্রিগারটা সর্বশক্তিতে চেপে ধরল ক্যারিরি।

বাটলারের মনে হলো, প্রতিটা মুহূর্ত যেন অসীমের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৈনিক মস্তিষ্ক অবশ্য মুহূর্তের মাঝেই পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে, কী করা উচিৎ সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ক্যারিরি ট্রিগার টিপে দিয়েছে। অস্ত্র থেকে রশ্মিটা এই বেরোল বলে। এমন অবস্থায়, ওর সিগ সয়্যারটা কোনও কাজে আসবে না। এই ফেয়ারি যন্ত্র বাদে, কাজে লাগাবার মতো আর কিছুই নেই তার কাছে। কিন্তু মাত্র দুই মিটার ব্যাসের ব্যূহ-গোলক দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য যথেষ্ট না।

তাই হাতে থাকা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মাঝে নতুন এক ফন্দি আটল বাটলার। যেহেতু ব্যূহটা ওকে বাইরে থেকে আসা কম্পনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে, হয়তো সেটা ওই অস্ত্র থেকে বের হতে চাওয়া রশ্মিটাকেও আটকাতে পারবে। যন্ত্রটার পর্দা স্পর্শ করে ওটাকে লুকের দিকে ছুঁড়ে দিল বাটলার।

একেবারে সময়মতো সারতে পেরেছিল কাজটা। কেননা রশ্মিটা বের হবার সাথে সাথে সেটাকে নিজের মাঝে আঁটকে ফেলল ব্যূহ। দারুণ এক দৃশ্যের জন্ম নিল লুকের ফ্ল্যাটে, বুদবুদের মাঝে যেন থেকে থেকে আতশবাজী ফেটে পড়ছে।

ক্যারিরিকে যেন দৃশ্যটা সম্মোহিত করে ফেলেছে। সুযোগটা নিল বাটলার, অস্ত্র কেড়ে নিল লোকটার হাত থেকে।

'ইঞ্জিন চালু করো।' ঘোঁত করে বলল বাটলার। 'ফ্রেঞ্চ পুলিশ এই এল বলে, ফোয়েলির অস্ত্র আওয়াজ চাপা দিতে পারেনি।'

BanglaBook.org

'ওকে। মসিয়ে ক্যারিরি'র কী খবর?'

প্রায় অজ্ঞান প্যারিসবাসীকে কার্পেটের উপর শুইয়ে দিল বাটলার। 'ঠিক আছে। আমরা ঠিক করেছি, কিছুক্ষণ গল্প করব।'

'তুমি কে?' এই প্রথম লোকটা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে বলে মনে হলো। 'এখানে কী হয়েছে?'

লোকটার শার্ট খুলে ফেলল বাটলার, নিজের হাতটা রাখল তার হৃদপিণ্ডের উপরে। ম্যাডাম কো, দেহরক্ষীর জাপানিজ শিক্ষিকার কাছে শেখা একটা চালাকি কাজে লাগাচ্ছে। 'দুশ্চিন্তা করবেন না, মসিয়ে ক্যারিরি। আমি একজন ডাক্তার। এখানে একটা দূর্ঘটনা ঘটেছে। তবে আপনার কিছু হয়নি।'

'দূর্ঘটনা? কেমন ধরনের দূর্ঘটনা? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'আপনি আঘাত পেয়েছেন বলেই কিছু মনে করতে পারছেন না। এখন একটু শান্ত হোন। আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে দিন।'

লুকের গলায় আঙুল রাখল বাটলার, ধমনীটার ঠিক উপরে। 'আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। মাথায় আঘাত পেয়েছেন কিনা, তা বোঝার জন্য প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা খুব জরুরী।'

তর্ক করল না লুক। অবশ্য দুই মিটারের বেশি লম্বা, পেশি বহুল লোকের সাথে কে ই বা তর্ক করতে যায়?

'আপনার নাম, লুক ক্যারিরি?'

'হ্যাঁ।'

ধমনীর ধুকপুক করাটা মনে মনে মেপে নিল বাটলার। হৃদপিণ্ডেরটা মাপল প্রথমে, অবশ্য গলার ধমনীটাকেও বাদ দিল না। শান্তই আছে।

'আপনি কী গোয়েন্দা?'

'আমি নিজেকে সত্যান্বেষী বলতেই পছন্দ করি।'

বাড়েনি ধুকপুকানি। এই লোকটা সত্য কথাই বলছে।

'আপনি কি কখনও কোনও রহস্যময় ক্রেতার কাছে ব্যাটারি বিক্রি করেছেন?'

'না।' প্রতিবাদ জানাল লুক। 'এটা কেমন প্রশ্ন? আপনি কেমন ডাক্তার শুনি?'

ধমনীর গতি এখন রেসের ঘোড়াকেও হার মানাবে। মিথ্যা বলছে লোকটা!

'প্রশ্নের উত্তর দিন, মসিয়ে ক্যারিরি।' কড়া কণ্ঠে বলল বাটলার। 'আর একটা প্রশ্ন করব। গবলিনদের সাথে কখনও কোনও লেনদেন করেছেন?'

BanglaBook.org

স্বস্তির বাতাস যেন পরশ বুলিয়ে গেল লুকের শরীরে। পুলিশ আর যাই করুক ফেয়ারিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। 'পাগল নাকি আপনি? গবলিন আবার কী জিনিস?'

চোখ বন্ধ করল বাটলার। একটু আগে দ্রুত গতিতে চলতে থাকা ধমনী শান্ত হয়ে এসেছে। এই লোকটা তাহলে সরাসরি কখনও গবলিনদের সাথে কোনও লেনদেন করেনি।

উঠে দাঁড়াল বাটলার, ব্যুহ গোলকটাকে পকেটে ভরল। দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে উঠেছে।

'হেই, ডাক্তার।' বাঁধা দিতে চাইল লুক। 'তুমি আমাকে এভাবে রেখে যেতে পার না।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওকে দেখল বাটলার। 'নিয়ে যেতাম সাথে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ পুলিশ আপনার সাথে কথা বলতে চাইবে বলে মনে হচ্ছে। আপনার ফ্ল্যাট জাল টাকা দিয়ে ভর্তি।'

চেয়ে চেয়ে দেহরক্ষীর চলে যাওয়া দেখা ছাড়া করার আর কিছুই রইল না লুকের। জানে, পালাবার চেষ্টা করা উচিৎ। কিন্তু লুক ক্যারিরি সেই উনিশশো সত্তর সালের জিম ক্লাসে পঞ্চাশ মিটার দৌড়াবার পর, আর কখনও দৌড়াদৌড়ি করেনি। এমনিতেও লোকটার হাঁটু দুটো নড়বড় করতে শুরু করেছিল। জেলে লম্বা সময় থাকার কথা মাথায় আসলে, এমনটা হয়!

BanglaBook.org

অধ্যায় সাতঃ দুই আর দুইয়ে হয় চার

পুলিশ পয়াজা

হলির দিকে আঙুল তুলে আছেন রুট। 'অভিনন্দন, ক্যাপ্টেন। তুমি আবার লেপ-এর কিছু প্রযুক্তি হারিয়ে এসেছ!'

হলি অবশ্য অভিযোগটা আশাই করছিল। 'দোষ পুরোপুরি আমার না, কমাণ্ডার। আদমজাতটা মেসমাসের অধীনে ছিল। আর আপনিই তো আদেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন শাটল ছেড়ে বের না হই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার কোনও অবস্থাতেই আমি ছিলাম না!'

'যথার্থ উত্তর,' মন্তব্য করল ফোয়েলি। 'তবে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই, কমাণ্ডার। আমার যন্ত্রগুলোতে নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবার পদ্ধতি রাখা আছে। এছাড়া আমি উপরে কোনও যন্ত্রই পাঠাই না।'

'চুপ করো, সিভিলিয়ান কোথাকার।' গর্জে উঠলেন কমাণ্ডার। অবশ্য সেই গর্জনে ধার ছিল না খুব একটা। আসলে ব্যূহ সৃষ্টিকারী যন্ত্রটা নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে শুনে, মনে মনে সবাই স্বস্তিবোধ করছে। তারচেয়ে বড় কথা, কোনও ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই সামলানো গিয়েছে আদমজাত ঝামেলাটাকে। আজ সবাই জড়ো হয়েছে সিভিলিয়ান কমিটির সভা কক্ষে। সাধারণত এধরনের গুরুত্বপূর্ণ ডি-ব্রীফিং হয় লেপ-এর অপারেশন সেন্টারে। কিন্তু আর্টেমিস উপস্থিত আছে বলে, সেখানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রুট।

ডেস্কে রাখা ইন্টারকমের সুইচ চেপে ধরলেন তিনি, 'ট্রাবল, আছ?'

'জ্বি, স্যার।'

'মন দিয়ে শোন, আপাতত জরুরী অবস্থা বন্ধ করে দাও। তোমার লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে, সুড়ঙ্গের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। দেখা যাক, কয়েকটা গবলিন গ্যাঙ ধরা যায় কিনা! এখনও সব প্রশ্নের জবাব পাইনি আমরা। কে বি-ওয়া-কেলকে চালাচ্ছে? কেন চালাচ্ছে?'

BanglaBook.org

আর্টেমিস জানে, এখন ওর মুখ খোলা উচিত না। যত দ্রুত ওর এখানকার কাজ শেষ হয়, ততো তাড়াতাড়ি সে আর্কটিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে পারবে। কিন্তু প্যারিসের পুরো ঘটনাটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'আচ্ছা, পুরো ঘটনায় সন্দেহজনক কিছু আছে বলে কারও মনে হচ্ছে না? যেমনটা আপনারা চেয়েছিলেন, একদম হুবহু তেমনটাই হয়েছে। আর তাছাড়া, লুক-ই যে একমাত্র মেসমারের আয়ত্ত্বে আছে তা কে বলল?'

ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গি পছন্দ হলো না রুটের। এমনিতেও তিনি আদমজাতকে খুব একটা পছন্দ করেন না। এই বিশেষ আদমজাতকে তো আরও না!

'দেখ, ফাউল, তোমার যা যা করার কথা ছিল, করেছ। প্যারিসের ব্যাপারটা এখন শেষ। ওই শ্যুট দিয়ে আর কোনও নিষিদ্ধ বস্তু হেভেনে আসছে না। আসলে আমরা সব ধরনের শ্যুটে নিরাপত্তা দ্বিগুণ করে দিয়েছি। সেটা চালু আছে না বন্ধ, সে দিকে নজর দেইনি। আদমজাতটার সাথে যে-ই লেনদেন করে থাকুক না কেন, সে তাকে ফেয়ারিদের ব্যাপারে কিছু বলেনি। আমরা অবশ্যই কড়া অনুসন্ধান চালাব, কিন্তু ওসব নিয়ে তোমার ছোট্ট মাথাটা ঘামাবার দরকার নেই।'

আর্টেমিস কিছু বলার আগেই, ফোয়েলি কথা বলে উঠল, 'রাশিয়ার ব্যাপারে আমি একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

'ই-মেইলটা ট্রেস করতে পেড়েছ?' আর্টেমিসের মনোযোগ সেন্টরের দিকে ঘুরে গেল।

'হ্যাঁ।' লেকচার দেবার জন্য প্রস্তুত হলো ফোয়েলি।

'কিন্তু কীভাবে? ভাইরাস ছিল তো মেইলে!'

বিদ্রুপের হাসি হাসল ফোয়েলি। 'ওসব আদিম যুগের প্রযুক্তি থামাবে আমাকে? হাসালে আর্টেমিস।'

'কোত্থেকে পাঠানো হয়েছিল মেইলটা?'

'যেমন প্রতিটা মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা, তেমনি আলাদা প্রতিটা কম্পিউটার। সেই সাথে প্রতিটা নেটওয়ার্কও। ছোট ছোট চিহ্ন থাকে, যেগুলো খুঁজে বের করতে জানতে হয়। নির্ভর করে তারের উপর। আসলে কী, প্রতিটা বস্তু অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। এমনকী যেসব তার ব্যবহার করে মেইল পাঠানো হয় সেগুলোও। একটা তারের ভেতর দিয়ে গিগাবাইটের পর গিগাবাইট তথ্য পাঠাতে গেলে তো সেই তারের কিছুটা না কিছুটা ক্ষয়ে যাবেই!'

BanglaBook.org

অধৈর্য হয়ে পড়ল বাটলার। 'শোন, ফোয়েলি। সময় নেই হাতে। মিস্টার ফাউলের জীবন ঝুঁকির মাঝে। তাড়াতাড়ি কাজের কোথায় এসো, নইলে কী না কী করে বসি!'

কথাটা শুনে ফোয়েলির মনে হলো, হাসিতে ফেটে পড়বে। এই আদমজাত নিশ্চয় মজা করছে ওর সাথে? পরমুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গেল লোকটা ট্রাবল কেল্লের কী অবস্থা করেছিল। সাথে সাথে সুবোধ সেন্টরের মতো কাজের কথা চলে এল।

'ভিডিও ফাইলটা আমার বানানো কয়েকটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে চালালাম। ওখানে অবস্থিত ইউরেনিয়াম অণু পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলাম, মেইলটা এসেছে উত্তর রাশিয়া থেকে।'

'এসব তো আমরাও আন্দাজ করতে পারতাম।'

'আরও আছে,' কিছুটা বিরক্ত হলো ফোয়েলি। 'পুরোটা শুনে নাও আগে।'

পর্দায় আর্কটিক-সার্কেলের একটা স্যাটেলাইট ছবি তুলে আনল ফোয়েলি। কী-বোর্ডে দেয়া প্রতিটা চাপের সাথে সাথে, ছোট হয়ে এল ছবিটা, উদ্দিষ্ট জায়গার আয়তন কমিয়ে আনছে।

'ইউরেনিয়াম অর্থ সেভেরোমরস্ক। অথবা ওখানকার পঞ্চাশ মাইলের মাঝে কোনও একটা জায়গা। সব মিলিয়ে মনে হয়, জায়গাটা মুরমানস্ক।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল আর্টেমিস।

'ওখানকার নেটওয়ার্কে মোট দুইশ চুরাশিটা ল্যাণ্ড লাইন আছে। ল্যাণ্ড লাইন! ভাবা যায়!' হেসে উঠল ফোয়েলি।

জোরে জোরে হাত মটকাল বাটলার, বিরক্ত হচ্ছে।

'এর মাঝে দুটা ম্যাচ করেছে।' প্রাণের মায়ায় তাড়াতাড়ি কাজের কোথায় চলে এল সেন্টর। 'একটা হল অফ জাস্টিসের সাথে মেলে।'

'ওখান থেকে আসার কথা না। অন্যটা?'

'লেনিন প্রসপেক্টের মিখাইল ভ্যাসিকিনের লাইন থেকে।'

আর্টেমিসের মনে হলো, ওর পাকস্থলীতে হাজারও প্রজাপতি ডানা ঝাপটাচ্ছে। 'মিখাইল ভ্যাসিকিনের ব্যাপারে আমরা কী জানি?'

কনসার্টের পিয়ানো বাদকের ভঙ্গিতে মতো আঙুল দোলাল ফোয়েলি। 'আমার আর্কাইভে নামটা চালিয়ে দেখেছি। আদমজাতের গোয়েন্দা সংস্থাদের উপর নজর

BanglaBook.org

রাখতে আমার ভালোই লাগে। ভালো কথা, বাটলার, তোমার নাম কিন্তু কয়েকবারই এসেছে।'

নিষ্পাপ ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল দেহরক্ষী, কিন্তু পাথরের মতো শক্ত চেহারায় ভাবটা ঠিক ফুটে উঠল না।

'মিখাইল ভ্যাসিকিন এক্স-কেজিবি, এখন মাফিয়ার হয়ে কাজ করে। মাফিয়ার যে পদটা সে অলংকরণ করে আছে তার নাম খুলিগানি। অন্য ভাষায় একজন এনফোর্সার। খুব একটা উপরের পর্যায়ে না, তবে একদম নিচের সারিরও না। ভ্যাসিকিনের বস মুরমানস্কের লোক, ব্রাতভা নাম। ওদের ইনকামের প্রধান উৎস হচ্ছে নামকরা ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা। গত পাঁচ বছরে ওরা ছয়জন জার্মান আর একজন সুইডিশ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করেছে।'

'কজনকে জীবিত ফেরত পাওয়া গিয়েছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল আর্টেমিস।

'একজনকেও না,' ফোয়েলি নিজের পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল। 'দুইটা কেসে টাকাও ফেরত পাওয়া যায়নি।'

ফেয়ারিদের জন্য বানানো ছোট চেয়ারে বসার প্রয়াস পেল বাটলার। 'কথা অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে মিস্টার ভ্যাসিকিনকে আমার বন্ধু, মিস্টার ঘুষির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার।'

নাটকীয়, ভাবল আর্টেমিস। কিন্তু আমি নিজেও এরচেয়ে ভালো কিছু বলতে পারতাম না।

'ঠিক বলেছ, বন্ধু। দ্রুতই কাজে নামব আমরা। তোমাকে হারাতে চাই না। এই লোক গুলো অনেক চালাক। তাই আমাদের আরও চালাক হতে হবে। আমাদের হাতে এবার এমন কিছু তথ্য আছে যা অন্যদের হাতে ছিল না। অপহরণকারীকে আমরা চিনি, জানি ওরা কোথায় থাকে। তারচেয়ে বড় কথা, আমাদের পক্ষে আছে ফেয়ারিদের জাদু।' কমাণ্ডার রুটের দিকে তাকাল আর্টেমিস। 'আছে তো?'

'আমি আছি,' উত্তর দিলেন কমাণ্ডার। 'কিন্তু আমার কোনও সৈন্যকে বাধ্য করব না রাশিয়ায় যেতে। তবে কেউ নিজে থেকে যেতে চাইলে মানাও করব না।' হলির দিকে তাকালেন তিনি। 'যাবে?'

'অবশ্যই।' বলল হলি। 'হাজার হলেও আমি আপনার সেরা পাইলট।'

BanglaBook.org

কোবোই ল্যাবরেটরীজ

কোবোই ল্যাবের বেসমেন্টে একটা ফায়ারিং রেঞ্জ আছে। ওপাল বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে বানিয়েছিল ওটা। পুরো জায়গাটা শব্দ নিরোধক, সেই সাথে জাইরোস্কোপের উপরে স্থাপন করা। বিশ ফুট উপর থেকে একটা হাতি ছেড়ে দিলেও, দুনিয়ার কোনও যন্ত্র প্রানিটার আছড়ে পড়ার কম্পন টের পাবে না।

ফায়ারিং রেঞ্জটা অবশ্য এমনি এমনি বানানো হয়নি। ওপাল চেয়েছিল, অপারেশন শুরু হবার আগে যেন বি-ওয়া-কেল সফটনোজ অস্ত্রগুলো চালানো প্রাকটিস করতে পারে। তবে ব্রায়ার গাজেনই সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছে ওখানে। প্রাক্তন ফেয়ারি কমাণ্ডার যেন পণ করেছে, জুলিয়াস রুটের দফারফা করার আগে সে বিশ্রাম নেবে না!

ওপাল যখন নিচে নেমে এল, তখনও গাজেন প্রাকটিস করায় ব্যস্ত ছিল।

ওকে আসতে দেখে কান থেকে এয়ারপ্লাগ খুলল গাজেন। 'কে মরল?'

পিক্সি মেয়েটা গাজেনের হাতে একটা ভিডিও প্যাড ধরিয়ে দিল। 'স্পাই ক্যামেরা থেকে পেয়েছি। ক্যারিরি যে অকাজের, তা তো আগেই বোঝা গিয়েছিল। তবে কপাল ভালো, কেউ মারা পড়েনি। আর তাই রুট জরুরী অবস্থা স্থগিত করে দিয়েছে। এখন আবার কমাণ্ডার নিজে আদমজাতটাকে সাথে নিয়ে আর্কটিক সার্কেল, উত্তর রাশিয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'আমি জানি আর্কটিক সার্কেল কোথায়।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল গাজেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফুলে ওঠা মাথায় হাত বোলাল সে। 'পরিস্থিতিটাকে আমাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। কমাণ্ডারকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়ার এর চাইতে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আর জুলিয়াস না থাকলে, লেপ-এর অবস্থা হবে মাথা ছাড়া কেঁচোর মতো। ওদের সাথে উপরের যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে না?'

BanglaBook.org

'তা আর বলতে?' উত্তর দিল ওপাল। 'আমাদেরকে কেউ সন্দেহও করবে না। সবাই দোষ চাপাবে ম্যাগমা ফ্লেয়ারের ঘাড়ে।'

'অসাধারণ।' বলল গাজেন। 'এখন লেপ-এর কোনও অস্ত্র যেন কাজ না করে, সে ব্যবস্থা নাও। আমি চাই না জুলিয়াসের হাতে সচল অস্ত্র থাকুক।'

লেপ-এর সব অস্ত্র আর যানবাহনের উন্নতকরণের সময়, প্রতিটা যন্ত্রে ছোট একটা ডিভাইস ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওপাল। আসলে ডিভাইসটা খুব ছোট একটা বোমা। সঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কোবোই কমিউনিকেশন থেকে একটা সিগন্যাল পাঠালেই, ফেটে যাবে সেটা। সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে লেপ-এর সব অস্ত্র। ওদিকে বি-ওয়া-কেলের হাতে থাকবে সফটনোজ লেজার।

'হয়ে যাবে।' বলল ওপাল। 'কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে রুট আর উপর থেকে ফিরে আসবে না? ও কিন্তু পুরো পরিকল্পনা ভণ্ড করে দিতে পারে!'

হাতের *রেড বয়* অস্ত্রটা উর্দিতে ঢুকিয়ে রাখল গাজেন। 'ভয় পেও না, প্রিয়। জুলিয়াস আর ফিরে আসবে না। যেহেতু ও কোথায় যাচ্ছে তা আমি জানি, ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমাদের আঁশটে বন্ধুরা ওর ব্যবস্থা করবে।'

আশ্চর্যের কথা হলো, ব্রায়ার গাজেন গবলিনদের একদম পছন্দ করে না। বরং ঘৃণা করে বললেও অতিরিক্ত হবে না। ওই সাপের মতো দেখতে প্রানিগুলোকে দেখলেই, ওর দেহ শিহরিয়ে ওঠে। সেই সাথে আছে ওদের ধোঁয়াটে শ্বাস, পাঁপড়িহীন চোখ আর প্রায় প্রতি মুহূর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা।

তবে গাজেনের যা দরকার, তা পাওয়া যায় ওদের কাছ থেকে ঃ পেশি শক্তি।

শত শত বছর ধরে বি-ওয়া-কেল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাবার *চেষ্টা* চালাচ্ছে হেভেন শহরে। তবে কখনওই খুব একটা বড় মাপের কোনও অপরাধ করতে পারেনি ওরা। সাধারণত শহরের বাইরের দিকেই ওদের সব কর্মকাণ্ড। যখনই তারা একটু বাড়াবাড়ি করা শুরু করে, তখনই কমাণ্ডার রুট কোনও একটা দলকে পাঠিয়ে দেন ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্য।

এক সন্ধ্যায়, ব্রায়ার গাজেন ছদ্মবেশ নিয়ে দ্য সেকেণ্ড স্কিন ক্লাবে প্রবেশ করে। জায়গাটা গবলিনদের আখড়া নামেই পরিচিত। ওর হাতে ছিল একটা সোনার বিস্কুট ভর্তি ব্রীফকেস। ওটা বারের উপর রেখে গাজেন বলল, 'আমি ট্রায়াডের সাথে কথা বলতে চাই।'

BanglaBook.org

গাজেনকে প্রথমেই ভালোভাবে সার্চ করে নেয়া হলো। এরপর চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হলো গোপন এক জায়গায়। চোখ থেকে বাঁধন খোলা হলে সে দেখতে পেল, স্যাঁতস্যাঁতে কোনও একটা গুদামঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে! দেয়ালগুলোয় বাসা বেঁধেছে সবুজ মস। একটা টেবিলের এধারের চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে, অন্য পাশে বসে আছে তিনজন গবলিন। একনজর দেখেই তিনজনকে চিনতে পারল সে। লেপ-এ থাকা অবস্থায় অনেকবার এদের মাগশট দেখেছে। স্কেলেনি, স্পুটা আর ফ্লেবাম। বি-ওয়া-কেল-এর তিন নেতা।

উপহার হিসেবে পাওয়া ব্রীফকেস ভর্তি স্বর্ণ, আর সেই সাথে আরও স্বর্ণ পাবার ওয়াদা তিন গবলিনের কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছিল। তবুও ঝুঁকি নেয়নি গাজেন। খুব সাবধানে শব্দ চয়ন করেছিল সে। 'আহ, জেনারেলবৃন্দ! আপনাদের উপস্থিতি আমাকে সম্মানিত করেছে।'

তিন গবলিনের বুক যেন ফুলে উঠল। জেনারেল!

এরপর সবকিছু খুব সহজেই হয়ে গেল। গাজেন জানাল, ও বি-ওয়া-কেল-এর জন্য কিছু করতে পারে। দলটাকে সুসংঘঠিত করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় সদস্যদের খুঁজে বের করে বাদ দিতে পারে। আর সব চাইতে বড় কথা, ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারে। যখন সময় হবে, তখন তারা কাউন্সিলের দফারফা করতে পারবে। সেই সাথে পারবে গবলিনদের চিরশত্রু লেপ-কে একটা উচিৎ শিক্ষা দিতে। গাজেন প্রতিজ্ঞা করল, এরপর নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল হিসেবে তার প্রথম কাজ হবে হাউলার'স পিক জেলখানা থেকে সব গবলিন বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। কথার সাথে হালকা মেসমার মিশিয়ে দিয়েছিল বলে, আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল কাজটা।

এমন প্রস্তাব বার বার আসে না। আর গবলিনদের কাছে তো আরও না! স্বর্ণ, মুক্তি, অস্ত্র আর সেই সাথে লেপ-কে ধ্বংস করা! এমন প্রস্তাবে না করার কোনও প্রশ্নই আসে না। তবে বি-ওয়া-কেল একটা জিনিস বুঝতে পারেনি। গাজেন যেমন লেপ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তেমনি ওদের সাথেও তো করতে পারে!

গবলিন জেনারেল স্কেলেনির সাথে দেখা করা জন্য কোবোই ল্যাবের ভূ-গর্ভস্থ এক কক্ষে এসে দেখা করেছে গাজেন। এমনিতেই মেজাজ খারাপ তার। ভেবেছিল, লুক একজনকে হলেও হয়তো নিয়ে যাবে। কিন্তু না...অবশ্য তাতে খুব একটা কিছু যায় আসে না। গাজেন সবসময় বিকল্প পরিকল্পনা তৈরিই রাখে! বি-

BanglaBook.org

ওয়া-কেল রক্ত দেখার জন্য পাগল হয়ে আছে। কার রক্ত, তাতে কিছু যায় আসে না।

স্কেলেনিও তার ব্যতিক্রম না। ওকে দেখেই বলে বসল, 'যুদ্ধ কখন শুরু হবে, গাজেন? কখন?'

এলফ পুরুষটা একটু দূরেই রইল। কবে যে এই ঘৃণিত প্রানিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে, তাই ভাবছে।

'খুব দ্রুতই, জেনারেল স্কেলেনি। খুব দ্রুত। তবে তার আগে কমাণ্ডার রুটের ব্যাপারে আমার একটা উপকার চাই।'

গবলিনের হলদে চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এল। 'রুট? ওই হারামজাদা? ওকে খুন করতে চাই আমি। মাথার খুলি ফাটিয়ে মগজ ভাজা ভাজা করতে চাই।'

ক্রূর হাসি হাসল গাজেন। 'অবশ্যই, জেনারেল। যা মন চায়, করতে পারেন। রুট মারা গেলে, শহরটা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।'

উত্তেজনায় প্রায় লাফাতে শুরু করল গবলিন নেতা। 'কোথায়? রুট কোথায়?'

'এই মুহূর্তে কোথায়, তা আমি জানি না।' মেনে নিল গাজেন। 'তবে ছয় ঘণ্টা পর কোথায় থাকবে তা জানি।'

'কোথায়? কোথায় থাকবে?'

টেবিলের উপর বড় একটা কেস রাখল গাজেন। ওর ভেতরে আছে চার জোড়া কোবোই ডাবলডেক্স। 'স্যুট ৯৩-এ। এগুলো নিন। আপনার সেরা যোদ্ধাদের পাঠাও। ভালো কথা, ওদেরকে গরম কাপড় পরে নিতে বলবেন কিন্তু।'

BanglaBook.org

স্যুট ই৯৩

জুলিয়াস রুটের ব্যাপারে যে যাই বলুক না কেন, লেপ কমাণ্ডার আয়েশের সাথে ভ্রমণ করতে জানেন। এবার তিনি আটলান্টিয়ান দূতের ব্যক্তিগত শাটল দখল করেছেন। ভেতরের পুরোটা সোনা আর চামড়া দিয়ে মোড়া বললেও অত্যুক্তি হবে

না। আটলান্টিসের দূত যে ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারেননি, সেটা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না! কিন্তু কমাণ্ডার রুটকে মুখের উপর না বলতে অনেক সাহসের প্রয়োজন। সেই সাথে যদি যোগ করা হয় তার সেই তিন ব্যারেলের অস্ত্র, তাহলে তো...

এই মুহূর্তে ফেয়ারিরা তাদের দুই মনুষ্য যাত্রীসহ শাটলে বসে আছে। যাত্রাটা সম্ভবত আরামের সাথেই হতে যাচ্ছে।

শাটলের ক্যাবিনেট থেকে পানি বের করে নিয়ে পান করল আর্টেমিস। 'স্বাদটা একটু অদ্ভুত। খারাপ না। কিন্তু অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত না বলে, পরিষ্কার বলো।' হলি বলল। 'তোমাদের দূষণ পরিষ্কার করতে যে কতগুলো ফিল্টার ব্যবহার করতে হয়েছে, তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'ঝগড়াঝাঁটির কোনও দরকার নেই,' সাবধান করে দিল রুট। 'আমরা এখন একই দলে। যাই হোক, স্যুট পরে নাও সবাই। বাইরের পরিবেশে স্যুট ছাড়া কেউ পাঁচ মিনিটও টিকব না।'

মাথার উপরের একটা লকার খুলল হলি। 'ফাউল, সামনে এসো।'

আদেশ মানল আর্টেমিস।

লকার থেকে একটা বাক্স বের করে আনল লেপ ক্যাপ্টেন। 'তোমার সাইজ কত? ছয়?'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। ফেয়ারিদের মাপ নেবার পদ্ধতির সাথে সে পরিচিত না।

'আর্টেমিস ফাউল জানে না এমন কিছুও আছে তাহলে? আমি তো জানতাম, তুমি মানবজাতির মাঝে ফেয়ারিদের ব্যাপারে সব চাইতে বেশি জ্ঞান রাখো। গত বছর আমাদের বই চুরি করেছিলে না?'

কথা না বলে, বাক্সটা থেকে একটা স্যুট বের করে আনল আর্টেমিস।

'বিকিরণ-রোধী কাপড়।'

পরনের পোশাকের উপর স্যুটটা পরে নিল আর্টেমিস। আকারে একটু বড় মনে হলো প্রথমে, কিন্তু এক মুহূর্তেই সেটা ছোট হয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসল। 'ভালো জিনিস।'

BanglaBook.org

'মেমরী ল্যাটেক্স বলে। তোমার দেহের আকার অনুযায়ী নিজেও ছোট-বড় হয়, অবশ্যই তা সীমার মাঝে থেকে। সমস্যা একটাই। একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না।'

সামনে ঝুঁকে এল বাটলার। লোকটার দেহ থেকে এতো ফেয়ারি অস্ত্র ঝুলছিল যে, ফোয়েলি অনেকটা বাধ্য হয়েই ওকে একটা মুনবেল্ট দিয়েছে। জিনিসটা অস্ত্রের ওজন পাঁচভাগের একভাগে নামিয়ে এনেছে।

'আমার কী হবে?' নড করল দেহরক্ষী।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল হলি। 'তোমার দেহে হবে, এমন বড় স্যুট নেই।'

'অসুবিধা নেই। আমি আগেও রাশিয়া এসেছি, তেজস্ক্রিয়তা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।'

'এখনও করেনি। সময় দাও কিছু, করে ফেলবে।'

শ্রাগ করল বাটলার। 'অন্য কোনও পদ্ধতি আছে জানা?'

হাসল হলি, সেই হাসিতে দুষ্টামির ছাপ স্পষ্ট। 'নেই যে, তা তো বলিনি।' লকারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা স্প্রে ক্যান বের করে আনল সে। কেন জানি এই ক্যানটা দেখে বাটলার ভয় পেয়ে গেল! হয়তো ক্যানটা হাতে নেবার সাথে সাথে হলির মুখে ফুটে ওঠা হাসি দেখেই!

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো তো।' ক্যানের নলটা বিশালদেহীর দিকে তাক করে বলল লেপ ক্যাপ্টেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় আটঃ ফ্রম রাশিয়া উইথ গল্পাভস

লেলিন প্রসপেক্ট, মুরমানস্ক

মিখাইল ভ্যাসিকিনের ধৈর্যের বাঁধে চির ধরেছে। প্রায় দুই বছর হল লোকটাকে দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করছে সে। ব্রাতভা'র অনুরোধ, অমান্য করার উপায় নেই। অনুরোধ শব্দটা কাজের ক্ষেত্রে আদেশ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়।

ব্রাতভা'র নির্দেশ ছিল একদম সহজঃ লোকটাকে খাওয়াতে হবে, গোসল করিয়ে দিতে হবে আর যদি আরও একবছর কোমায় থাকে তো খুন করে দেহটা কোলা উপসাগরে ডুবিয়ে দিতে হবে!

একবছর পার হবার ঠিক দুই সপ্তাহ আগে, আইরিশ লোকটা আচমকা সোজা হয়ে বসে বিছানায়। লোকটার মুখ থেকে কেবল একটা নাম বের হয়ে আসছিল- অ্যাঞ্জেলিন। কামার এমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে হাত থেকে ফেলেই দিয়েছিল মদের বোতল। টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল বোতলটা। কামারের ফেরুচ্চি জুতা আর বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল! বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ আবার গজায়। কিন্তু আফসোস, আর্কটিক সার্কেলে ফেরুচ্চি জুতা আর পাওয়া যায় না। চমকিত লোকটাকে থামাবার জন্য, মিখাইলের ওর উপর বসে পড়তে হয়েছিল। নইলে আইরিশ লোকটাকে ভূত ভেবে হয়তো মেরেই ফেলত কামার।

এখন অপেক্ষা করার সময়। অপহরণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে রাশিয়ান মাফিয়া। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন আছে এই শিল্পের। প্রথমে পাঠাতে হয় চিঠি, অথবা এই ক্ষেত্রে ই-মেইল। এরপর অপহৃতের কাছের লোকজনকে টাকা জোগাড়ের জন্য কয়েক দিন সময় দিতে হবে। শেষে টাকার দাবী জানিয়ে মেইল পাঠাতে হবে।

এই মুহূর্তে, ওরা মিখাইলের লেলিন প্রসপেক্টের অ্যাপার্টমেন্টে আছে। ব্রাতভা'র ফোন করার কথা ওদেরকে। ভয়ে, বাইরে পর্যন্ত বেরোবার সাহস পাচ্ছে না ওরা। অবশ্য বাইরে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। কেবল তুষারপাত হলেই মুরমানস্ক শহরটা দেখতে যা একটু ভালো লাগে।

BanglaBook.org

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল কামার। অবিশ্বাস ঝরে পরছে লোকটার দেহ থেকে। 'লোকটা ক্যাভিয়ার চাইছে, বিশ্বাস করা যায়? দারুণ এক পেয়ালা স্ট্রোগানিনা দিলাম। কোথায় ধন্যবাদ জানাবে, তা না! ক্যাভিয়ার চায়!'

চোখ উল্টে ফেলল মিখাইল। 'কোমায় যখন ছিল, তখনই ভালো ছিলাম আমরা।'

নড করল কামার। 'বিছানার চাদর শক্ত, বালিশ ভালো না-মহারাজার জন্য অর্ডার দিয়ে যেন সব বানাতে হবে! ওকে যে চাদরে মুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছি না...'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, বেজে উঠল ফোন।

'ফোন এসেছে,' কামারের কাঁধে হাত রেখে আনন্দের সাথে বলল ভ্যাসিকিন। 'আমাদের দুঃখের দিন শেষ।' ফোন তুলে নিয়ে বলল, 'শুনছি।'

'আমি বলছি।' বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

'মিস্টার ব্রাত-'

'চুপ করো গর্দভ! ফোনে আমার নাম উচ্চারণ করো না!'

ঢোক গিলল মিখাইল, ভয়ে গলা শুকিয়ে এসেছে। যে লোকটা ফোন দিয়েছে, সে নিজের নিরপত্তা নিয়ে এতোই চিন্তিত যে এধরনের ফোন করার সময় গাড়িতে সারা শহর ঘুরতে থাকে!

'আমি দুঃখিত, বস।'

'দুঃখিত হওয়াই উচিৎ, বলল মাফিয়া বস। 'এখন শোন, কথা বলার দরকার নেই। ওই মুখ থেকে ভালো বা কাজের কিছু বের হয় না কখনও।'

চুপ করে রইল ভ্যাসিকিন।

'ফাউলরা চালাক, বলে চলল বস। 'আমার কোনও সন্দেহ নেই যে ওরা ই-মেইলটা ট্রেস করার চেষ্টায় আছে।'

'কিন্তু আমি তো গত মেইলটা-'

'তোমাকে কেবল কী করতে বললাম?'

'কথা না বলতে, মিস্টার ব্রা...স্যার।'

'তাহলে পটর পটর করছ কেন? টাকার দাবী জানিয়ে মেইল পাঠিয়ে দাও আর ফাউলকে জায়গামতো নিয়ে এসো, ড্রপ পয়েন্টে।'

মিখাইল সাদা হয়ে গেল। 'ড্রপ পয়েন্টে আনব?'

'হ্যাঁ, ড্রপ পয়েন্টে। ওখানে তোমাদেরকে কেউ খুঁজবে না।'

BanglaBook.org

'কিন্তু-'

'আবার পটর পটর করছ? মুখ বুজে আদেশ পালন করো। নইলে...'

'ঠিক আছে, বস।' বলল মিখাইল। 'আপনি যা বলেন।'

'এই তোমার সুযোগ। কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে, তোমার সামনে উন্নতি আর উন্নতি।'

হাসি ফুটে উঠল ভ্যাসিকিনের মুখে। এখনই দামী শ্যাম্পেন আর গাড়ির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

'যদি এই লোকটা আসলেই ফাউল ছেলেটার বাবা হয়, তাহলে টাকা দিয়ে দেবে সে। টাকা হাতে আসা মাত্র, দুজনকেই কোলার পানিতে ডুবিয়ে মারবে। ঝামেলা হলে ফোন দিও।'

'ঠিক আছে বস।'

'ওহ, আরেকটা কথা।'

'জ্বি?'

'আমাকে যেন ফোন করার দরকার না পরে।'

কেটে গেল ফোন। এমনভাবে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে রইল ভ্যাসিকিন, যেন হাতে সাপ ধরে আছে!

'কী বললেন?' জানতে চাইল কামার।

'শেষ মেইলটা পাঠাতে বলেছেন।'

চওড়া হাসি ফুটে উঠল কামারের চেহারায়। 'অসাধারণ। অবশেষে ব্যাপারটা শেষ হতে চলেছে।'

'মেইল পাঠাবার পর, লোকটাকে ড্রপ জোনে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

মিইয়ে গেল হাসিটা। 'কী? এখন?

'হ্যাঁ, এখন।'

ছোট ঘরটায় পায়চারী করা শুরু করল কামার। 'পাগলের মতো হয়ে যাবে কাজটা। ফাউল বাচ্চাটা খুব তাড়াহুড়ো করলেও, কয়েকদিনের আগে এখানে এসে পৌঁছাতে পারবে না। তাহলে দুই দিন ওই বিষাক্ত জায়গায় কাটাবার কোনও দরকার আছে আমাদের?'

ওর দিকে ফোন এগিয়ে দিল মিখাইল। 'চাইলে ওকে বলতে পার!'

সোফায় গা এলিয়ে দিল কামার, দুই হাতে মাথা আঁকড়ে ধরেছে। 'এর শেষ কোথায়?'

BanglaBook.org

প্রাচীন কালের ষোলো মেগাবাইট হার্ড ড্রাইভ সম্বলিত কম্পিউটারটা চালু করে দিল ভ্যাসিকিন। 'আমি জানি না,' আগে থেকে তৈরি করে রাখা মেইলটা পাঠাতে শুরু করল ও। 'কিন্তু যদি ব্রাতভা'র কথা না শুনি, তাহলে আমাদের কী হবে, তা ভালো করেই জানি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কামার। 'গিয়ে কিছুক্ষণ বন্দীকে বকাবকি করে আসি।'

'তাতে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হবে না?'

'না,' মেনে নিল কামার। 'কিন্তু আমার ভালো লাগবে।'

•

১৯৩

•

ইঙ্গ, আর্কটিক শাটল বন্দর

আর্কটিকের এই বন্দরটায় কখনওই ফেয়ারিদের খুব একটা ভীড় থাকত না। আইসবার্গ আর মেরু ভালুকদের দেখতে নিঃসন্দেহে ভালোই লাগে, তার জন্য ফুসফুসে তেজস্ক্রিয় বাতাস ভরার কোনও অর্থই হয় না।

মাত্র একটা বে এখনও কাজ করছে, শাটলটাকে ওখানেই ভেরাল হলি। বন্দরটাকে দেখে মনে হচ্ছে, দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত কোনও গুদামঘর যেন। একটা বয়সের ভারে জীর্ণ লকার থেকে ওভারকোট আর দস্তানা বের করে এনে, মানুষ দুজনকে দিল সে। 'পরে নাও, আদমজাত। বাইরে অনেক ঠাণ্ডা।'

আর্টেমিসকে দ্বিতীয়বার বলতে হলো না।

একটু দূর থেকেই বাটলারকে কোটটা ছুঁড়ে দিল হলি। হাসতে হাসতে বলল, 'বাটলার, তোমার গা থেকে দূর্গন্ধ বেরোচ্ছে!'

'তোমার তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক জেলের কর্ম।' কোটটা গায়ে গলাতে গলাতে বলল বাটলার। 'কিন্তু তোমার নিজেকে স্প্রে করার কী দরকার তা তো বুঝতে পারলাম না। তোমার স্যুটই তো যথেষ্ট। আবার কোটও পরছ?'

BanglaBook.org

'যেন কারও নজরে না পড়ে যাই, তাই কোটটা পড়লাম। আর স্প্রে'র কথা বলছ? আমাদের ঢাল চালু করলে, এই স্যুটগুলো কোনও কাজেই আসবে না। তেজস্ক্রিয়তা থামাব কীভাবে? তাই আজরাতের জন্য আমরা সবাই মানুষ।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল আর্টেমিস। ফেয়ারিরা যদি তাদের ঢাল ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে ওর বাবাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। পরিকল্পনাটাকে নতুন করে সাজাতে হবে তাকে।

'অনেক গল্প হয়েছে, গর্জে উঠলেন রুট। 'পাঁচ মিনিটের মাঝে রওনা দিব আমরা। সবার হাতে যেন অস্ত্র থাকে। ফাউল, তোমার হাতেও অস্ত্র দেখতে চাই।'

আর্টেমিস ছোট একটা পিস্তল বেছে নিল। 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, কমাণ্ডার। ম্যানরে যথেষ্ট পরিমাণ ফেয়ারি অস্ত্র আছে। আমি ওগুলো নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি।'

রাগে আরেকটু বেগুনি হয়ে গেলেন রুট। 'কার্ডবোর্ডের দিকে লেজার ছোঁড়া আর রক্ত মাংসের মানুষকে গুলি করার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে।'

শীতল হাসি হাসল আর্টেমিস। 'সব কিছু যদি পরিকল্পনা মোতাবেক চলে, তাহলে অস্ত্রের কোনও দরকারই পড়বে না। প্রথম ধাপটা একদম সহজ, আমরা ভ্যাসিকিনের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে নজরদারীর জন্য একটা পোষ্ট বানাব। সুযোগ পাওয়া মাত্র, বাটলার আমাদের রাশিয়ান বন্ধুকে ধরে নিয়ে আসবে। আপনাদের মেসমারের সাহায্যে লোকটাকে গান গাওয়ানো একদম সহজ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এরপর আমার পিতাকে উদ্ধার করা তো একদম পানি ভাত।'

মুখের উপর স্কার্ফটা টেনে নিলেন রুট। 'আর যদি পরিকল্পনা মোতাবেক কিছু না হয়?'

আর্টেমিসের ঠাণ্ডা চোখগুলোয় দৃঢ়তা দেখা গেল। 'তাহলে কমাণ্ডার, আমাদেরকে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

হলির মনে হলো, ওর পাকস্থলী যেন কেউ খামচে ধরেছে।

বন্দরটা মাটির প্রায় বিশ মিটার নিচে অবস্থিত। এলিভেটরে করে মাটির উপরে উঠে এল ওরা। আর্কটিকের রাতের আলোয় ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক আর তিনজন বাচ্চা হাঁটছে পথ ধরে। কব্জিতে লাগিয়ে রাখা জিপিএস লোকেটরের দিকে তাকাল হলি। 'আমরা এখন রোস্টা জেলায় আছি, কমাণ্ডার। মুরমানস্ক থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে।'

BanglaBook.org

'আবহাওয়ার ব্যাপার ফোয়েলি কী বলছে? শোন তো একটু।'

'যোগাযোগ করতে পারছি না, ম্যাগমা ফ্লেয়ার এখনও আছে। সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ডি'আরভিট!' গালি দিয়ে উঠলেন রুট। 'ভাগ্যের হাতেই তাহলে ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বাটলার, এসব ব্যাপারে তুমিই আমাদের মাঝে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তাই তুমিই সামনে থাকো। আর ক্যাপ্টেন শর্ট, তুমি পেছনে। যদি দরকার পরে, তাহলে যে কারও পশ্চাতদেশে পা ছোঁয়াতে দ্বিধা করো না!'

আর্টেমিসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল হলি। 'আমাকে দ্বিতীয় বলার দরকার নেই, স্যার।'

হালকা হাসি দেখা গেল রুটের চেহারাতেও।

চাঁদের আলোয় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগোল দলটা, থামল একদম রেলওয়ে লাইনের কাছে গিয়ে। লাইনের স্লিপার ধরে এগোনোটাই নিরাপদ, তাতে ডোবা বা খানা খন্দে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। খুব ধীর ওদের এগোবার গতি। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করছে ওদের পোশাকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে। কথা বলছে না কেউই, আর্কটিকের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ব্যাপারটা খুব একটা অস্বাভাবিক না।

নিরবতা ভাঙল হলি। অনেকক্ষণ ধরেই একটা চিন্তা ওর মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। 'আমাকে একটা কথা বলো তো, ফাউল। তোমার পিতা কি তোমার মতোই?'

এক মুহূর্তের জন্য পা ফেলতে যেন ভুলে গেল আর্টেমিস। 'অদ্ভুত একটা প্রশ্ন! কেন এই কথা মনে হলো?'

'তুমি আমাদের, মানে ফেয়ারিদের শত্রু বললেও অত্যুক্তি হবে না। যে লোকটাকে আমরা বাঁচাতে যাচ্ছি, সে-ও যদি তাই হয়?'

জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আর্টেমিস। 'তোমার দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, ক্যাপ্টেন। আমার বাবা, যদিও মাঝে মাঝে আইনের অন্য পাশে যাওয়া আসা করতেন, মানুষ হিসেবে ভদ্র ছিলেন। অন্য কোনও প্রানির ক্ষতি করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।'

প্রতিবার পা ফেলার সাথে সাথে, বিশ সেন্টিমিটার তুষারে ডুবে যাচ্ছে পা। কষ্ট করে পা তুলে হলি জানতে চাইল, 'তাহলে তোমার এই দশা হলো কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। মাথা না ঘুরিয়েই জবাব দিল, 'আমি...আমি ভুল করে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

ছেলেটার মাথার পেছন দিকটার দিকে তাকিয়ে রইল হলি। আসলেই কি মন থেকে কথাটা বলেছে সে? বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখন ওর কি করার কথা তা বুঝতে পারছে না। মাফ করে দেবে? নাকি প্রতিশোধ নেবে? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত কিছুই করবে না।

সংকীর্ণ একটা গিরিখাত ধরে এগোচ্ছে এখন ওরা, বাটলারের পরিবেশটা পছন্দ হলো না। ওর সৈনিক মন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। এক হাত তুলে পেছনের সবাইকে থামবার নির্দেশ দিল সে।

দ্রুত পা চালিয়ে দেহরক্ষীর পাশে এসে দাঁড়ালেন রুট।

'ঝামেলা?'

চোখ কুঁচকে তুষারাচ্ছন্ন মাঠের দিকে তাকাল বাটলার। 'হয়তো। এই জায়গা অ্যামবুশ করার জন্য একদম পারফেক্ট।'

'হুম। তবে কেউ যদি জানে যে আমরা আসছি, তবে না অ্যামবুশ করবে?'

'জানাটা কি একেবারে অসম্ভব?'

ঘোঁত করে উঠলেন রুট। তার নিঃশ্বাস মেঘ হয়ে কিছুক্ষণ ভেসে বেরাল বাতাসে। 'একেবারেই অসম্ভব। শ্যুট সবসময় খালিই থাকে। আর লেপ নিরাপত্তা বাহিনী দুনিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের দলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গবলিন।

আর্টেমিসের কলার আঁকড়ে ধরে ছেলেটাকে বাতাসে ছুঁড়ে দিল বাটলার, অন্য হাতে অস্ত্র উঠে এসেছে। 'মাথা নিচে নামিয়ে রাখ, আর্টেমিস। বেতন হালাল করার সময় এসেছে।'

মাথা তুষারের ভেতরে ঢোকান না থাকলে, উপযুক্ত জবাব দিত আর্টেমিস।

চারটা গবলিন ভেসে ভেসে আসছে ওদের দিকে। খুব দ্রুতই তিনশ মিটার উপরে উঠে গেল ওরা, নিজেদের লুকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাই করছে না। আক্রমণও করছে না, আবার পালাচ্ছেও না। উড়ছে শুধু।

'গবলিন,' আবার ঘোঁত করে উঠলেন রুট। কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন একটা নিউট্রিনো রাইফেল। 'এদের মতো গর্দভ আর কেউ হয় না। আমাদেরকে খুব সহজেই পেড়ে ফেলতে পারত!'

দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল বাটলার, গুলি ছোঁড়ার জন্য নিজেকে স্থির করে নিচ্ছে। 'আমরা কি ওদেরকে একদম কাছে আসার সুযোগ দেব, কমাণ্ডার?'

BanglaBook.org

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো,' বললেন তিনি। 'ক্যাপ্টেন শর্ট আর আমি ওদেরকে অজ্ঞান করার জন্য গুলি ছুঁড়ব। কারও মৃত্যুর দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

সিগ সয়্যারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল বাটলার। এতো দূরে অবশ্য জিনিসটা কাজেও আসবে না। হলি আর রুট নিজেদেরকে কীভাবে রক্ষা করে সেটাও দেখা দরকার। হাজার হলেও, সামনে ওদের হাতেই আর্টেমিসের জীবন নির্ভর করবে।

ওর নিজের জীবনটাও!

দুপাশে তাকাল বাটলার। হলি আর কমাণ্ডার একের পর এক ট্রিগার চেপেই চলছে। তবে কাজ হচ্ছে না কিছুই। একটা থেকেও গুলি বেরোচ্ছে না!

'আমি বুঝতে পারলাম না,' বিড়বিড় করলেন রুট। 'আমি নিজে এগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।'

স্বভাবতই, আর্টেমিস-ই প্রথম ধরতে পারল ব্যাপারটা। 'স্যাবোটাজ। এই জন্যই তাহলে বি-ওয়া-কেল-এর ব্যাটারি চালিত সফটনোজ অস্ত্র দরকার!'

কিন্তু কমাণ্ডারের ওর কথায় মন দেবার মতো সময় নেই, বাটলারেরও নেই। এখন সময় যুদ্ধে যাওয়ার। আর্কটিকের হালকা আলোয়, ওদেরকে আকাশ থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার কথা। সফটনোজ লেজার ওদের পায়ের কাছে আছড়ে পরে কথাটার সত্যতা জানাল।

হেলমেটের অপটিক্স চালু করল হলি, শত্রুরা যেন সাথে সাথে ওর চোখের সামনে চলে এল। 'ওদের অন্তত একজনের হাতে সফটনোজ লেজার আছে, স্যার। তা-ও লম্বা ব্যারেলের।'

'আমাদের জলদি কাভার দরকার!'

নড করল বাটলার। 'ওই যে, ওখানে। টিলার গা থেকে বরফের চাই বেরিয়ে আছে। ওটার নিচে যাওয়া যায়।'

দেহরক্ষী তার মনিবকে কলার ধরে আবারও বাতাসে ভাসিয়ে দিল, যেন আর্টেমিস কোনও বিড়ালের বাচ্চা। তুষারের মাঝে পথ করে নিয়ে আশ্রয়ের দিকে এগোল ওরা। হয়তো শত সহস্র বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই প্রবর্ধনটুকু। এখন জীবন আর মৃত্যুও মাঝে পার্থক্য করে দিতে পারে ওটা।

ভাগ্যের সহায়তা ছিল বলেই সম্ভবত ওরা সবাই কোনওক্রমে আশ্রয় নিতে পারল ওখানে। উপরের আড়ালটুকু যথেষ্টই পুরু। আশা করা যায়, প্রচলিত অস্ত্রের গোল-বর্ষণ সহ্য করতে পারবে।

BanglaBook.org

আর্টেমিসকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করল বাটলার, উপরের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না কিছু। হলি?'

নিরাপদ অবস্থান থেকে মাথাটা একটু বের করে আকাশের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন শর্ট।

'কী করছে গবলিনরা?'

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না হলি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'আশ্চর্যের ব্যাপার, মনে হচ্ছে...'

'কী মনে হচ্ছে?' জানতে চাইলেন রুট।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। আমার হেলমেটের অপটিক্স নষ্টই হয়ে গেল কিনা! দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ইচ্ছা করে আমাদের মাথার ওপরে গুলি করছে!'

দুজনের মধ্যে আর্টেমিসের বুদ্ধি বেশি হলেও, এসব ব্যাপারে বাটলারের মাথা বেশি দ্রুত চলে। 'ফাঁদ!' চিৎকার করে আবার আর্টেমিসের কলার আঁকড়ে ধরল ও। 'বেরোও! সবাই বেরোও!'

কথাটা মুখ থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, পঞ্চাশ টন ওজনের পাথর, বরফ আর তুষার আছড়ে পড়ল ওদের লুকাবার জায়গার উপরে!

তবুও ওরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়! বাটলার না থাকলে, সম্ভবত একজনও বেঁচে ফিরতে পারত না। আচমকা যেন হাজার দানবের শক্তি এসে ভর করল দেহরক্ষীর উপর। আর্টেমিস আর হলিকে আঁকড়ে ধরে এমনভাবে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, যেমন করে কোনও পুকুরের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়া হয় পাথর। ভ্রমণের পদ্ধতি হিসেবে খুব একটা আরামদায়ক না হলেও, এই কাজটাই জান বাঁচাল ওদের। ওদের পেছনে হাচরে পাচড়ে ওঠার প্রয়াস পেচ্ছে বাটলার আর রুট, পিচ্ছিল তুষারে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে ওদের। বাতাস তুষারে ভারী হয়ে আছে। পাথর আর বরফের পুরু চাই গরাদের মতো আটকে ফেলেছে বাটলার আর রুটকে।

হলি প্রায় সাথে সাথেই উঠে দাঁড়িয়েছে, কমাণ্ডারের দিকে দৌড়ে গেল সে। কিন্তু লাভ কী?

'পেছাও, ক্যাপ্টেন।' নিজের হেলমেট মাইকে আদেশ দিলেন রুট। 'এটা আমার আদেশ!'

'কমাণ্ডার,' দীর্ঘশ্বাস নিল হলি। 'আপনি বেঁচে আছেন?'

BanglaBook.org

'জানি না কীভাবে, কিন্তু আছি।' উত্তরে বললেন তিনি। 'বাটলার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, আমরা নড়াচড়ার করার অবস্থায় নেই। জঞ্জালগুলো না থাকলে, প্রবর্ধনটা আমাদের উপর আছড়ে পড়ত। যদি ওগুলোকে সরাতে যাই...'

আটকা পড়লেও, বেঁচে আছে ওরা-ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হলি। ওদেরকে বাঁচাবার জন্য পরিকল্পনা দরকার। দ্রুত।

নিজেকে একদম শান্ত মনে হলো হলির। বিপদের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রাখার এই বৈশিষ্ট্যটাই ওকে অন্য সব ফিল্ড এজেন্টের থেকে আলাদা করেছে। সাধারণত দেখা যায় বিপদ যত ঘনিয়ে আসে, ততোই উদ্ধারের একমাত্র পথটা পরিষ্কার হয়ে আসে ক্যাপ্টেনের সামনে। হেলমেটের মাইকে কথা বলে উঠল হলি, 'কমাণ্ডার, বাটলারের মুনবেল্টটা খুলে, নিজেদেরকে বেঁধে নিন ওটার সাথে। আমি আপনাদেরকে টেনে বের করব।'

'রজার, হলি। তোমার কি কোনও পিটন দরকার?'

'দিতে পারলে তো ভালোই হয়।'

'দাঁড়াও।'

কিছুক্ষণের মাথেই একটা পিটন গরাদের পেছন থেকে বেরিয়ে এল, হলির বুট থেকে মাত্র এক ফুট দূরে এসে পড়ল ওটা। সেই পিটনের সাথে একটা কর্ডও লাগান আছে!

হলি নিজের বেল্টের সাথে বেঁধে নিল পিটনসহ কর্ডটা। এরমাঝে আর্টেমিসও উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।

'পরিকল্পনা একদম হাস্যকর।' কোটের হাতা থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে। 'দুজনের একত্রিত ওজন অনেক বেশি। যথেষ্ট জোরে টানতে না পারলে, ওই বরফের চাঁই ভেদ করে ওদেরকে বের করে আনতে পারবে না। উল্টো ওদের থেঁতলে মরার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তোমাকে কে বলল যে আমি ওদেরকে টেনে বের করব?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল হলি।

'তাহলে কে করবে?'

ক্যাপ্টেন শর্ট রেল লাইনের দিকে ইঙ্গিত করল। লাইন ধরে একটা সবুজ ট্রেন ওদের দিকেই আসছে। 'ওটা করবে।'

আর তিনজন গবলিন বাকি আছে এখনও। ওদের নাম-ডি'নাল, আয়মন আর নাইল। সদ্য খালি হওয়া লেফটেন্যান্টের পদের দিকে নজর তিনজনেরই।

BanglaBook.org

একেবারে সদ্যই খালি হয়েছে পদটা। লেফটেন্যান্ট পোল বরফ ধ্বসের একটু বেশিই কাছে চলে গিয়েছিল। পাঁচ শত কিলোমিটার ওজনের একটা বরফের চাঁই তাকে বাধ্য করেছে পদত্যাগ করতে।

তিনশ মিটার উপরে উড়ছে ওরা। গবলিনরা আসলে একে অন্যেও প্রতি তেমন টান অনুভব করে না। বি-ওয়া-কেল-এর ভেতরে যে চোগলখোরি, গালাগালি আর রাজনীতি চলে, তাতে কারও সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকাই ভালো।

'কী মনে হয়?' জানতে চাইল ডি'নাল। গবলিনদের মাঝে তুলনামূলকভাবে সে-ই বেশি সুন্দর। 'নিচে যাবার সময় এসেছে না আসেনি?'

আয়মন ঘোঁত করে উঠল। 'তুমি যাও না কেন? গিয়ে বিশালদেহী লোকটার গালে একটা চুমো খেয়ে আসো! আমাদেরকে বোকা ভেবেছ?'

'বিশালদেহী মরে গেছে, আমি নিজে গুলি করেছি।'

'আমার গুলিতেই বরফ ধ্বস নেমেছে,' আপত্তি জানাল নাইল। দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য সে। 'তুমি সবসময় আমার কাজকে নিজের কাজ বলে চালিয়ে দাও!'

'কী এমন কাজ করলে তুমি? ব্যাপারটা দূর্ঘটনা ছিল।'

'রাবিশ,' নাইল খেপে গেল। 'বাজে কথা বলো না তো!'

আয়মন ওদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। 'অনেক হয়েছে, ঠাণ্ডা হও এবার। এখন কয়েকটা গুলি ছুঁড়লেই কাজ হয়ে যাবে।'

'অসাধারণ পরিকল্পনা, আইনস্টাইন।' বিদ্রুপ করে বলল ডি'নাল। 'তবে কাজ হবে না।'

'কেন হবে না?'

ডি'নাল নিচের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কেননা ওরা ওই ট্রেনে চড়ছে!'

BanglaBook.org

উত্তর থেকে কু ঝিক-ঝিক করতে করতে এগিয়ে আসছে চারটা সবুজ ক্যারিজ। দাদার আমলের একটা ডিজেল ইঞ্জিন অনেক কষ্টে টেনে আনছে ওগুলোকে।

মুক্তি, ভাবল হলি। ওই ভারী বাহনটাকে নিজের কাজে লাগাবে, ভাবতেই পেটের ভেতর প্রজাপতির নাচন টের পেল। কিন্তু না! আর কোনও উপায়-ই যে নেই!

'মায়াক কেমিক্যাল ট্রেন মনে হচ্ছে।' বলল আর্টেমিস।

ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল হলি। আর্টেমিসকে স্বাভাবিকের চাইতে বেশি সাদা বলে মনে হচ্ছে। 'কী?'

'দুনিয়ার সব আবহাওয়া প্রেমি এর নাম দিয়েছে সবুজ দানো। ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়া রি-সাইকেল করার জন্য মায়াক কেমিক্যালের কাছে পৌঁছে দেয়। একজন মাত্র ড্রাইভার থাকে পুরো ট্রেনে, কোনও গার্ড থাকে না। ওই বাহনটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের চাইতেও বেশি তেজস্ক্রিয়!'

'তুমি এসব কীভাবে জানলে?'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। 'এসবের খোঁজ খবর রাখতে ভালো লাগে আমার। তেজস্ক্রিয়তা এখন এক বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এতোক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল হলি। ইউরেনিয়ামের তেজক্রিয়তা ওর গায়ে লাগানো জেল একটু একটু করে খেয়ে নিচ্ছে। ওই ট্রেন বিষে ভরা। কিন্তু কমাণ্ডারকে বাঁচাবার আর কোনও উপায়ও নেই!

'ভালো, খুব ভালো!' বিড়বিড় করে বলল হলি।

কাছে চলে এসেছে ট্রেনটা। ঘণ্টায় মোটামুটি দশ কিলোমিটার হবে গতি। একা হলে, ট্রেনে ওঠাটা হলির জন্য কোনও ব্যাপার-ই ছিল না। কিন্তু কমাণ্ডার, বাটলার আর আর্টেমিসের মতো তিনজনকে নিয়ে ওঠা...খবর আছে লেপ ক্যাপ্টেনের।

এক সেকেণ্ড নষ্ট করে গবলিনদের অবস্থা একবার দেখে নিল সে। এখনও তিনশ মিটার উপরেই আছে ওরা। গবলিনরা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি একদম সামাল দিতে পারে না। আরও মিনিট দুয়েক সম্ভবত ওভাবেই চুপচাপ উড়তে থাকবে। পতিত সহযোদ্ধার পরিণতির কথা ভেবে আরও হয়তো মিনিট দুয়েক নষ্ট করবে।

ক্যারিজগুলো থেকে বের হতে থাকা তেজস্ক্রিয়তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। জেল তো আর সারা দেহের প্রতিটা ইঞ্চিতে লাগাতে পারেনি, তাই খালি জায়গাগুলোয় ক্ষতি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আর কয়েক মিনিট হয়তো ওর জাদু ওকে রক্ষা করতে পারবে। তারপর যে কী হবে, খোদা মালুম!

ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন। কমাণ্ডারকে বাঁচাতেই হবে...ওখান থেকে জীবিত বের করে আনতে হবে। বি-ওয়া-কেল যদি সাহস জুগিয়ে এখানে ওদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে, তাহলে নিচে যে কী করছে তা সহজেই

BanglaBook.org

অনুমেয়। সেই সমস্যা সমাধান করতে হলে, রুটকে লাগবেই লাগবে। তাই হলি আর্টেমিসের দিকে ফিরল।

'কান খুলে শোন, আদমজাত। আমরা মাত্র একবারই সুযোগ পাব। আঁকড়ে ধরো।'

অনেক চেষ্টা করেও, কেঁপে ওঠা থেকে নিজেকে থামাতে পারল না আর্টেমিস।

'ভয় পেও না, আর্টেমিস। আমরা পারব।'

আর্টেমিসের দাঁত ঠকঠক করছে। 'ঠাণ্ডা অনেক, হলি। আমরা, মানুষেরা ঠাণ্ডায় কাঁপি!'

'এই তো চাই, বলেই দৌড়াতে শুরু করল লেপ ক্যাপ্টেন। কমাণ্ডারের ছুঁড়ে দেয়া পিটনে লেগে থাকা তার আস্তে আস্তে সোজা হতে শুরু করেছে। বড়শির তারের মতো চিকন আর হালকা হলেও, দুটো হাতিকে এই দড়ি দিয়ে উপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়া সম্ভব। আর্টেমিসও যতোটা দ্রুত সম্ভব, হলির পেছনে দৌড়াবার প্রয়াস পেল।

কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, তাল মেলাতে পারছে না ও। হিমশিম খাচ্ছে। এসব কায়িক পরিশ্রম ওর জন্য না। আর্টেমিস কোনও যোদ্ধা নয়, ও একজন পরিকল্পনাকারী। এসব ঝামেলা সাধারণত বাটলার-ই সামলায়। কিন্তু এখন ঝামেলা সামলাবার জন্য বাটলার নেই। যদি ওরা ট্রেনে উঠতে না পারে, তাহলে আর কোনওদিন থাকবেও না।

হাঁপাতে শুরু করল আর্টেমিস, চোখের সামনে বার বার দম নেয়া বাতাস বাঁধার সৃষ্টি করছে। ট্রেনটা ওদের একদম কাছে চলে এসেছে।

'দ্বিতীয় ক্যারিজটায়, দেখাল হলি। 'ওখানেই উঠতে হবে, সাবধানে।'

ট্রেনের দিকে তাকাল আর্টেমিস, আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। সম্ভব কী? পারবে ও লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠতে? ক্যারিজের স্টিল নির্মিত দরজার ঠিক নিচেই সরু একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। কষ্টে সৃষ্টে হয়তো কেউ ওখানে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু লাফিয়ে উঠতে পারবে কী?

হলি খুব আরামের সাথেই পারল। ক্যারিজের দরজার সাথে লাগিয়ে দিলে নিজের দেহকে। এমন আয়াসের সাথে কাজটা করল, যে আর্টেমিসের মনে হলো মেয়েটা মায়ের পেট থেকে বের হয়ার পর থেকেই লাফিয়ে ট্রেনে চড়েছে! 'ফাউল,' চিৎকার করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল হলি। 'লাফ দাও!'

BanglaBook.org

চেষ্টা করল আর্টেমিস। আসলেই করল। কিন্তু পায়ের লোফার বদমাশটা যদি বরফের সাথে আটকে যায়, তাহলে আর ওর করার কী আছে? সামনের দিকে হোঁচট খেয়ে পড়ল সে, বিস্ফোরিত চোখে ট্রেনের চাকার দিকে তাকিয়ে আছে। এগিয়ে আসছে বীভৎস মৃত্যু।

'কিচ্ছু হবে না একে দিয়ে,' বিড়বিড় করল হলি। তবে হাত বাড়িয়ে অপছন্দের মানুষকে আঁকড়ে ধরতে ভুল করল না। একদম শেষ মুহূর্তে উপরে উঠে এল আর্টেমিস, বাড়ি খেল দরজার সাথে।

পিটনের কর্ডটা বার বার ক্যারিজের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে। সম্ভবত আর কয়েক সেকেণ্ডের মাঝেই হলিকে ট্রেন থেকে নেমে পড়তে হবে! ব্যাপারটাকে ঠেকাবার জন্যই যেন লেপ ক্যাপ্টেন উন্মত্তের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রুট আর বাটলারের ওজন মুনবেল্টের কারণে অনেকটাই কম হবার কথা। তারপরও যখন টানটা আসবে, তখন নিজের ভারসাম্য রাখতে না পারলে আর শক্ত কোনও জায়গা আঁকড়ে না ধরতে পারলে, ট্রেন থেকে পড়ে যেতে হবে ওকে। আর তা হলে যে কী হবে, তা ভাবতেই শিহরিয়ে উঠল বেচারি।

ক্যারিজের ছাদ থেকে বেরিয়ে থাকা মইয়ের দুই ধাপের মাঝে হাত ঢুকিয়ে দিল হলি। আচমকা লক্ষ্য করল, ওর স্যুটের ছেঁড়া জায়গা গুলোতে নীল স্ফুলিঙ্গ ঘোরাফেরা করছে। তেজস্ক্রিয়তাকে বাঁধা দিচ্ছে ওর জাদু। কিন্তু কতক্ষণ পারবে? মনে হয় না ভাণ্ডারে আর খুব বেশি বাকি আছে! যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শিষ্ঠাচার পুরো করতে হবে ওকে।

হলি ভাবছিল, তারটাকে একটা ধাপে লাগিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগেই এল টানটা, আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ত ও। অনেক কষ্টে ধাপটাকে জড়িয়ে রইল, মনে হচ্ছিল কাঁধ থেকে যেন হাতটা ছিঁড়ে আসবে। সময় যেন আচমকা রাবারের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে, একেক সেকেণ্ডকে মনে হচ্ছে একেক ঘণ্টা। যখন মনে হচ্ছিল আর পারবে না, ঠিক তখনই বরফের কবরখানা থেকে বেরিয়ে এল বাটলার আর রুট।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, আরও দুটো দেহ ট্রেনের পাশ থেকে ঝুলছে। মুনবেল্টের কারিশমার কারণে বাতাসে উড়ছে দুজন, কিন্তু বেশিক্ষণ কাজ করবে না বেল্টটা। সেক্ষেত্রে ট্রেনের চাকার নিচে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না!

আর্টেমিস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আমি কী করতে পারি?'

BanglaBook.org

কাঁধের একটা পকেটের দিকে ইঙ্গিত করল এলফ। 'ওখানে একটা ছোট ভায়াল আছে। বের করো।'

নির্দেশ পালন করল আর্টেমিস! 'করেছি।'

'ভালো, এখন উপরে উঠে দরজাটা খুলে ফেল।'

হাঁ হয়ে গেল আর্টেমিসের মুখ, 'উপরে উঠে...?'

'হ্যাঁ, এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দরজা খুলে বাটলার আর কমাণ্ডারকে ভেতরে নিয়ে আসতে হবে। দুই কিলোমিটার দূরে একটা বাঁক আছে। ট্রেন যদি এক বিন্দু গতি কমায়, তাহলে আর ওদেরকে দেখতে হবে না।'

নড করল আর্টেমিস। 'ভায়ালটা কেন?'

'ওর ভেতরে অ্যাসিড আছে। তালাটা খোলার কাজে লাগবে। শুধু মুখ ঢেকে ভেতরে ভায়ালের পুরোটা ঢেলে দিলেই হবে। সাবধানে, তোমার গায়ে যেন না লাগে।'

পুরো আলাপচারিতা মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হলেও, পরিস্থিতির খাতিরে সময়টাকে একটু বেশিই বলতে হবে। এখন প্রতিটা মুহূর্ত অনেক বেশি দামী। আর্টেমিস বিদায় জানাবার জন্য আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চায় না।

এতোক্ষণ কীভাবে যেন হলির পাশেই ছিল ও, একটা ধাপকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছিল। এখন নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল। বাতাস প্রতি মুহূর্ত শুকনো ছেলেটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ঠাণ্ডা আবহাওয়াও করছে বিরুদ্ধচারণ। বাতাসে উড়ছে বরফের কুঁচি, ওর চেহারায় এসে আঘাত হানছে। তবুও কাঁপতে থাকা দাঁত দিয়ে টেনে হাত থেকে দস্তানা খুলল আর্টেমিস। ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে মরার চাইতে, ফ্রস্ট বাইটে দুয়েকটা আঙুল হারানো ভালো।

একটা একটা করে ধাপ পার হচ্ছে ছেলেটা। অবশেষে, জানে না কতক্ষণ পর...একদম উপরে উঠে এল ওর মাথা। এতোক্ষণ কিছুটা আড়াল ছিল, এখন আর তা-ও রইল না। পিটপিট করে থাকাল আর্টেমিস। ওই যে, ক্যারিজের ছাদের মাথায়...একটা স্কাইলাইট দেখা যাচ্ছে। স্কাইলাইটটা গরাদ দেয়া, মাঝখানে বড়সড় একটা তালা ঝুলছে। এখানে শক্তি খাটিয়ে কাজ হবে না। এমনকী কোনও গণ্ডারও মনে হয় না কিছু করতে পারবে। মাথা খাটাতে হবে, ভাবল আর্টেমিস। গতি আর জড়তাকে কাজে লাগাতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে কাজটা খুব একটা কঠিন না।

BanglaBook.org

ক্যারিজের সামনের রিম ধরে এগোল আর্টেমিস। হাত দুটো কাজে আসতে চাইতে না। বিগত কয়েক মাসে নিজের মোবাইল ফোন ছাড়া অন্য কিছু হাতে ধরেনি ও। যদি বিশ মিনিটে প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্যটা লিখে দিতে বলা হয়, তাহলে আর্টেমিস হাসতে হাসতেই কাজটা করে ফেলবে। কিন্তু হাতের শক্তি ব্যবহার করে কিছু করা? অসম্ভব! এই ঝড়ের মাঝে একদম মরা কাঠের মতো পড়ে থাকা ছাড়া আর্টেমিসের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই।

নিজেকে সামলে নিল আর্টেমিস। অ্যাসিডের ভায়ালটা পকেট থেকে বের করে, দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ছিপি খুলল। অ্যাসিডের কয়েকটা ফোঁটা উড়ে গেল ওর চোখের পাশ দিয়ে। কিন্তু এখন আর ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। অনেক কষ্টে তালাটার ছিদ্রে দু ফোঁটা অ্যাসিড ঢালল ও। এতেই কাজ হয়ে যাবার কথা।

সাথে সাথে দেখা গেল ভানুমতির খেল। অ্যাসিডটা এমনভাবে তালা গলিয়ে ফেলল, যেন মাখনের ভেতর ধারাল ছুরি চালানো হয়েছে। ফেয়ারি প্রযুক্তি! দুনিয়াতে...নাহ, ভুল হলো। দুনিয়ার নিচে এরচেয়ে ভালো আর কিছু নেই।

ঝট করে খুলে গেল তালাটা। অনেক কষ্টে স্কাইলাইট দিয়ে নিজ দেহকে গলিয়ে দিল আর্টেমিস। ক্যারিজের ভেতরে যে একগাদা ব্যারেল ছিল, তা টেরই পায়নি। এক্ষণে আছড়ে পড়ল ওগুলোর উপরে।

মুখ তুলে তাকিয়েই দেখে, প্রতিটা ব্যারেলের গায়ে তেজস্ক্রিয়তার সেই ভীতিপ্রদ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তাও কপাল ভালো, সীল করা আছে ওগুলো।

হাচরে পাচড়ে দরজার কাছে চলে এল আর্টেমিস, ক্যাপ্টেন শার্ক কি এখনও ওখানে আছে? নাকি পুরো ট্রেনে ওদের দলের একমাত্র ও-ই আছে এই মুহূর্তে। নিজেকে একা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো ছেলেটার।

'ফাউল! দরজা খোল!' হলির চিৎকার শুনে সম্বিত ফিরল ওর।

যাক, একা নয় আর্টেমিস!

কালক্ষেপণ না করে, ক্যারিজের ছিটকিনিতে বাকি অ্যাসিডটুকু ঢেলে দিল আর্টেমিস। আবারও ফেয়ারি প্রযুক্ত মুগ্ধ করল ওকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল, লিকলিকে ছেলেটা ক্যারিজের দরজা টেনে খুলে ফেলেছে।

দরজার ওপাশে কোনওক্রমে টিকে আছে হলি, চেহারা লাল হয়ে আছে। পরিশ্রম তো আছেই, সেই সাথে তেজস্ক্রিয়তা-রোধী জেলের সাথে বিকিরণের বিক্রিয়াও আছে।

BanglaBook.org

মেয়ে এলফটার কোমরের ব্যাণ্ড আঁকড়ে ধরল আর্টেমিস। 'রেডি?'

নড করল হলি, কথা বলার মতো শক্তি পাচ্ছে না।

আঙুলগুলোকে আদেশ করল আর্টেমিস, আমাকে হতাশ করো না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে, ঘরেই একটা জিম বানিয়ে নেবে।

'এক,'

বাঁকটা একদম কাছে চলে এসেছে। এখুনি ট্রেন তার গতি কমানো শুরু করবে।

'দুই,'

ক্যাপ্টেন শর্টের মনে হচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে।

'তিন!'

বলার সাথে সাথে পাটকাঠির মতো সরু হাতে যতটা শক্তি ধরে, ততটা শক্তিতে টান দিল আর্টেমিস। এদিকে হলি চোখ বন্ধ করে মই ছেড়ে দিয়েছে। ভাবতেই অবাক লাগে, আর্টেমিসের হাতে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছে লেপ-এর ক্যাপ্টেন হলি শর্ট!

তবে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। হাতটা দেখতে পাটকাঠির মতো হলেও, সেই হাতের পরিচালনাকারী মাথাটা পদার্থ বিজ্ঞানের নানা সূত্র দিয়ে ভর্তি। ট্রেনের গতি; হলি, বাটলার আর রুটের সম্ভাব্য ওজন; ট্রেনের জড়তা ইত্যাদি হিসাব করে টান দিল আর্টেমিস। কিন্তু প্রকৃতি মাঝে মাঝেই এমন কিছু সমস্যা সামনে এনে দাঁড় করায়, যেগুলো হিসেবের বাইরে। এক্ষেত্রে সেটা হলো লাইনের দুই পাতের মাঝে হালকা ফাঁক। ট্রেন উল্টে যাওয়ার মতো না হলেও, ঝাঁকি খাবার মতো তো অবশ্যই।

পুরো ক্যারিজটা কেঁপে উঠল সাথে সাথে। কিন্তু আর্টেমিসের মনে হলো, হলি আস্তই আছে। ছেলেটা একেবারে নিশ্চিত নয়, যেহেতু এলফ মেয়েটা দেহ ওর গায়ের উপরে উঠে আছে প্রায়। মেয়েটার গায়ের ধাক্কায় দুজনেই উড়ে আছড়ে পড়েছে ক্যারিজের অন্য মাথায়। দেখে তো ক্যাপ্টেনকে আস্ত বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত কাঁধের সাথে মাথাটা তো লেগে আছে। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে বলে নড়ছে না।

আর্টেমিস বুঝতে পারছিল, সে নিজেও অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মেঝেতে আছড়ে পড়ল হলি, ওর দেহের উপর আর্টেমিস।

BanglaBook.org

ব্যাপারটার আসল গুরুত্ব অনেক বেশি। হলি যখন অজ্ঞান হয়, তখন ওর জাদু নিজে থেকেই কাজ করতে শুরু করে। তারচেয়ে বড় কথা নিয়ন্ত্রণহীন জাদু, বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত হয়। হলির বাঁ হাতটা আর্টেমিসের চেহারাকে স্পর্শ করল। ব্যাপারটা ফাউলের জন্য ভালো হলেও, হলির জন্য খুব একটা ভালো না। কেননা জাদুর পুরোটাই হলির নিজের জন্য দরকার।

ওর দেহের সবটা ট্রেনের ক্যারিজে প্রবেশ করতে পারেনি!

কমাণ্ডার রুট যখন তার পিটনে লাগান তারটা গুটিয়ে আনার প্রয়াস পেলেন, ঠিক তখনই তার চোখে একটা আঙুল এসে আঘাত হানল!

দরজার সাথে আঘাত খেয়ে কেটে আলাদা হয়ে গিয়েছে হলির আঙুল!

ডি'নাল নামক গবলিনটা তার টিউনিক থেকে একটা ছোট আয়না বের করে আনল, দেহের আঁশগুলো মসৃণ আছে কিনা তা দেখার প্রয়াস পাচ্ছে।

'কোবোই কোম্পানীর এই পাখাগুলো দারুণ। রেখে দিতে পারব?'

আয়মন ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। অবশ্য বলে না দিলে কেউ তা টের-ই পাবে না। গবলিনদের চেহারায় অনুভূতির ছাপ খুব একটা পরে না। 'চুপ করো, রক্ত গরম! বোকা! গাধা!'

গরম রক্ত! বি-ওয়া-কেল-এর জন্য এরচেয়ে বড় অপমান আর হয় না।

গর্জে উঠল ডি'নাল। 'সাবধান হয়ে যাও বন্ধু, নইলে টেনে জিভ ছিঁড়ে ফেলব।'

'ওই এলফগুলো পালালে, তোমার আমার কারোই মুখে জিভ থাকবে না!' বিদ্রুপ করে জবাব দিল আয়মন।

কথা সত্য, গবলিন জেনারেলরা ব্যর্থতা সহ্য করেন না।

'তাহলে এখন আমরা কী করব? এই দলের মাঝে আমি সবচেয়ে সুদর্শন। তার মানে, তুমিই এর মাসলম্যান।'

'ট্রেনটায় গিয়ে নামব,' মাঝখান থেকে বলে উঠল নাইল। 'সহজ।'

পাখাগুলোকে ঠিক করে নিল ডি'নাল।

BanglaBook.org

'গাধা,' খেপে উঠল ও। 'ওই ট্রেনটা তেজস্ক্রিয় পদার্থবাহী! বুঝতে পারছ না? একটা গুলি জায়গামতো গিয়ে লাখলেই, সবার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।'

'যুক্তি আছে তোমার কোথায়, মেনে নিল নাইল। 'দেখে যেমন গর্দভ মনে হয়, অতোটা গর্দভ তুমি নও দেখছি!'

'ধন্যবাদ।'

'ওয়েলকাম।'

দেড়শ মিটার উচ্চতায় নেমে এল আয়মন। হাত নিশপিশ করছে গবলিনটার। একটা গুলি করে চাইলেই উড়িয়ে দেয়া যায় ক্যারিজের সাথে ঝুলে থাকা এলফটাকে। আরেকটা গুলি করে আদমজাতটার ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু ঝুঁকিটা একটু বেশিই হয়ে যায়।

'কান খুলে শোন,' বলল সে। 'একবারই বলব পরিকল্পনাটা। ক্যারিজে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় দ্রব্য আছে, তাতে সম্ভবত আমাদের শিকার এমনিতেই মরে যাবে। আপাতত ট্রেনটাকে অনুসরণ করব আমরা। ওরা মারা গেলে, ফিরে গিয়ে তা জেনারেলকে জানাব।'

ডি'নাল ওর পাশে নেমে এল। 'আমরা কাছে গিয়ে লাশ দেখে আসব!'

'আরে না গাধা!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল আয়মন। 'কাছে গিয়ে চোখ গলে পরার ঝুঁকি নিতে চাই না!'

'ওহ।'

'যাই হোক, পরিকল্পনাটা বুঝতে পেরেছ?'

'একদম পরিষ্কার।' বলল নাইল, এরিমাঝে হাতে সফটনোজ হ্যাণ্ডগানটা উঠে এসেছে। পেছন থেকে তার সহযোদ্ধাদের গুলি করল। একদম টের পায়নি ওই দুজন। তুষার ঢাকা মাটিতে আছড়ে পড়ার আগ পর্যন্ত দেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল গবলিন। কয়েক মিনিটের মাঝেই দেহগুলো বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। এরপর কেয়ামতের আগে কেউ ওগুলো দেখতে পাবে না।

অস্ত্র ঢুকিয়ে রেখে মুচকি হাসল নাইল, ফেরার পথ ধরল।

বি-ওয়া-কেল-এর নতুন লেফটেন্যান্ট! মন্দ না পদটা!

BanglaBook.org

অধ্যায় নয়ঃ কোথায় স্বর্গ? এ যে নরক!

অপারেশন বুথ, পুলিশ পয়াজা

লেপ মেইনফ্রেমের সামনে বসে রয়েছে ফোয়েলি, নতুন একটা সার্চ চালাবার জন্য কাজে লাগিয়েছে কম্পিউটারটাকে। সেটার ফলাফলের জন্যই অপেক্ষা করছে। গবলিনদের ওই শাটলটা ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখার পর, একটা পূর্নাঙ্গ আর একটা অপূর্নাঙ্গ হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। পূর্ণাঙ্গটা ওর নিজের হাতের, যেহেতু ও নিজে পুরো শাটলটায় অনুসন্ধান করেছে, তাই এমনটা অস্বাভাবিক না। তবে অপূর্নাঙ্গটা সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকের। হয়তো এটা কার তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে না, কিন্তু নিরাপরাধ ফেয়ারিদের বাদ দেয়ার জন্য যথেষ্ট। বাকি নামগুলো নিয়ে মেলাতে হবে কারা কারা শাটলের অংশ কিনতে বা জোগাড় করতে পারে, তার সাথে। তাহলে তালিকাটা আরও ছোট হয়ে আসবে। সন্তুষ্টির সাথে লেজ নাড়াল সেন্টর। কাজটা আসলেই জিনিয়াসের মতো হয়েছে, অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

এই মুহূর্তে সেই কাজটাই করছে কম্পিউটার। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। হলির দলটা থেকেও কোনও খবর আসেনি এখন পর্যন্ত। অস্বাভবিক...অস্বাভাবিক আর কাকতালীয়ও বটে।

পরিচিত একটা কণ্ঠের আওয়াজ শুনে, চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ফোয়েলির।

'অনুসন্ধান সমাপ্ত।' বলল কম্পিউটার। ফোয়েলির নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা কথাগুলোই বলল। 'তিনশ ছিচল্লিশটা নাম বাদ পড়েছে। আর চল্লিশটা বাকি আছে।'

চল্লিশ! খারাপ না। এই কজনের সাক্ষাৎকার নেয়াটা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না। রেটিমেজারটা আরও কয়েকবার কাজেও লাগানো যাবে। তবে চাইলে তালিকাটা আরও একটু কমানো যায়।

'কম্পিউটার, তৃতীয় মাত্রার ক্লিয়ারেন্স আছে, এমন সব নামের সাথে মিলিয়ে দেখ।' এতে করে শাটল রিসাইকেল করে, এমন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

'আদেশ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।'

BanglaBook.org

কম্পিউটারটা এমনভাবে প্রোগ্রাম করা, যেন ফোয়েলি বাদে আর কারও আদেশ সে গ্রহণই করবে না! নিরাপত্তার আরেকটা ধাপ হিসেবে, পুরো প্রোগ্রামিং আর ভেতরের সব ফাইল অনেক প্রাচীন এক ভাষার উপর ভিত্তি করে লিখেছেঃ সেন্টরিয়ান!

সেন্টররা জন্মগতভাবেই একটু ছিটগ্রস্ত। কারণও আছে তার, সারা বিশ্বে এখন মাত্র আর একশ জন সেন্টর বেঁচে আছে। আদমজাত তো ওদের আত্মীয়, ইউনিকর্নদের একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। এই একশ জনের মাঝে খুব বেশি হলে ছয়জন এখনও এই ভাষায় কথা বলতে পারে।

সেন্টরিয়ান সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর একটি। প্রায় দশ হাজার বছর আগের কথা, যখন আদমজাত ফেয়ারিদের খুন করা শুরু করেছিল, তখনও ভাষাটা ছিল অনেক প্রাচীন। স্ক্রোল অফ ক্যাপালা, সেন্টরিয়ান ভাষায় লিখিত, এখনও টিকে থাকা একমাত্র লিপির প্রথম প্যারাটাই এমনঃ

ও হে ফেয়ারিরা, শুনে হও স্তব্ধ,
পৃথিবীতে শুরুম্ন হচ্ছে আদমজাতের অব্দ।
তাই লুকাও, ফেয়ারি: চলে যাও পাতালে,
ঘর বানাও ওখানে, থাক দুধে-ভাতে।

সেন্টররা তাদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত, কাব্য প্রতিভার জন্য নয়। কিন্তু এখনও ফোয়েলির মনে হয়, লেখাটা যেন ওর হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে! শত শত বছর আগের সেই সতর্কবাণীটা এখনও যথার্থ।

গাজেন বুথের সিকিউরিটি গ্লাসে নক করল। যদিও গাজেনের ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই, তবুও কাঁচের দরজাটা খুলে দিল ফোয়েলি। প্রাক্তন কমাণ্ডারকে বিদ্রুপ করার কোনও সুযোগ সে হারাতে চায় না। রুটকে সরিয়ে নিজে লেপ প্রধান হতে চেয়েছিল লোকটা। কিন্তু ব্যর্থ গাজেনের পদাবনতি হয়েছে। বর্তমানে সে এখন একজন লেফটেন্যান্ট। রাজনৈতিক যোগাযোগ না থাকলে, বের করেই দেয়া হতো তাকে। কে জানে, সেটাই হয়তো ভালো হতো। তাহলে অন্তত ওকে ফোয়েলির কথার হূল তো আর সহ্য করতে হতো না!

'তোমার জন্য কয়েকটা ফর্ম নিয়ে এসেছি।' চোখ নামিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট।

BanglaBook.org

'কোনও সমস্যা নেই, কমাণ্ডার।' হাসল সেন্টর। 'ষড়যন্ত্র কেমন চলছে? বিকালে কোনও বিদ্রোহ নেই তো?'

'শুধু এই ফর্মগুলো পূরণ করে দাও।' একটা ডিজিটাল কলম এগিয়ে দিল গাজেন, ওর হাত দুটো কাঁপছে।

অসাধারণ, ভাবল ফোয়েলি। এই ভেঙে-চুড়ে পড়া লোকটাই এককালের দ্রুত গতিতে উপরে উঠতে থাকা এলফ! ভাবা যায়!

'সত্যি বলছি, গাজেন। নতুন দায়িত্বে তোমাকে চরম মানিয়েছে।'

সন্দেহে চোখ ছোট ছোট হয়ে এল গাজেনের। 'ধন্যবাদ, স্যার।'

ফোয়েলির মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। 'এসব ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা করে, মাথা ফোলাবার কোনও দরকার নেই।'

মাথা ফোলানো শুনেই, নিজের ফোলা মাথায় হাত চলে গেল গাজেনের।

'ওহ হো, স্পর্শকাতর কথা বলে ফেললাম মনে হচ্ছে।'

গাজেনের চোখের দুই কোণে রাগের আভা দেখতে পেলে, মুখের হাসি নিভে যেত ওর। কিন্তু কম্পিউটার থেকে ভেসে আসা আওয়াজ সেন্টরের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

'তালিকা শেষ।'

'একটু অপেক্ষা করুন, কমাণ্ডার। জরুরী কাজ এসেছে, কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আপনি বুঝবেন না।'

প্লাজমা নির্মিত পর্দার দিকে তাকাল ফোয়েলি। প্রাক্তন কমাণ্ডারকে অপেক্ষা করতে হবে। এমনিতেও সে জরুরী কোনও কাজ নিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে না। সম্ভবত শাটলের জন্য পার্টসের আবেদন।

মাথার ভেতর যেন হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল আচমকা। শাটলের পার্টস...ভেতরের কোনও একজনের জড়িত থাকা...লেপ-এর উপর ক্ষিপ্ত কেউ করেছে কাজটা। কপালে ঘামের রেখা দেখা দিল ফোয়েলির। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সব কিছু।

তবুও নিশ্চিত হবার জন্য পর্দার দিকে তাকাল সে। মাত্র দুইটা নাম দেখা যাচ্ছে পর্দায়। প্রথমটা বম আরবল্‌স, ফেয়ারিটা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। অন্য নামটা যেন অনেক বড় হয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, ব্রায়ার গাজেন।

BanglaBook.org

আচমকা ফোয়েলির মনে পড়ল, আর দশ সেকেণ্ডের মাঝে ম্যাসেজ প্রাপ্তির কথা কম্পিউটারকে কোনও না কোনওভাবে জানানো না হলে সে উচ্চস্বরে নামটা পড়বে। তাই হাতের আলতো চাপে ডিলিট বাটনটা চেপে ধরল।

'হয়েছ কী ব্রায়ার, কোনওমতে বলল সে। 'তোমার ফুলে ওঠা মাথা নিয়ে যেসব কথা বলেছি, তা কেবলই ঠাট্টা। আমার মায়াই লাগে, এজন্য এক বিশেষ মলমও আনিয়েছি...

ঠাণ্ডা, ধাতব একটা স্পর্শ মাথার পেছনে অনুভব করতে পেরে চুপ হয়ে গেল সেন্টর। জিনিসটা কী, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না তার।

'নিজের মলম নিজের কাছেই রাখ, গাধা।' গাজেন ওর কানে ফিসফিস করে বলল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব দ্রুত তোমার মাথাতেই সমস্যা দেখা দিতে যাচ্ছে।'

মায়াক কেমিক্যাল ট্রেন, উত্তর রাশিয়া

জ্ঞান ফিরে পেয়ে আর্টেমিসের মনে হলো, বেডরকের কোনও ম্যাসেজ সেন্টারে শুয়ে আছে। ইরিনা নিশ্চয় আমার পিঠ ম্যাসেজ করে দিচ্ছে, মনে মনে ভাবল সে। দরকার ছিল এটার। ট্রেনের ওই নাচুন-কুদনের পর...ট্রেন!

সাথে সাথে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ছেলেটা, বুঝতে পারল এখনও ট্রেনেই আছে ওরা। ওটার দুলুনিকেই ম্যাসেজ বলে ধরে নিয়েছে তার মস্তিষ্ক। জোর করে চোখ মেলে চাইল আর্টেমিস, দেহটা আসন্ন ব্যথার আশংকায় কুঁকড়ে যেতে চাইছে। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করল, ব্যথার লেশমাত্র নেই সারা দেহে! জাদু, নিশ্চয় হলির জাদুর কাজ।

অন্য কেউ অবশ্য এতো ভালো বোধ করছিল না। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন শর্ট, বেচারি এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। রুট মেয়েটার দেহের পাশেই বসে আছেন, একটা বড় কোট দিয়ে ঢেকে রেখেছেন অজ্ঞান দেহটাকে।

BanglaBook.org

'জ্ঞান ফিরে এসেছে তোমার, তাই না?' আর্টেমিসের দিকে না ফিরেই বললেন তিনি। 'এতোসব কিছু করার পরেও কীভাবে ঘুমাতে পারলে, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এতো কিছু? আমি কী করলাম? উল্টো আপনাদের জীবন বাঁচিয়েছি! মানে, আমি নিজে না করলেও, সাহায্য তো করেছি।'

'সাহায্য করেছ! হ্যাঁ, তা করেছ বটে। নিজের সাহায্য। অজ্ঞান হলির জাদুর শেষ বিন্দুটাও নিজে শুষে নিয়েছ।'

গুঙিয়ে উঠল আর্টেমিস, ওরা দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। নিশ্চয় তখন ঘটেছে ঘটনাটা। 'বুঝতে পেরেছি কী হয়েছে। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। দূর্ঘটনা...'

সাবধান করে দেয়ার ভঙ্গিতে আঙুল তুললেন রুট। 'আর একটা শব্দও উচ্চারণ করো না। মহান আর্টেমিস ফাউল যেখানে আছেন, সেখানে কোনও দূর্ঘটনা হয় না।'

জোর করে হাঁটু গেঁড়ে উঠে বসল আর্টেমিস। 'গুরুতর কিছু না নিশ্চয়? আমার মনে হয়, ক্লান্তিতেই হলির এই অবস্থা।'

কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, মাত্র এক সেন্টিমিটার দূরে রুটের চেহারা আবিষ্কার করল ও। 'গুরুতর কিছু না!' চিৎকার করে উঠলেন কমাণ্ডার। চেহারা গনগনে আগুনের মতো লাল হয়ে গিয়েছে। রাগের চোটে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'নাহ, গুরুতর না। কেবল মাত্র একটা আঙুল হারিয়েছে মেয়েটা। যে আঙুল দিয়ে ট্রিগার চাপে, সেই আঙুল। দরজায় লেগে কাটা পড়েছে ওটা। আর তোমার জন্য...একমাত্র তোমারই জন্য হলির জাদু ভাণ্ডার এখন শূন্য। ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেল মেয়েটার!'

'আঙুল হারিয়েছে?' অবশ কণ্ঠে বলল আর্টেমিস।

'ঠিক হারিয়েছে বলা যাবে না।' কাটা আঙুলটা আর্টেমিসের নাকের সামনে দোলালেন রুট। 'আমার চোখে খোঁচা লেগেছিল। তখন ধরে ফেলেছি।'

'ফিরে যাওয়ার পর, আপনাদের সার্জনরা ওটা জোড়া দিতে পারবেন না?'

মাথা নাড়লেন রুট। 'ফিরে যেতে পারলে তো। আমার তো মনে হয়, নীচে খারাপ কিছু একটা হয়েছে, গবলিনরা যদি আমাদেরকে খুন করার জন্য উপরে দল পাঠাতে পারে, তাহলে হেভেনে কী করছে তা খোদা মালুম।'

BanglaBook.org

প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে আর্টেমিস। হলির জন্যই ওরা সবাই এখনও বেঁচে আছে। আর তার প্রতিদান কিনা এভাবে দিল ও। সরাসরি হয়তো ওকে মেয়েটার আঘাতের জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু আঘাত সে পেয়েছে আর্টেমিসের বাবাকে উদ্ধার করতে গিয়ে।

'কতক্ষণ?'

'কী কতক্ষণ?'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা? আমি কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

'জানি না। এক মিনিট হবে হয়তো।'

'তাহলে এখনও সময় আছে।'

উঠে বসলেন কমাণ্ডার। 'কীসের সময় আছে?'

'আঙুলটাকে বাঁচাবার।'

কাঁধে সৃষ্ট হওয়া নতুন এক ক্ষতে হাত বুলালেন রুট। 'কীভাবে? আমার জাদু ভাণ্ডারও শূণ্য প্রায়।'

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল আর্টেমিস। 'শিষ্টাচার পালন করা যায় না? কোনও না কোনও উপায় নিশ্চয় আছে।'

দ্য পিপল, মানে ফেয়ারিদের সব ধরনের ক্ষমতা আসে মাটি থেকে। জাদু ভাণ্ডার পুরো করার জন্য তাই কিছু সময় পর পর তাদেরকে বিশেষ শিষ্টাচার পালন করতে হয়।

'এখানে শিষ্টাচার কীভাবে পালন করবে?'

মাথাটাকে ঝড়ের বেগে খাটল আর্টেমিস। ফেয়ারিদের পবিত্র বইয়ের প্রায় পুরোটাই মাথায় নিয়ে ঘোরে ও। গত বছর হলিকে অপহরণ করার সময় যে ঢুকিয়েছিল, তা আর মুছে যায়নি।

মাটি থেকে আসে তোমার ক্ষমতা,
তাই কৃতজ্ঞতায় নত করো মাথা।
সাবধানে তোল জাদুর বীজ এমন এক জায়গা থেকে,
যেখানে পূর্ণ চন্দ্র, প্রাচীন ওক আর প্রবাহিত পানি দেখা করে।
ফিরিয়ে দাও সেটা দূরের মাটিতে,
আর নিয়ে নাও জাদু দু'হাত পেতে।

BanglaBook.org

হাচড়ে পাচড়ে মাটির কাছে চলে গেল আর্টেমিস, হলির স্যুটের এখানে ওখানে চাপড় মারতে শুরু করল।

রুটের মনে হলো, তার হৃদপিণ্ডটা তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। 'স্রষ্টার দোহাই, কী করছ আদমজাত?'

আর্টেমিস ফিরেও তাকাল না। 'গত বছর হলি পালাতে পেরেছিল, কারণ ওর সাথে একটা অ্যাকর্ণ ছিল।'

নিজেকে সামলাতে বেগ পেতে হলো কমাণ্ডারের। 'আর পাঁচ সেকেণ্ড সময় পাবে ছেলে। এরিমাঝে নিজেকে ব্যাখ্যা করে বোঝাও।'

'হলির মতো একজন অফিসার নিশ্চয় ঘটনাটা ভুলে যাবে না। আমার ধারণা, এখনও ওর কাছে...'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রুট। 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়, আদমজাত। কিন্তু অ্যাকর্ণগুলোকে সদ্য মাটিতে পড়া হতে হবে। ব্যুহ খাটিয়ে যদি সময়কে থামিয়ে না দেয়া হতো, তাহলে হয়তো আগেরবারও অ্যাকর্ণটা দিয়ে কাজ হতো না। ফোয়েলি আর হলি, দুজনে মিলে অবশ্য একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, সীল করা অ্যাকর্ণের জন্য গবেষণা হওয়া দরকার। কিন্তু কাউন্সিল কথা মানেনি। কাজটা নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়ে যায়!'

সাধারণত এতো কথা বলেন না কমাণ্ডার, কিন্তু আজ কেন যেন আশায় বুক বাঁধতে ইচ্ছা হচ্ছে তার। হয়তো...হয়তো এই আদমজাতটা কোনও ভাবে...

ক্যাপ্টেন শর্টের টিউনিকটা খুলে ফেলল আর্টেমিস। মেয়েটার গলায় স্বর্ণের চেইন থেকে দুইটা ছোট ছোট জিনিস ঝুলছে। একটা তার পবিত্র বই এর কপি। অন্যটা মাটি ভর্তি কাঁচের পাত্র!

'নিয়ম বহির্ভূত কাজ!' বলে উঠলেন রুট। কিন্তু তাকে খুব বেশি দুঃখিত বলে মনে হলো না।

নড়ে উঠল হলি, জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করেছে। 'কমাণ্ডার, আপনার চোখের কী হয়েছে?' হলির কাটা আঙুলের খোঁচা খেয়ে, রুটের চোখ কালো হতে শুরু করেছে।

আর্টেমিস পাত্তাই দিল না মেয়েটাকে, বরঞ্চ ক্যারিজের মেঝেতে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল কাঁচের পাত্রটা। ওটা ফেটে গিয়ে ভেতরের মাটি আর ছোট অ্যাকর্ণটা ওর হাতে এসে পড়ল। 'এখন পুঁতে ফেললেই হবে।'

BanglaBook.org

এদিকে কমাণ্ডার রুট বসে নেই। তিনি হলিকে কাঁধে তুলে বললেন, 'তাহলে ট্রেন থেকে নেমে পড়া যাক।'

বাইরের দিকে তাকাল আর্টেমিস, রুট যেমন সহজে নামার কথা বলছেন, আর্কটিকের এই পরিবেশে নামাটা ততটা সহজ হবে না।'

হঠাৎ মাথার উপরের হ্যাচটা দিয়ে নিচে নামল বাটলার, গবলিন দলের উপর নজর রাখছিল সে।

'তুমি সুস্থ আছ দেখে ভালো লাগছে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল আর্টেমিস।

হাসল দেহরক্ষী। 'তোমাকে সুস্থ দেখে ভালো লাগছে।'

'কী দেখলে?' অধৈর্য রুট বাগড়া দিলেন।

মনিবের কাঁধে হাত রাখল বাটলার, কথা পড়েও বলা যাবে। 'গবলিনদের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই! ওদের দুজন রেকি করার জন্য নিচে নামতেই, তৃতীয় জন গুলি করে দুই সঙ্গিকে মেরে ফেলল! তারপর ফুশ, উড়াল দিল!'

নড করল রুট, 'ক্ষমতার লোভ। গবলিনদের সবচাইতে বড় শত্রু তারা নিজেই। যাই হোক, আমাদের এই ট্রেন থেকে নেমে পড়তে হবে।'

'আধ কিলোমিটার দূরেই আরেকটা বাঁক আছে। নামলে ওখানেই নামতে হবে।'

'নামব কী করে?' জানতে চাইল আর্টেমিস।

মুচকি হাসল বাটলার। 'নামা শব্দটা একটু হালকা হয়ে গেল। যা করতে চাচ্ছি, তাকে...'

গুঙিয়ে উঠল আর্টেমিস। আবার লাফালাফি!

BanglaBook.org

অপারেশন বুথ

ফোয়েলির মাথা যেন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। গাজেন এখনও গুলি করেনি বলে, অনেক কিছুই করতে পারে সে। কিন্তু গুলি করে বসলে আর দেখতে হবে না। সেন্টরদের নিজস্ব কোনও জাদু নেই...এই বিন্দুও না। মগজের উপর ভিত্তি করেই এগোতে হয় ওদের। ওহ, আরেকটা ক্ষমতা আছে সেন্টরদের।

পায়ের তলায় ফেলে শত্রুকে পাড়িয়ে মারা। তবে ফোয়েলির ধারণা, ব্রায়ার ওকে এখনই মারবে না।

'হেই, ফোয়েলি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ইন্টারকমটা চালু করে দেখ তো কী হয়?'

ফোয়েলি আন্দাজ করতে পারছে কী হবে। 'দরকার কী, ব্রায়ার। আমি একদম স্থির হয়ে আছি। নড়াচড়া করতে চাচ্ছি না।'

গাজেন হাসল, খুশি মনে হচ্ছে তাকে। 'ব্রায়ার? এখন আপন মনে হচ্ছে আমাকে না? বিপদের ভেতর যে কতোটুকু ডুবে আছ, সেটা নিজেও আন্দাজ করতে পারছ না।'

সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে ফোয়েলি। বাইরে সবাই এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে। ভেতরে যে কী হচ্ছে, তা টের পাচ্ছে না। একমুখী কাঁচের এই একটা সমস্যা!

এর দায় অবশ্য সেন্টরের ঘাড়েই চাপবে। নিজের পাগলামীকে প্রশয় দিতে গিয়ে অপারেশন বুথে একমুখী কাঁচ লাগিয়েছে সে। টাইটেনিয়াম দিয়ে মুড়ে দিয়েছে পুরো ঘরটা। তারবিহীন সংযোগের কোনও বালাই তো নেই-ই, এমনকী একটা তারও ঘরটা থেকে বাইরে যায়নি।

অন্য ভাবে বলতে গেলে, ঘরটা যেন বাইরের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জন শূণ্য দ্বীপ!

গুঙিয়ে উঠল ফোয়েলি। ওর আম্মু সবসময় বলতেন, সবসময় চলতে থাকা মুখটার জন্যই একদিন না একদিন বিপদে পড়বে ও। এখন হলো তো!

কিন্তু না, সবকিছু এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এখনও দেখাবার মতো কয়েকটা খেল বাকি আছে। এই যেমন প্লাজমার মেঝেটা।

'এসবের অর্থ কী, গাজেন?' জানতে চাইল সেন্টর। মেঝে থেকে খুরটা আলতো করে একটু উপরে উঠিয়ে নিয়েছে। 'সারা দুনিয়ায় রাজত্ব করতে চাও নাকি?'

গাজেনের হাসি এক বিন্দুও মলিন হয়নি। সময়টাকে দারুণ উপভোগ করছে সে।

'সারা দুনিয়া না হলেও চলবে। আপাতত, পাতালেই সাম্রাজ্য বিস্তার করি।'

'কিন্তু কেন?'

BanglaBook.org

গাজেনের চোখে উন্মত্ততা খেলা করে গেল। 'কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা নেই? কাউন্সিলের চোখের মণি ছিলাম এই আমি! আর পঞ্চাশ বছর সময় পেলে চেয়ারম্যানও হয়ে যেতাম! আর্টেমিস ফাউলের ঘটনাটা এক মুহূর্তে আমার সব স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে দিল। চেয়ারম্যান হবার পরিবর্তে এখন দুঃস্বপ্ন দেখে আমার রাত কাটে! এর জন্য দায়ী কে জানো? তুমি, ফোয়েলি। আর রুট। তোমাদেরকে ধ্বংস না করতে পারলে, আমি আর সেই আগের জীবন ফিরে পাব না। গবলিনদের এই বিদ্রোহের হোতা হিসেবে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করব, রুটের বারোটা এতোক্ষণে বেজে যাবার কথা। এমনকী আর্টেমিস ফাউলকেই হাতের মুঠোয় পেতে যাচ্ছি। জীবন বড় সুন্দর!'

ঘোঁত করে উঠল ফোয়েলি। 'কয়েকটা সফটনোজ লেজার দিয়ে পুরো লেপ-কে হারাবার স্বপ্ন দেখছ?'

'লেপ-কে হারাব! কী বলছ এসব! আমি লেপ-এর সাথে যুদ্ধ করতে যাব কেন? আমি তো তাদের নায়ক হতে চলেছি!'

'তাই নাকি? ওই বাঁদরের মতো চেহারা নিয়ে নায়ক হতে চাও?' বলতে বলতেই মেঝেতে লাগানো একটা ইনফ্রা-রেড সিগন্যালের বাতি চেপে দিল ফোয়েলি। সেকেণ্ডের পঞ্চাশভাগের একভাগ সময়ের মাঝে এখন একটা পাজমার ঝিলি গরম হয়ে উঠবে। তার আধা-সেকেণ্ডের মাঝে একটা নিউট্রিনো চার্জ ছড়িয়ে পড়বে পাজমা জুড়ে। হিসাব অনুসারে, সেই সময় মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা যেকারও অন্তত তিন দিকের দেয়ালে বাড়ি খাবার পর মেঝেতে আছড়ে পড়ার কথা।

হিসাব অনুসারে...কিন্তু মাঝে মাঝে হিসাবেও গণ্ডগোল হয়!

মুচকি হাসল গাজেন। 'আহালে, সোনা বাবুর পাজমা ঝিলি কাজ করছে না মনে হয়!'

জমে গেল ফোয়েলি, তবে এক মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই আরেকটা বোতাম চেপে ধরল খুর দিয়ে। এবার কাজ হয়েছে, ফোয়েলি অহিংস। কিন্তু তাই বলে অবোধ নয়। এই বোতামটা দিয়ে একটা লেজার গান চালু করা যায়। এই ঘরে যে পরবর্তী বাক্যটা উচ্চারণ করবে, তাকেই নিশানা বানাবে বন্দুকটা।

'পাজমা ঝিলি কাজ করছে না, বলেই চলছে গাজেন। 'এমনকি লেজার বন্দুকটাও কাজ করছে না! তুমি দক্ষতা হারাচ্ছ, ফোয়েলি। তবে আমি অবাক হইনি।'

BanglaBook.org

কাছের একটা স্যুইভেল চেয়ারে গা এলিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট, পা তুলে দিল কম্পিউটারের উপরে। 'পুরো পরিকল্পনাটা এখনও বুঝতে পারোনি?'

ভাবছে ফোয়েলি, এমন কে আছে যে ওকে প্রযুক্তির ব্যাপারে হারাতে সক্ষম? গাজেন তো গাজেন, ওর সাত পুরুষ এক হলেও কাজটা করতে পারবে না। নাহ, এমন দক্ষতা আর জ্ঞান মাত্র একজনেরই আছে।

'ওপাল কোবোই।' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে শিহরিয়ে উঠল সেন্টর।

ফোয়েলি'র মাথায় হাত বুলাল গাজেন। 'ঠিক ধরেছ। ওপাল সুযোগ বুঝে তোমাদের এখানে কয়েকটা স্পাই-ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছিল। ক্যামেরার সামনে তুমি কয়েকটা ডকুমেন্ট অনুবাদ করার সাথে সাথে কোড বুঝে ফেলে মেয়েটা। বাকিটা বাঁ হাতের খেল। মজার ব্যাপার কী জানো, পুরোটার অর্থায়নে ছিল কাউন্সিল। এমনকী স্পাই-ক্যামেরা গুলোর জন্যও বিল ধরেছিল কোবোই। এই মুহূর্তে শহরে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বি-ওয়া-কেল। অথচ লেপের অস্ত্র আর যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুটোই অকেজো অয়ে আছে। এর জন্য দায়ী করা হবে কাকে, জানো বন্ধু? তোমাকে। কেননা বিপদের সময় তুমি অপারেশন বুথে দরজা লাগিয়ে বসে ছিলে!'

'তোমার কথা কোনও পাগলেও বিশ্বাস করবে না!' প্রতিবাদ করার প্রয়াস পেল ফোয়েলি।

'করবে না মানে? অবশ্যই করবে। আর যখন তুমি লেপ সিকিউরিটি আর ডি.এন.এ. কামানগুলো বন্ধ করবে, তখন তো আর সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকবে না।'

'আমি ওসব করতে যাব কেন?'

কালো একটা রিমোট হাতে নিয়ে ঘোরাল গাজেন। 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। ওপাল সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

ঢোক গিলল ফোয়েলি। 'মানে...?'

'ঠিক ধরেছ।' বলল গাজেন। 'আমি বোতাম টা চাপলে, কিচ্ছুই কাজ করবে না।' বলতে বলতেই বোতাম টিপে দিল গাজেন।

স্প্রাইটের মতো দ্রুত হলেও, সময়মতো খুরগুলোকে মেঝে থেকে তুলতে পারত না ফোয়েলি।

ওর হিসাব যে ঠিক ছিল, তা বিশেষভাবে নির্মিত স্যুইভেল চেয়ারটা থেকে ছিটকে যেতে যেতে বুঝতে পারল ফোয়েলি।

BanglaBook.org

২০

আর্কটিক সার্কেল

বাটলারের নির্দেশ মোতাবেক, সবাই মুনবেল্টের সাথে নিজেদেরকে বেঁধে নিল। মেঝে থেকে একটু উপরে উড়তে উড়তে ক্যারিজের দরজার দিকে এগিয়ে গেল দলটা!

পদার্থ বিজ্ঞানের সহজ সূত্রকে কাজে লাগাচ্ছি আমরা, আর্টেমিস বলল নিজেকে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে গিয়েছে বলে, আমদের দেহ আর্কটিকের বরফে থেঁতলে যাবার সম্ভাবনা প্রায় শুন্য। সব কিছু বুঝতে পারছে আর্টেমিস। কিন্তু রুট যখন রাতের আঁধারে ক্যারিজ থেকে দলটাকে নিয়ে বের হলেন, তখন আর্তচিৎকারটা থামাতে পারল না!

ট্রেনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তীব্র বাতাসে পাক খেল ওদের সবার দেহ। মাটিতে আঘাত খাওয়ার এক মুহূর্ত আগে মুনবেল্টটা বন্ধ করে দিল বাটলার। নয়তো লাফিয়ে উঠে হয়তো চাঁদেই চলে যেত!

রুট নিজেকে ছাড়ালেন সবার আগে, খামচে ধরে সরাতে চাইলেন বরফ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, শক্ত বরফের কারণে আর খুঁড়তে পারছেন না।

'লাভ নেই,' বললেন তিনি। 'বরফে শক্ত হয়ে আছে।'

পেছন থেকে বন্দুকের ক্লিক করার শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন তিনি।

'সরে দাঁড়ান,' পরামর্শ দিল বাটলার, বরফের দিকে বন্দুক তাক করে আছে।

নির্দেশ না মানার প্রশ্নই ওঠে না।

ম্যাগাজিনের সব কয়টা গুলি খালি করল বাটলার। ধোঁয়া সরে যাবার আগেই, আবার কাজে নেমে পড়লেন রুট। হলির হাতে আর বেশি সময় নেই। যা করার, তা এখনই করতে হবে। সাদার মাঝে তাই খাদামীর ছোঁয়া দেখতে পেয়ে তাই যেন লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'পেয়েছি,' চিৎকার করলেন তিনি। 'মাটি!'

হলির দেহটাকে খাদের ভেতর নামাল বাটলার। মনে হচ্ছিল, যেন কোনও পুতুলকে নামাচ্ছে! ছোট আর নির্লিপ্ত। অ্যাকর্ণটাকে হলির হাতের মুঠোয় রেখে,

BanglaBook.org

নিজেই সেই হাতটাকে মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন রুট। এরপর পকেট থেকে একটা টেপ নিয়ে কাঁটা আঙুলটাকে জায়গামতো যতটা পারেন, পেঁচিয়ে লাগালেন। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

'কাজ না-ও হতে পারে, নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল রুট। 'এমন কাজ আগে কখনও কেউ করেনি। ফোয়েলির নয়া বুদ্ধি। তবে তার বুদ্ধি সাধারণত কাজে লাগে!'

আর্টেমিস কমাণ্ডারের কাঁধে হাত রাখল। এছাড়া আর কিছু করার কথা তার মাথায় আসেনি, স্বান্তনা দেয়ার কাজটা ও খুব একটা ভালো পারে না।

পাঁচ সেকেণ্ড পার হলো...এরপর দশ...

কিন্তু হলো না কিছুই!

'দেখুন!' আচমকা চীৎকার করে উঠল আর্টেমিস। 'নীল স্ফুলিঙ্গ!'

একটা নীলচে স্ফুলিঙ্গ অলসভঙ্গিতে হলির হাতে ঘোরাফেরা করছে। স্থির হলো ওর দুই চোখের ঠিক মাঝখানে, এরপর মিলিয়ে গেল।

'পেছাও,' পরামর্শ দিল রুট। 'কী যে হবে, ভাবতেই ভয় লাগছে। এর আগে একবার দ্রুত ক্ষত সারাবার পদ্ধতিটা দেখেছি আমি। আরেকটু হলেই সারা এলাকা...'

কথাটা শেষ করার আগেই, দূরে সরে গেল দুই মানুষ আর এক ফেয়ারি। ভাগ্যিস গিয়েছিল, কেননা মাটির ভেতর থেকে স্ফুলিঙ্গ উঠে আসতে শুরু করেছে। হলির হাতের যে বিশেষ সাহায্য দরকার, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওরা, যেন জীবিত কোনও প্রাণী। মুহূর্তের মাঝে গলে টেপটা।

ঝটকা দিয়ে বসে পড়ল হলি, আক্ষরিক অর্থেই পুতুলের মতো দুপাশে হাত নড়াচড়া করছে। পা দিয়ে এমনভাবে লাথি হাঁকাচ্ছে মেয়েটা, যেন অদৃশ্য কোনও শত্রুর সাথে মরণপন লড়াইয়ে নেমেছে। এরপর নড়তে শুরু করল ভোকাল কর্ড, তীক্ষ্ণ সব আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

'ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল আর্টেমিস, যেন জোরে বললে হলি শুনে ফেলবে।

'আমার তো তাই মনে হয়।' উত্তর দিলেন কমাণ্ডার। 'ওর মস্তিষ্ক আসলে শরীরের সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছে।'

যেন কমাণ্ডারের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই, হলির দেহের প্রতিটা রন্ধ্র দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। আর্টেমিস বুঝতে পারল, দেহে থাকা তেজস্ক্রিয়

BanglaBook.org

বিকিরণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আচমকা বন্ধ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের নড়াচড়া। হলির দেহ ঢেকে গেল কুয়াশার আবরণে।

এক পা এক পা করে এগিয়ে এল ওরা। আর্টেমিস দেখতে চাচ্ছে, আবার দেখতে চাচ্ছেও না।

হলির দেহের দিকে তাকাল আর্টেমিস। 'জ্ঞান ফিরেছে বলে মনে হচ্ছে...'

কথাটা শেষ করার সুযোগ মিলল না ওর, তার আগেই উঠে বসল হলি। বরফ ঝমেছে তার পাপড়ি আর কালচে চুলে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে বলে ফুলে উঠছে বুক।

মেয়েটার কাঁধ আঁকড়ে ধরল আর্টেমিস, এই প্রথমবারের মতো ঠাণ্ডা আচরণ করার কথা ভুলে গেল যেন। 'হলি। হলি। কথা বলো, তোমার আঙুল ঠিক আছে?'

আঙুলটা নাড়ল হলি, এরপর হাত মুঠো করল। 'তাই তো মনে হচ্ছে।' বলেই আর্টেমিসের কপালে চাপড় বসাল। হতভম্ব ছেলেটা দিনে চতুর্থ বারের মতো পেছন দিকে আছাড় গেল!

অবাক বাটলারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল হলি। 'হিসাব বরাবর হলো।'

কমাণ্ডার রুটের স্মৃতিতে স্বর্ণালী মুহূর্তের সংখ্যা খুব একটা বেশি নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের দিনগুলোতে যখন মন ভারী হবে তার, এই মুহূর্তের কথা মনে করে সম্ভবত তিনি হাসবেন।

২০

BanglaBook.org

অপারেশন বুথ

জ্ঞান ফিরে পেতেই ফোয়েলি টের পেল, সারা শরীর ব্যথায় শক্ত হয়ে আছে। সচরাচর এমনটা হয় না। আসলে শেষ কবে ব্যথা অনুভব করেছিল তা মনেও করতে পারে না। জুলিয়াস রুটের কথায় মাঝে মধ্যে দিলে চোট পায় বটে, কিন্তু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য? বিরল একটা ব্যাপার।

অপারেশন বুথের মেঝেতে শুয়ে আছে ও, বিশেষভাবে বানানো চেয়ারটার দফারফা হয়ে গিয়েছে।

'গাজেন,' গর্জে উঠল সে। পরের দুই মিনিটে তার মুখ দিয়ে যা বের হলো, তা ছাপার অযোগ্য!

রাগ ঝাড়া শেষ হবার পর, ফোয়েলির মাথা কাজ করতে শুরু করল। নিজেকে মেঝে থেকে টেনে তুলল সে। বুঝতে পারছে, ওর নিতম্বের কয়েকটা জায়গায় লোম আর উঠবে না। অথচ সেন্টররা কাউকে পছন্দ করলে প্রথমে সেদিকটাই দেখে।

একদম সীল করে দেয়া হয়েছে বুথটাকে। নোমদের মানিব্যাগ খোলাও এতো কষ্ট না। দরজা খোলার কোড টাইপ করলো সে। 'ফোয়েলি, দরজা।'

কম্পিউটার চুপ করে রইল।

এবার কণ্ঠস্বরকে কাজে লাগাতে চাইল। 'ফোয়েলি। ওয়ান-টু-ওয়ান-ওভার রাইড। দরজা।'

কিচ্ছু হলো না। ভেতরে আটকা পড়ে গিয়েছে ও। নিজের বানানো নিরাপত্তা ব্যবস্থার শিকার হয়েছে সে নিজেই! বাইরে থেকেও কেউ কিছু দেখতে পাবে না। বন্দি হয়ে গিয়েছে ফোয়েলি! কিচ্ছু কাজ করছে না।

অবশ্য কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। কাজ করছে সবকিছুই, কেবল ওর আদেশ মানছে না। এখান থেকে বাইরে বা সার্ভারে যোগাযোগ করার কোনও উপায়ও নেই!

মাথা থেকে টিনের হ্যাটটা খুলে নিল ফোয়েলি। 'বেহুদা জিনিস!' তাক করে ময়লা রিসাইকেলারের দিকে ছুঁড়ে দিল জিনিসটা। জিনিসটা দারুণ। ওতে কিছু ফেলা হলে, প্রথমে সেটা কী কী দিয়ে তৈরি তা বিশেষণ করে জিনিসটা। তারপর যেটা যেখানে পাঠান দরকার, পাঠিয়ে দেয়!

দেয়ালে একটা পাজমা মনিটর চালু হয়ে গেল। ওপাল কোবোই-এর বড় একটা চেহারা ভেসে উঠল ওতে। মেয়েটার মুখের হাসি যেন বাঁধ মানছে না।

'আরে, ফোয়েলি যে! অনেক দিন দেখা নেই!'

ফোয়েলিও হাসল, কিন্তু পিক্সি মেয়েটার মতো বিশাল না সেই হাসি। 'ওপাল! তোমার বাবা-মা কেমন আছে?'

সবাই জানে, ওপাল কীভাবে তার বাবাকে ফতুর করে দিয়েছে। ব্যবসায়ী দুনিয়ায় ঘটনাটা ঝড় বইয়ে দিয়েছিল!

'ভালোই আছে। কিউমুলাস হাউস খুব ভালো একটা বৃদ্ধাশ্রম।'

BanglaBook.org

ফোয়েলি ঠিক করল, যা বলার তা সরাসরি বলবে। কাজটা সে খুব একটা বেশি করে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই!

'ওপাল, কী করছ তা ভেবে দেখেছ? গাজেন পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। একবার তার উদ্দেশ্য পূরণ হলে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!'

সুন্দর করে আঙুল নাড়াল পিক্সি মেয়েটা। 'নাহ, ফোয়েলি। তুমি ভুল করছ। ব্রায়ারের আমাকে দরকার। আসলেই দরকার। আমাকে বা আমার অর্থ বাদে ও কিছুই না।'

সেন্টর একদৃষ্টিতে ওপালের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটা যা বিশ্বাস করে, তা-ই বলছে। এমন বুদ্ধিমান একজন কীভাবে এতোটা বোকা হতে পারে?

'আমি জানি এসব তুমি কেন করছ, ওপাল!'

'ওহ, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স মেডেল পেয়েছিলাম, সেই দুঃখ তুমি এখনও ভুলতে পারোনি।'

এক সেকেণ্ডের জন্য নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল যেন কোবোই।

'ওই মেডেলটা আমার পাওয়ার কথা ছিল, বলদ সেন্টর কোথাকার। তোমার সেই বাজে আইরিশ-ক্যামেরার চাইতে আমার পাখার ডিজাইন অনেক ভালো ছিল। তুমি জিতেছ, কারণ তুমি পুরুষ। এছাড়া তোমার জেতার আর কোনও কারণ নেই!'

হাসল ফোয়েলি, সন্তুষ্ট। বিশাল এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ও, কিন্তু এখনও অন্যকে বিরক্ত করার ক্ষমতাটা পুরোপুরিই আছে।

'কী চাই তোমার, ওপাল? নাকি পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করার জন্য যোগাযোগ করছ?'

গ্লাস হাতে নিয়ে তাতে চুমুক দিল ওপাল। 'তোমাকে একটা কথা শোনাবার জন্য ফোন দিয়েছিঃ মনে রেখ, আমি সব দেখছি। তাই উল্টোপাল্টা কিছু করো না যেন। সেই সাথে ডাউনটাউনের সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজও দেখাতে চাইছিলাম। ফুটেজটা কিন্তু লাইভ। ব্রায়ার এই মুহূর্তে কাউন্সিলের সাথে আছে। তোমাকে সবকিছুর জন্য দায়ী করছে। আশা করি দেখে মজা পাবে।'

ওপালের চেহারা মিলিয়ে গিয়ে, হেভেন শহরের ডাউন টাউন ভেসে উঠল পর্দায়। স্পাড'স স্পাড ইম্পোরিয়ামের সামনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ও।

BanglaBook.org

ᔕᑎᔕᕮᕮᕮ

অধ্যায় দশঃ হেভেন শহরে

ঝামেলাহীন দিনেও, খুব কম ফেয়ারিই স্পাডসের স্পাড এম্পোরিয়ামে এসে থাকে। ফ্রাইগুলো তেলতেলে, মাংসটার উৎস সন্দেহজনক। পানীয়ের কথা নাহয় বাদ-ই থাকল। কিন্তু পর্যটকদের ভীড়ে কেন যেন সবসময় গরম থাকে জায়গাটা।

এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন ট্রাবল কেল্প ভেতরে থাকতে পারলেই খুশী হতো। ভেতরের খাবার যতোই বাজে হোক না কেন, সফটনোজ বন্দুকের গুলির চাইতে তো মজাদার!

রুটকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে, মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার ভার এসে চেপেছে ক্যাপ্টেন কেল্পের ঘাড়ে। সাধারণত, এই দায়িত্ব যে কোনও লেপ ক্যাপ্টেনের জন্য স্বপ্ন। কিন্তু কথা হলো, *সাধারণত*, এ ধরনের ঝামেলা সামলাবার জন্য সব রকমের সাহায্যও পায় সে। এখন না অস্ত্র কাজ করছে, আর না বাহন। তবে নিজেদের মাঝে যোগাযোগ করতে পারছে বলে কিছুটা বাঁচোয়া।

বি-ওয়া-কেল-এর সদস্যদের সচরাচর দেখা যায়, এমন একটা জায়গায় টহল দিচ্ছিল ট্রাবল আর তার দল। আচমকা প্রায় একশ গবলিন ওদেরকে অ্যামবুশ করে বসে। তারা দুই পাশের ছাদে বসে লেপ এর জন্য অপেক্ষা করছিল। বি-ওয়া-কেল-এর কারও মাথায় এমন বুদ্ধি আসবে, তা ভাবতেই অবাক হচ্ছে ট্রাবল। সাধে তো আর ওদেরকে সবাই *বেয়াক্কেল* বলে না! নিশ্চয় অন্য কেউ তাদেরকে চালাচ্ছে।

একটা ছবি তোলার বুথের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে ট্রাবল আর তার এক জুনিয়র কর্পোরাল। অন্যরা স্পাড'স এম্পোরিয়ামে। আপাতত টেজার আর লাঠি দিয়ে গবলিনদের আটকে রেখেছে তারা। টেজারগুলোর পাল্লা মাত্র দশ মিটার। লাঠিগুলো বৈদ্যুতিক শক দিতে পারবে, তবে শত্রু খুব কাছে না এলে তাতে আর লাভ কী? দুটোই ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত, মানে কিছুক্ষণের মাঝেই ওগুলোর চার্জ ফুরিয়ে যাবে। এরপর ভরসা বলতে কেবল পাথর আর হাত! বি-ওয়া-কেল-এর সদস্যরা লেপ এর হেলমেট পড়ে আছে বলে, ঢাল তুলেও লাভ হবে না।

BanglaBook.org

বুথের উপর দিকে একটা অগ্নি-গোলক উঠে গেল, গবলিনরা চালাকি খাটাতে শুরু করেছে! বুথের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা না করে, উপরের ছাদহীন জায়গাটা দিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে। হাতে আর বেশি সময় নেই, ভাবল ট্রাবল।

'বেস, কেল্প বলছি। অস্ত্রের কিছু হলো?'

'কিছুই না, ক্যাপ।' উত্তর এল। 'অফিসারের কমতি নেই, কিন্তু অস্ত্র বলতে শুধু তাদের হাত। পুরাতন ইলেক্ট্রিক বন্দুকগুলো চার্জ দেয়া হচ্ছে, কিন্তু পুরো চার্জ হতে কমপক্ষে আরও আট ঘণ্টা লাগবে! রিকনে কিছু বর্ম আছে, আপনাদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে।'

'ডি'আরভিট!' গাল বকল ক্যাপ্টেন। নড়তে হবে এখান থেকে, নইলে আর দেখতে হবে না। এই বুথ আর পাঁচ মিনিটও টিকবে না। পাশে বসে ভয়ে কাঁপতে থাকা কর্পোরালকে ধমক দিল সে। 'হেভেনের দোহাই, একটু শান্ত হও!'

'চুপ করো তো, ট্রাব।' উত্তর দিল ক্যাপ্টেনের ভাই, গ্রাব কেল্প। 'আম্মু বলেছিল, তুমি আমাকে দেখে রাখবে!'

সতর্ক করে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ট্রাবল। 'ডিউটির সময় আমাকে ক্যাপ্টেন কেল্প বলে ডাকবে, কর্পোরাল। আর আমি তোমাকে দেখেই রাখছি।'

'তাই নাকি? এই তোমার দেখে রাখা?' গাল ফোলাল গ্রাব।

ভাই বেশি বিরক্ত করছে না গবলিনরা, জানে না ট্রাবল।

'মন দিয়ে শোন, গ্রাব। এই ফোন বুথ আর বেশিক্ষণ টিকবে না। আমাদের এম্পোরিয়ামের দিকে ছুট লাগাতে হবে। বুঝেছ?'

গ্রাবের নড়তে থাকা ঠোঁট জোড়া আচমকা শক্ত হয়ে গেল। 'অসম্ভব। আমি এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ব না। বাকি জীবনটা এই বুথেই কাটিয়ে দেব।'

হেলমেটের কাঁচ ওঠাল ট্রাবল। 'আমার কথা শোন। নইলে বাকী জীবনের স্থায়িত্ব হবে কেবল ত্রিশ সেকেণ্ড! আমাদের এখনই সরে পড়া দরকার।'

'কিন্তু বাইরে যে গবলিনরা অপেক্ষা করছে, ট্রাব।'

কাঁধ ধরে ভাইকে জোরে ঝাঁকুনি দিল ক্যাপ্টেন কেল্প। 'গবলিনদের কথা চিন্তা করা বাদ দেও। গতি কমালে আমার পা তোমার পশ্চাৎদেশের কী অবস্থা করবে, সেটা ভাব।'

চেহারা কুঁচকে তাকাল গ্রাব, অমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে। তাই নতুন করে আর পড়তে চায় না। 'আমাদের কিচ্ছু হবে না, তাই না ভাইয়া?'

চোখ টিপ দিল ট্রাবল। 'অবশ্যই না। আমি ক্যাপ্টেন, আমি জানি।'

BanglaBook.org

নড করল ছোট ভাই, নিচের ঠোঁটটা আবার তার দৃঢ়তা হারিয়েছে।

'এবার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াও। আমি বলার সাথে সাথে সোজা ছুট দেবে। ঠিক আছে?'

আবারও নড করল গ্রাব।

'ঠিক আছে, কর্পোরাল। রেডি...এক...'

আরেকটি অগ্নিগোলক ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে, সফটনোজ লেজারের একটা গুলি এসে আঘাত হানল বুথের দেয়ালে। একটা ইস্পাতের বোর্ড আছড়ে পড়ল মেঝেতে। হয়তো ওটা দিয়ে লেজারকে পুরোপুরি থামানো যাবে না, কিন্তু আর কিছু নেই বলে ওটাকেই ঢাল বানাবার সিদ্ধান্ত নিল। লেপ থেকে আসা বর্মও খুব একটা কাজ করতে পারবে বলে মনে হয় না। সফটনোজ অস্ত্রের চল নেই বহু দিন। তাই বর্মগুলোও থামাতে পারার কথা না।

'...দুই...'

নড করে গ্রাব বোঝাল সে প্রস্তুত। অবশ্য ওর সারা শরীর প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে বলে, নডটা...নড না-ও হতে পারে!

নিজেকে প্রস্তুত করে নিল ট্রাবল। বোর্ডটা কয়েক দফা আঘাত সামলাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। তারপর নিজের দেহ দিয়ে গ্রাবকে সুরক্ষা দিতে হবে ওর।

'হেলমেট সীল করে নাও!' গণনা ভুলে আদেশ দিল সে।

'কেন?'

'কথা শোন, কর্পোরাল।'

কর্পোরাল কথা শুনল। ভাইয়ের সাথে তর্ক? সেটা সম্ভব। কিন্তু কমাণ্ডিং অফিসারের সাথে? অসম্ভব!

'যাও, যাও, যাও!' গ্রাবের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলা দিল ট্রাবল।

গুলি বিনিময় চলছে, এর মাঝেই সোজা দৌড় দিল ওরা। প্রচণ্ড গরমে পরনের স্যুটের সুতাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, সে আওয়াজও শুনতে পেল ট্রাবল। পায়ের নীচের অবস্থা আরও খারাপ, আলকাতরা গলে গিয়ে ওর রাবারের জুতোজোড়াকে যেন গিলে খেতে চাইছে।

কিন্তু তবুও থামল না ওরা। এই তো আর দশ মিটার সামনে ওর দলের সৈন্যরা ওদেরই জন্য অপেক্ষা করছে। দুই জন ওয়ারলক নিশ্চয় গ্লাভস পরে প্রস্তুত, দরকার মনে হলেই সেবাদান কার্যে নেমে পড়বে।

BanglaBook.org

তাই বলতে গেলে চোখ বন্ধ করে ছুটল ওরা।

পাখি শিকারে নেমেছে যেন গবলিনরা। একের পর এক গুলি আর অগ্নি গোলক উড়ে যাচ্ছে দুই ভাইয়ের চারপাশ দিয়ে। এম্পোরিয়ামের সামনের দরজার দ-ও এখন আর অবশিষ্ট নেই। আচমকা সামনের দিকে ঝুঁকে এল ট্রাবল, ঢাল হিসেবে পেছনে ঝুলিয়ে রেখেছিল বোর্ডটা। ওটায় আঘাত লাগলেও, কপাল ভালো আস্তই আছে।

বোর্ড আস্ত থাকলেও, ধাক্কার চোটে উড়ে গিয়ে ভাইয়ের দেহের সাথে ধাক্কা খেল ক্যাপ্টেন। মন্দের ভালো হলো ঘটনাটা। কেননা দুই ভাই একত্রে সদর দরজা দিয়ে ভেতরে উড়ে পড়ল! কয়েক জোড়া হাত যেন ছোবল দিয়ে ওদেরকে রায়ট শিল্ডের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল।

'গ্রাব,' আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন কেল্প। 'ঠিক আছে ও?'

'আছে,' অভিজ্ঞ এক ওয়ারলক উত্তর দিল। 'কিন্তু আপনার পিঠ আস্ত আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাল সকালে টের পাবেন।'

ওয়ারলককে ঠেলে সরিয়ে দিল ক্যাপ্টেন কেল্প। 'কমাণ্ডারের কোনও হদীস পাওয়া গেল?'

মাথা নাড়ল ওয়ারলক। 'নাহ। রুট উধাও, গাজেনকে আবার ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডার করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সব কিছুর নাটের গুরু নাকি ফোয়েলি!'

সাদা হয়ে গেল ট্রাবলের চেহারা। 'ফোয়েলি! অসম্ভব!'

প্রথমে কমাণ্ডার আর এখন ফোয়েলি! নাহ, আর কোনও উপায় নেই। রাতে যে কাজটা করছে বলে দুঃস্বপ্ন দেখে, সেটাই করতে হবে এখন ওকে।

বড় করে শ্বাস টানল ট্রাবল। 'সবাই শোন। পুলিশ প্লাজার দিকে পিছু হট।

সবাই যেন আদেশ শুনে জায়গায় জমে গেল। এমনকী গ্রাবও ফোঁপাতে ভুলে গিয়েছে! পিছু হটার আদেশ! তাও আবার ট্রাবলের মুখ থেকে!

হারতে অনভ্যস্ত লেপ সৈন্যরা সরে আসতে শুরু করল। এই পিছু হটাকে হয়তো অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু ওরা জানে এটা পালিয়ে যাওয়া!

BanglaBook.org

২০

আর্কটিক শাটল বন্দর

আর্টেমিস তার সহযাত্রীদেরকে নিয়ে শাটলের বন্দরে আশ্রয় নিয়েছে। হলির অবশ্য হেঁটে আসতে হয়নি, বাটলার কাঁধে তুলে নিয়েছিল। অনেকবার আপত্তি জানিয়েছে মেয়েটি, কিন্তু কমাণ্ডারের আদেশে চুপ করতে বাধ্য হয়েছে।

'বড় সড় একটা জাদুর অপারেশন হয়ে গেল তোমার দেহে। এখন চুপচাপ শুয়ে থেকে হাত নাড়াও।' পরবর্তী কয়েকটা ঘণ্টা হলির আঙুলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকমতো ব্যায়াম না করলে ওটার পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে থাকবে আজীবন।

এই মুহূর্তে জনহীন লাউঞ্জে বসে আছে ওরা।

'পানি আছে কারও কাছে?' হলি জানতে চাইল। 'খুব তেষ্টা পাচ্ছে।'

চোখ টিপলেন রুট! কাজটা সচরাচর তিনি করেন না। 'ময়দানে শেখা একটা বিশেষ পদ্ধতি দেখাচ্ছি তোমাদের।' এই বলে কোমরে ঝোলান ক্লিপ থেকে একটা গুলি বের করলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, জিনিসটা প্লেক্সি গ্লাস দিয়ে বানানো। ভেতরে পরিষ্কার তরল দেখা যাচ্ছে।

'অতোটুকু পানিতে কী হবে?' বাটলার জানতে চাইল।

'দেখে অতোটুকু মনে হলেও, আসলে অতোটুকু না। এটা বিশেষ এক গুলি, ছোট খাটো আগুন নেভাবার জন্য যথেষ্ট। পানিকে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। আগুনের মাঝে গেলে, সেটা আবার প্রসারিত হয়। আধ লিটার পরিমাণ পানি বের হয় এটা থেকে। আমরা আদর করে নাম দিয়েছি *জমাটি*।'

'খুব ভালো, আর্টেমিস শুষ্ক কণ্ঠে বলল। 'কিন্তু গুলিটা কাজ করতে হলে তো আপনাদের অস্ত্রও কাজ করতে হবে, তাই না?'

'জরুরী না।' বলল রুট। 'অস্ত্র ছাড়াও কাজ করে।'

একটা ক্যান্টিনের মুখে গুলিটার ভোঁতা মাথা ধরে, ওটাকে খুলে ফেললেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মাঝে পানিতে ভরে উঠল পাত্রটা।

'এই নাও ক্যাপ্টেন। আমি আমার অফিসারদের সুবিধা অসুবিধার দিকে ঠিক নজর রাখি।'

BanglaBook.org

'দারুণ।' মেনে নিল আর্টেমিস।

'এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো,' খালি গুলিটা পকেটে ভরে ফেললেন কমাণ্ডার। 'এটা আরেকবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা একদম পানিভাত। তুষার দিয়ে ঢেকে দিলেই হলো, ফোয়েলির কাছেও যেতে হবে না!'

লম্বা একটা চুমুক দিল হলি, একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে জানতে চাইল, 'বি-ওয়া-কেল আমাদেরকে আক্রমণ করল! কিন্তু কেন?'

'এই ঘটনা থেকে প্রথম যেটা আন্দাজ করা যায়, তা হলো আপনাদের মাঝে কোথাও কোনও ছিদ্র আছে।' বলল আর্টেমিস। 'আমি তো ভেবেছিলাম যে এই মিশন একদম টপ সিক্রেট। আপনাদের কাউন্সিলও এর ব্যাপারে কিছু জানে না। এখানে উপস্থিত সবার বাইরে জানে শুধু ফোয়েলি!'

লাফ দিয়ে খাড়া হলো হলি। 'ফোয়েলি? বিশ্বাস করি না।'

'যুক্তি তো তাই বলে।'

'যুক্তি যা-ই বলুক, নিরেট প্রমাণ তো আর নেই।' বাঁধা দিয়ে বললেন কমাণ্ডার। 'পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামানো যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঐক্যমত জানাল বাটলার। কমাণ্ডার আসলে ওর-ই মতো একজন যোদ্ধা।

রুট থামেননি। 'এখনও শাটল বন্দরটা আমাদের হাত ছাড়া হয়নি। এখানকার লকারে যথেষ্ট রশদ আছে।'

'নিশ্চিতভাবে আমরা কী কী তথ্য জানি?' জানতে চাইল বাটলার।

এবার আর্টেমিসের মুখ খোলার পালা। 'আমরা জানি যে, গবলিনরা লেপ-এর ভেতর থেকে খবর পাচ্ছে। এ-ও জানি যে তারা লেপ-এর প্রধান, কমাণ্ডার রুটকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইছে। বাকি সংস্থাটাও তাহলে রেহাই পাবে না। সফল হতে হলে, তাদেরকে একই সাথে আক্রমণ চালাতে হবে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল হলি। 'তার মানে...'

'তারমানে পাতালেও আক্রমণ চলছে!'

'লেপ-এর বিরুদ্ধে নেমেছে বি-ওয়া-কেল? সমস্যাই না।' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল হলি।

'সাধারণ অবস্থায় কোনও ব্যাপার হবার কথা ছিল না,' মেনে নিল আর্টেমিস। 'কিন্তু এখন তো তোমাদের অস্ত্র কাজ করছে না!'

'তাদেরটাও তো কাজ করার কথা না।' বললেন রুট।

BanglaBook.org

'তত্ত্বগতভাবে কথাটা ঠিক। কিন্তু ওদের সবার অস্ত্র যদি সফটনোজ হয় তো?' বলতে বলতে আরেকটু ঘন হয়ে বসল আর্টেমিস। 'ধরে নেয়া যাক, বি-ওয়া-কেল হেভেন শহরটাকে দখল করে নিয়েছে। কাউন্সিল সদস্যরা হয় মৃত আর নয়তো বন্দি। সত্যি বলতে কী, অবস্থা ভালো না।'

দুই ফেয়ারির কেউ উত্তর দিল না। আসলেই তাই!

এমনকী আর্টেমিসেরও মন খারাপ বলে মনে হলো। ওর বাবাকে সাহায্য করার সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে এখন।

'আমার পরামর্শ হলো, কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক। এরপর রশদ নিয়ে আমরা মুরমানস্কের দিকে এগোব। বাটলার ভ্যাসিকিন নামক লোকটার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দেখুক। হয়তো ভাগ্য দেবী আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন, আমার বাবাকে ওখানেই পেয়ে যাব। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু চমকে দেবার সম্ভাবনাটা তো আছে।'

কথা বলল না কেউ। আসলে সবাই জানে কী বলা উচিৎ, কিন্তু বলতে চাচ্ছে না।

'আর্টেমিস,' অবশেষে নিরবতা ভেঙে বলল বাটলার। ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল সে। 'মাফিয়ার বিরুদ্ধে নামার মতো অবস্থায় নেই আমরা। আমাদের হাতে কোনও অস্ত্র নেই, সহযোদ্ধাদের পাতালে ফিরে যেতে হবে। তাই জাদুর সাহায্যও মিলবে না। আমরা যদি এগোই, তাহলে আর ফেরা হবে না কোনও দিন।'

একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল আর্টেমিস। 'কিন্তু বাটলার...বাবা যে আমার ধরাছোঁয়ার মাঝেই আছেন। এখন কীভাবে হাল ছেড়ে দেই!'

না চাইলেও, ছেলেটার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাব হলিকে ছুঁয়ে গেল। ও বুঝতে পারল, জীবনে সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো নিজের মনকে খুলে দিয়েছে আর্টেমিস।

'আমরা হাল ছাড়ছি না, আর্টেমিস।' নম্র কণ্ঠে বলল হলি। 'আমরা নতুন করে সব সাজিয়ে নিচ্ছি। আমরা ফিরে আসব। মনে রেখ, আঁধার যতো ঘন হয়, ভোর তত নিকটে আসে।'

ওর দিকে তাকাল আর্টেমিস। 'ভোর? ভোর কোথায় পেলে ক্যাপ্টেন? আমরা আর্কটিকে আছি, ভুলে গেলে?'

BanglaBook.org

নিজের উপরেই রাগ লাগছে ফোয়েলির। এতো শত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেবার পর, ওপাল কিনা বসে বসে সব কিছু দখল করে নিল!

পিক্সি মেয়েটার প্রশংসা করতেই হয়। পরিকল্পনা ছিল একদম সাদামাটা। সব কিছু উন্নত করে দেয়ার কন্ট্রাক্ট নেবার জন্য আবেদন করো, এরপর সবচেয়ে কম খরচের টেণ্ডার দাও। ব্যস, হয়ে গেল। লেপ-এর পক্ষ থেকে সিস্টেমে নাক গলাবার জন্য আর কোনও বাঁধা নেই!

পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটা বোতাম টিপল ফোয়েলি। কাজ হলো না কিছুই। অবশ্য কাজ হবে, এমনটা সে আশাও করেনি। ওপাল কোবোই বোকা না, হয়তো এই মুহূর্তেও ফোয়েলির উপর নজর রাখছে সে।

রাগে-দুঃখে ঘোঁত করে উঠল ফোয়েলি। একবার হারিয়েছে মেয়েটা ওকে, আর হারাতে পারবে না। ওপাল কোবোইকে মজা দেবার জন্য নিজেকে ভেঙে পড়তে দেবে না ও...

...নাকি দেবে?

দুই হাতে মাথা চেপে ধরল সেন্টর, যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোনও পরাজিত ফেয়ারির ছবি। থেকে থেকে ফোঁপাতেও শুরু করল। তবে দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে ভোলেনি।

আচ্ছা, আমি যদি ছোট কোনও ক্যামেরা হতাম, তাহলে কোথায় লুকাতাম? নিশ্চয় এমন কোনও জায়গায় যেখানে যান্ত্রিক সুইপার খুঁজবে না। যন্ত্রটার দিকে তাকালো ফোয়েলি। ছোট খাট যন্ত্রটা আসলে জটিল ছাঁদের সাথে লাগান। *ওটাই একমাত্র জায়গা, যেখানে যন্ত্রটা কোনও ক্যামেরারূপী বাগ খুঁজবে না...*

ওখান থেকেই তাহলে নজর রাখছে ওপাল! ভালো। কেননা ক্যামেরাটা যদি আসলেই ওই যন্ত্রের ভেতর থেকে থাকে, তাহলে ওটার টাইটেনিয়াম কেসিং এর ঠিক নিচে এমন একটা জায়গা থাকার কথা যেখানে ক্যামেরার নজর যাবে না। কিন্তু জায়গাটা একটু বেশিই ছোট!

BanglaBook.org

বুথের চারপাশে তাকাতে শুরু করল এবার। কোবোই এর উন্নতকরণ প্রজেক্টের পর কি কোনও জিনিসইএখানে আনা হয়নি?

হয়েছে, কিন্তু সবগুলোই জঞ্জাল। ফাইবার-অপটিক কেবলের একটা গোছা। কয়েকটা ক্লিপ আর বাজে যন্ত্র। কাজে লাগাবার মতো কিছু না।

হঠাৎ একটা ওয়ার্কস্টেশনের নিচে সবুজ আলো চোখে পড়ল ওর।

পাগলা ঘোড়াকে হার মানাবে বলে যেন পণ করেছে ফোয়েলি'র হৃদপিণ্ড। ওটা যে কী, তা সাথে সাথে বুঝতে পেরেছে সে। আর্টেমিসের ল্যাপটপটা নিশ্চয়। সাথে মডেম আর ই-মেইল পাঠাবার ব্যবস্থাও আছে। জোর করে নিজেকে শান্ত রাখার প্রয়াস পেল সে। এই যন্ত্রটা নিশ্চিতভাবেই ওপাল কোবোই এর ছাড়পোকা থেকে মুক্ত।

দুলকি চালে নিজের টুল বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল সেন্টর। হতাশাভরে তার ভেতরের যন্ত্রগুলোকে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। তবে হ্যাঁ, এতোটা হতাশও না যে, কয়েকটা তার আর কাঁচি হাতে নিতে ভুলল না। পরবর্তী ধাপ হলো ভেঙে পড়ার অভিনয় করা। দারুণভাবে সেটাও করল সেন্টর। তবে করল যেখানে হলি আর্টেমিসের ল্যাপটপটা ফেলে গিয়েছিল, ঠিক সেখানে গিয়ে।

চার পায়ের জন্য এর আগে কখনই নিজেকে এতোটা সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়নি ওর। যেখানে ক্যামেরার নজর যাবে না বলে বের করতে পেরেছিল, সেখানেই লাথি দিয়ে ল্যাপটপটা সরিয়ে দিল।

এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকভাবে করতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। ক্যামেরার নজর এড়িয়ে ল্যাপটপের ডালা খুলল ফোয়েলি, সাথে সাথে স্পীকার বন্ধ করে দেয়ার কথা ভুলল না। আদমজাতদের যন্ত্র উল্টাপাল্টা সময়ে আওয়াজ করে উঠে খুব যন্ত্রণা দেয়। এক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, ই-মেইল পাঠাবার প্রোগ্রামটা চালু হয়ে গিয়েছে।

এখন আসল সমস্যার শুরু। তারবিহীন নেটওয়ার্ক অনেক আগে থেকেই চালু হয়েছে, কিন্তু সেই নেটওয়ার্ক তো আর মাটির নিচে এসে পৌঁছায়নি! তবে এরও সমাধান আছে।

এক হাতের ভাজে মুখ লুকিয়ে, অন্য হাত দিয়ে তারের একটা মাথা বিশেষ এক স্কোপের আপলিংক পোর্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ফোয়েলি। এই তো অ্যান্টেনা পেয়ে গিয়েছে। এই স্কোপগুলো আবার আমেরিকানদের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত।

BanglaBook.org

এখন আর্টেমিস নামের আদমজাতটা খেয়াল করলেই হয়!

•

•

কোবোই ল্যাবরেটরীজ

জীবনে এমন আনন্দ আর কখনও পায়নি ওপাল কোবাই। পাতালের প্রতিটা কোনা, প্রতিটা ফেয়ারি এখন ওর হাতের পুতুল। পরিতৃপ্ত বিড়ালের মতো নেচে বেড়াচ্ছে নিজের অফিসে, একটু পর পর পর্দায় নজর ফেলে দেখে নিচ্ছে পরিস্থিতি। লেপ-এর জেতার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বি-ওয়া-কেল কিছুক্ষণের মাঝেই পুলিশ প্লাজার দখল নিয়ে নেবে। তারপর তো শহর দখল করা ছেলেখেলা।

আচমকা পর্দার এক কোনায় নতুন এক ছবি ভেসে উঠল। গাজেন ওদের নিরাপদ লাইনে যোগাযোগ করেছে। অবাক করার মতো ব্যাপার হলেও, তাকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

'ব্রায়ার, আনন্দে বলে উঠল ওপাল। 'দারুণ কাজ দেখাচ্ছে গবলিনরা। ইস, তুমি যদি এখানে থাকতে!'

'জলদিই আসব। এখন আমার লেপ-এর সাথে থাকা দরকার। হাজার হলেও, আমিই সেই নায়ক যে ফোয়েলির হাত থেকে সবাইকে উদ্ধার করবে। কাউন্সিল এরিমাঝে আমাকে আবার ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডার বানিয়েছে। আমাদের বন্দির কী খবর?'

ফোয়েলিকে যে পর্দায় দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকাল ওপাল। 'মায়াই লাগছে বেচারার জন্য। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো পালাবার জন্য কোনও ফন্দি খাটাবে লোকটা। কিন্তু না, বেচারা একদম ভেঙে পড়েছে।'

গাজেনের হাসি বড় হয়ে গেল। 'আশা করি কিছুক্ষণের মাঝে আত্মহত্যাও করবে।' পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল হাসি। 'লেপ-এর কী খবর? কেউ কোনও ফন্দি ফিকির আঁটছে না তো?'

BanglaBook.org

'নাহ, তুমি যেমনটা আন্দাজ করেছিলে, তেমনটাই হচ্ছে। সবাই পুলিশ প্লাজায় গিয়ে গর্তে লুকাচ্ছে। ভালো কথা, সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেব?'

মাথা নাড়ল গাজেন। 'না, থাকুক। কারও মাথায় কোনও বুদ্ধি এলে, নিজেদের আপাত *নিরাপদ* চ্যানেলেই সেটা নিয়ে আলোচনা করবে ওরা। তবে কান পেতে রেখ।'

ওপাল পর্দার কাছে চলে এল। 'প্রিয় ব্রায়ার, আমাকে আরেকবার ভবিষ্যতের গল্প শোনাও!'

বিরক্তি খেলা করে গেল গাজেনের চেহারায়। কিন্তু আজ অন্তত ওর খোশমেজাজকে চেপে রাখাটা অন্যায় হবে। 'কাউন্সিলকে জানান হয়েছে, ফোয়েলি তার অপারেশন বুথ থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে। কিন্তু ভয় নেই, তুমি সেন্টরের সব প্রোগ্রামকে নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে আসবে। পুলিশ প্লাজার ডি.এন.এ. কামানের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেবে লেপ-এর হাতে। এরপর আর কী? পরাজিত হবে গবলিনরা। আমি হব লেপ-এর নায়ক, আর তুমি আমার নায়িকা। পরবর্তী পাঁচশ বছর, সশস্ত্র সেনার সব ধরনের কন্ট্রাক্ট থাকবে কোবোই ল্যাবরেটরীজের কাছে।'

'আর তারপর?' সুখ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে ওপাল।

'আর তারপর আমরা দুনিয়ার বুক থেকে আদমজাতের চিহ্নও ধুয়ে মুছে শেষ করে ফেলব। এটাই ভবিষ্যৎ।'

BanglaBook.org

আর্কটিক শাটল টার্মিনাল

বেজে উঠল আর্টেমিসের ফোন। ব্যাপারটা একদম আশা করেনি বলে চমকে উঠল ও। হাত দিয়ে টেনে খুলল একটা হাতের দস্তানা, ফোনটা তুলে নিল সেই হাতে।

'টেক্সট মেসেজ।' বলল সে। 'এই নাম্বারটা বাটলার ছাড়া আর কারও কাছে নেই।'

'নেই না বলে বলো,' বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল হলি। 'এতোদিন ছিল না।'

পাত্তা দিল না আর্টেমিস। 'নিশ্চয় ফোয়েলি যোগাযোগ করেছে। অনেক দিন হলো আমার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজর রাখছে ও। হয় সে আমার কম্পিউটার ব্যবহার করছে, আর নয়তো দুই ব্যবস্থা এক করার উপায় আবিষ্কার করেছে।'

'বুঝলাম।' এক সাথে বলে উঠল বাটলার আর রুট। মিথ্যা কথা বলছে!

হলিকেও প্রভাবিত বলে মনে হলো না। 'কী লিখেছে, তাই বলো।'

'নিজেই পড়ে নাও,' মোবাইল এগিয়ে দিল আর্টেমিস।

প্রতিটা লাইন পড়ার সাথে সাথে, হলির চেহারা রঙ পরিবর্তন করা শুরু করল...

কমান্ডার রুন্নট। পাতালে সমস্যা। গবলিন বিদ্রোহ। পুলিশ পম্পাজার পতন। গাজেন+কোবোই দায়ী। অস্ত্র বা যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ডিএনএ কামান শত্রুদের হাতে। বুথে আটক আমি। বেঁচে থাকলে সাহায্য করুন। মরে গেলে, আর্টেমিস, রঙ নাম্বার ধরে নাও!

ঢোক গিলল হলি, হঠাৎ করে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। 'পরিস্থিতি ভালো না।'

লাফ দিয়ে উঠলেন রুট। হলির হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিলেন যন্ত্রটা, নিজেই পড়তে চান।

'আসলেই না!' কয়েক মুহূর্ত পর বললেন তিনি। 'কিন্তু তাই বলে গাজেন! কেন যে আগে টের পেলাম না! ফোয়েলিকে মেসেজ পাঠানো যায় না?'

এক মুহূর্ত ভাবল আর্টেমিস। 'নাহ, নেটওয়ার্কের অবস্থা ভালো না। মেসেজ যে পেয়েছি, তাই তো বেশি।'

'তুমি কোনও ব্যবস্থা করতে পার না?'

'পারি তো। সময় লাগবে মাস ছয়েক, আর সেই সাথে কিছু বিশেষ যন্ত্র। ওহ, হ্যাঁ, আর তিন কিলোমিটার লম্বা ইস্পাতের পাত।'

ঘোঁত করে উঠল হলি। 'হায়রে আমার অপরাধী!'

'শশ,' বাটলার ওর কাঁধে হাত রাখল। 'আর্টেমিস কিছু একটা ভাবছে।'

'আমাদের হাতে দুটো উপায় আছে, কিছুক্ষণ পর বলল ও। কেউ বাঁধা দিল না ছেলেটাকে, এমনকী হলিও চুপ করে আছে। হাজার হলেও আর্টেমিসের তুলনা আসলেই কেবল আর্টেমিস।

BanglaBook.org

'প্রথমত আমাদের কিছু মনুষ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার। বাটলার ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'উহু।' নাকচ করে দিলেন রুট।

'পরে স্মৃতি মুছে ফেললেই তো হয়।' বলল আর্টেমিস।

'সব সময় প্রযুক্তিটা কাজ করে না। পরে দেখা যাবে, একদল মার্সেনারি হেভেন শহর দখল করে বসে আছে!'

'তাহলে আমাদেরকে কোবোই ল্যাবরেটরীজে অনুপ্রবেশ করে ক্ষমতা লেপ-এর হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'বলিহারি বুদ্ধি,' ঘোঁত করে উঠল কমাণ্ডার। 'কোবোই ল্যাবরেটরীজে ঢুকবে? মাথা ঠিক আছে তো? পুরো স্থাপনাটা শক্ত পাথরের উপর অবস্থিত। কোনও জানালা নেই। বোমা ফেলেও দেয়ালের কিছু করতে পারবে না। ওটার একশ মিটারের ভেতরে যদি কোনও অনাহূত আগন্তুক আসে তো...' কথা শেষ করার দরকার হলো না।

শিষ দিয়ে উঠল বাটলার। 'বেসামরিক একটা কোম্পানির এতো কী নিরাপত্তা দরকার?'

'ঠিক বলেছ, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রুট। 'কিন্তু কোবোই বিশেষ অনুমোদন প্রাপ্ত। আমার সইও রয়েছে অনুমোদন পত্রে!'

'তাহলে আর উপায় নেই,' কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল বাটলার। 'নীল নকশা পাওয়া ছাড়া একেবারেই অসম্ভব।'

'ডি'আরভিট।' বলে উঠলেন কমাণ্ডার। 'কখনও ভাবিনি কথাটা বলব। কিন্তু এই কাজের যোগ্য মাত্র একজন ফেয়ারিই ছিল দুনিয়ায়...'

নড করল হলিও। 'হ্যাঁ, মালচ ডিগামস।'

'ডিগামস?'

'হ্যাঁ, বামন একটা। আজীবন অপরাধ করে গিয়েছে। কিন্তু আফসোসের কথা, গত বছর তোমার ম্যানরে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে মারা গিয়েছে সে।'

'আমার মনে আছে।' মন্তব্য করল বাটলার। 'আরেকটু হলেই মাথা উড়িয়ে নিয়ে যেত।'

মৃদু হাসলেন রুট। 'আট বার বামনটাকে আটক করেছিলাম আমি। শেষ বার করেছিলাম কোবোই ল্যাবে চুরি করে ঢোকার অপরাধেই। যতদূর মনে পড়ে, দালান নির্মাণের কন্ট্রাক্টরের ভেক ধরেছিল মালচ আর তার কাজিন। কোবোই

BanglaBook.org

উঠে বসল আর্টেমিস। 'আলকেমি ভ্যাট! আপনাদের আলকেমি ভ্যাট আছে?'

'নোলা সামলাও, আদমজাত। এখনও পরীক্ষাধীন পর্যায়ে আছে। এমনকী ওপাল কোবোই-ও এখন পর্যন্ত অন্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তর করতে পারেনি!'

'ওহ,' হতাশ শোনাল আর্টেমিসকে।

'বিশ্বাস করবে কিনা, আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন রুট। 'আমি ওই অপরাধীকে খুব মিস করি। অপরাধী হলেও...হয়তো উপর থেকে এই মুহূর্তে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে সে!'

'আসলে কী কমাণ্ডার,' অপরাধী স্বরে বলল হলি। 'মালচ ডিগামস এই মুহূর্তে লস অ্যাঞ্জেলস-এ আছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় এগারোঃ মালচের দিন, মালচের রাত

লস অ্যাঞ্জেলস, ইউ.এস.এ.

মালচ ডিগামস এই মুহূর্তে এক অস্কার জয়ী অভিনেত্রীর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য মহিলা তা জানেন না।

আর মালচের উদ্দেশ্য যে ভালো কিছু না, তা তো বলাই বাহুল্য। জন্ম চোর বামনটা।

টাকার দরকার নেই মালচের। আর্টেমিস ফাউলের মামলাটা থেকে ভালোই কামিয়ে নিয়েছে সে। বেভারলি হিলসের উপরে একটা পেন্টহাউজ ভাড়া করেছে। সেই সাথে পাইওনিয়ার এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেম লাগিয়ে নিয়েছে ঘরে। অন্তত এক দশক চলবে, এমন চলচিত্রের সংগ্রহ আছে ওর। এখন শুধু আরাম আর বিশ্রাম।

কিন্তু জীবনটা যে সরল রেখায় চলে না। শতাব্দি পুরনো অভ্যাস প্রায়শই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। জেমস বণ্ডের মুভিগুলোর অর্ধেক শেষ করে মালচ বুঝতে পারল, পুরাতন জীবনটার অভাববোধ করছে সে। দিন কয়েক পরেই দেখা গেল, পেন্টহাউজের অসামাজিক অধিবাসী, মাঝরাতে বাইরে ঘোরাফেরা করা শুরু করেছে!

সাধারণত অন্য কারও ঘরের ভেতরে গিয়েই শেষ হয় এই ঘোরাফেরা।

প্রথম প্রথম কেবল চুরি করে ঢোকার মধ্যেই মালচ সীমাবদ্ধ রেখেছিল তার কর্মকাণ্ড। আদমজাতের বানানো নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কাঁচকলা দেখিয়েই আনন্দ পেত। এরপর শুরু হলো প্রতিটি ঘর থেকে স্মারক নেয়া। ছোট খাট জিনিসই নিত সে। হয়তো কোনও কাঁচের পানপাত্র, হয়তো কোনও অ্যাসট্রে...হালকা ক্ষুদা লাগলে একটা দুইটা বিড়াল। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর ভেতরের ঝানু চোরটা মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। সোনার বার, হীরার দুল আর খুব বেশি ক্ষুদা লাগলে পিট বুল বা টেরিয়ার।

BanglaBook.org

অস্কার চুরি করার এই নেশাটা সদ্য গজিয়েছে। নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গিয়ে চুরি করেছিল একটা। সেরা চিত্রনাট্যের ছিল দেয়া হয়েছিল পুরস্কারটা। পরের দিন দেশের সবগুলো খবরের কাগজে ছাপা হলো সেই চুরির খবর।

সেই থেকে শুরু।

পরবর্তীতে চোদ্দ দিনের মাঝে সেরা সাউণ্ডট্রাক আর সেরা স্পেশাল ইফেক্টের পুরস্কার দুটো ঝোলায় পুড়ল মালচ। ট্যাবলয়েডগুলো যেন পাগল হয়ে গেল। বিশেষ এক নামও দেয়া হলো তাকেঃ দ্য গ্রাউচ, সেসেমি স্ট্রিটের অস্কার দ্য গ্রাউচের নামে নাম।

এদিকে ট্যাবলয়েডগুলোয় লেখা পড়ে, আর আনন্দে বুক ভরে ওঠে মালচের। প্রাণ ভরে পায়ের আঙুলগুলো নাড়ায়। বামনদের পায়ের আঙুল, তাদের হাতের আঙুলের মতোই নড়নক্ষম। তবে গন্ধের কথা যত কম বলা যায়, ততোই ভালো। আঙুল নাড়াতে নাড়াতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মালচ-অস্কারের পুরো সেট ওর চাই-ই চাই।

পরবর্তী ছয় মাস ধরে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াল যেন গ্রাউচ, আজকে এখানে চুরি করছে তো কাল ওখানে। এমনকী একবার ইতালিতে গিয়ে সেরা বিদেশী ছবির পুরস্কারটা নিয়ে আসতেও ভুল করল না। বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে একটি কেবিনেট বানিয়ে নিল সে। নিজেকে মনে হলো-পুনরজ্জীবিত!

বলাই বাহুল্য, গ্রাউচের হাত থেকে নিজেদের সম্পদকে বাঁচাতে, দুনিয়ার প্রত্যেক অস্কার বিজেতা যার যার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রয়াস পেল! অবশ্য মালচের তাতে আপত্তি নেই। যতো কঠিন হয়, ততোই মজা। পাঠকরা-ও তাই চায়! আর তারা যা চায়, দ্য গ্রাউচ তা দেবে। দিনের আলোতে যখন মালচ বাইরে বেরোতে পারে না, তখন সময় কাটায় এসব চুরি নিয়ে চিত্রনাট্য লিখে।

আজকের রাতটা বিশেষ এক রাত। আজ রাতে পূর্ণ হবে ওর অস্কার সংগ্রহ। সেরা অভিনেত্রীর অ্যাওয়ার্ডের দিকে ওর নজর। তবে যে সে অভিনেত্রী নয়, জ্যামাইকান সুন্দরী, ম্যাগি ভি-এর পুরস্কারটা হাতাতে চলেছে মালচ। সুন্দরী সবার সামনে চ্যালেঞ্জ করেছে ওকে। বলেছে, দ্য গ্রাউচ যদি তার পুরস্কার চুরি করতে আসে, তাহলে পালাবার পথ পাবে না!

আর কী চাই মালচের?

BanglaBook.org

মহিলার অ্যাপার্টমেন্ট খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। দশ তলা লম্বা একটা দালানে থাকে মহিলা। মালচের পেন্টহাউজ থেকে হাঁটা দূরত্বে।

একদম উপরের তলায় থাকে ম্যাগি ভি। লিফট বা শ্যাফট ব্যবহার করার উপায় নেই কোনও। যা করার, বাইরে থেকে করতে হবে।

কাজটা করার জন্য, গত দুই দিন ধরে পানি জাতীয় কিছু পান করেনি মালচ। বামনদের দেহের রন্ধ্রগুলো কেবল ঘাম বের করে দেয়ার জন্য নয়। তারা আর্দ্রতাকেও শুষে নেয়। আবদ্ধ পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে গুহাধ্বসের সময় যখন দিনের পর দিন মাটির নিচে আটকা পড়তে হয় বামনদের, তখন শারীরিক এই বৈশিষ্ট্যটা খুব কাজে দেয়। মুখে পান করার মতো পানি না পেলেও, ত্বকের প্রতিটা ইঞ্চি আশেপাশের মাটি থেকে পানি টেনে নিতে পারে। মালচ এখন যে রকম তৃষ্ণার্ত, তাতে ওর দেহের প্রতিটি রন্ধ্র পাগলের মতো চারপাশ থেকে বাতাস শুষে নিচ্ছে। লম্বা দেয়াল বেয়ে ওঠার সময় ব্যাপারটাকে কাজে লাগানো যাবে।

জুতা আর দস্তানা খুলে, মাথায় একটা চোরাই লেপ-হেলমেট গলিয়ে নিল মালচ। উঠতে শুরু করল দেয়াল বেয়ে!

৯৩) ৪৮৭·

স্যাট ই৯৩

ভাগ্য ভালো কমাণ্ডার রুটের চোখ দিয়ে আগুন বেরোয় না, নয়তো এতক্ষণে পুড়ে কয়লা হয়ে যেত হলি। অগ্নিদৃষ্টি এড়াবার প্রয়াস পেল সে, মন দিল শাটল চালানোয়।

'তুমি জানতে? তুমি জানতে যে মালচ বেঁচে আছে!'

'নিশ্চিত ছিলাম না, স্যার। ফোয়েলি আন্দাজ করেছিল, কিন্তু...'

মনে হলো হাত দিয়ে ফোয়েলির গলা চেপে ধরার প্রাকটিস করছেন কমাণ্ডার। 'ফোয়েলি! ও ছাড়া আর কে হবে?'

BanglaBook.org

পেছনের সীটে বসা আর্টেমিস স্মিত হাসল। 'ঝগড়া করে লাভ কী? আমাদের এক হয়ে কাজ করতে হবে।'

'ফোয়েলির আন্দাজের ব্যাপারটা দয়া করা আমাকে খুলে বলবেন, ক্যাপ্টেন?' আদেশ আর বিদ্রুপ, দুটোই ঝড়ে পড়ল কমাণ্ডার গলা দিয়ে।

'মালচের ওভাবে মারা যাওয়াটা ফোয়েলির মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। হাজার হলেও, ফেয়ারিদের মাঝে ও-ই সবচাইতে ভালো সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারে!'

'তাহলে আমাকে বলেনি কেন?'

'আন্দাজ করেছিল, স্যার। আপনি তো আবার আন্দাজকে পাত্তা দেন না।'

নড করলেন রুট, কথাটা হলি ভুল বলেনি। আন্দাজকে পাত্তা দেবার সময় তার নেই।

'তাই ফোয়েলি হাত ফাঁকা থাকলে, এদিক ওদিক একটু খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছে। প্রথমেই বুঝতে পেরেছিল, ফাউল ম্যানর থেকে ফিরে আসা স্বর্ণের ওজন একটু কম। ওর হিসেব মতে, অন্তত দুই ডজন সোনার বার কম ছিল ওখানে।'

দূর্গন্ধযুক্ত সিগার ধরালেন কমাণ্ডার। 'শুনে তো মালচের কাজ বলেই মনে হচ্ছে।'

'আপনি তো জানেনই, লেপ-এর সব সম্পত্তির উপর একধরনের সোলিনিয়াম নির্ভর ট্রাকার ছড়িয়ে দেয়া হয়। ওই সোনার বারগুলোতেও হয়েছিল। সেই ট্রাকার স্ক্যান করে ফোয়েলি দেখতে পায়, সবগুলো বার লস অ্যাঞ্জেলসের এলাকার মধ্যেই আছে! বেশিরভাগ সিগন্যাল এসেছে বেভেরলি হিলসের ক্রাউলি হোটেল থেকে। দালানটার কম্পিউটার হ্যাক করে দেখতে পায়, ওটার পেন্টহাউজে বর্তমানে ল্যান্স ডিগার নামের এক অধিবাসী বর্তমানে বাস করছে।'

খাড়া হয়ে গেল রুটের কান। 'ডিগার?'

'হুম, বলল হলি। 'কাকতালীয় হবার কথা না। ফোয়েলি আমাকে জানিয়েছিল, কিন্তু আমি বলেছিলাম, পারলে যেন স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ছবি দেখে নিশ্চিত হয়ে আপনার কাছে যায়। ঝামেলা হলো...

'মিস্টার ডিগারের ছবি পাওয়াটা সম্ভব হয়নি, এই তো?'

'ঠিক ধরেছেন।'

লাল হয়ে গেল রুটের চেহারা। 'হারামী মালচ! কিন্তু কাজটা করল কীভাবে?'

BanglaBook.org

শ্রাগ করল হলি। 'আমাদের ধারণা, আশেপাশের কোনও একটা প্রাণির চোখে নিজের আইরিস ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছিল ও। সম্ভবত কোনও খরগোশের চোখে।'

'খুন করব চোট্টাটাকে, সামনের প্যানেলে থাবা বসালেন রুট। 'এই মরার জিনিস আর দ্রুত চলে না?'

৪·

লস অ্যাঞ্জেলস

দালান বেয়ে উঠতে খুব একটা কষ্ট করতে হলো না মালচকে। বাইরেও নিরাপত্তা ক্যামেরা লাগানো ছিল বটে, কিন্তু ফেয়ারি হেলমেটের কারিশমায় সেগুলোর অবস্থান সহজেই বুঝতে পারল ও। যন্ত্রগুলোকে ফাঁকি দিতে তাই বিন্দু মাত্র কষ্ট হলো না।

এক ঘণ্টার মাঝেই দেখা গেল, বামনটা ম্যাগি ভি'র অ্যাপার্টেমেন্টের বাইরে ঝুলছে! জানালাগুলোয় বুলেটপ্রুফ কোটিং ব্যবহার করা হয়েছে। এই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা আর কী বলব! ভাবল মালচ। সবগুলো পাগল!

স্বভাবতই, জানালার উপরের দিকে একটা অ্যালার্ম পয়েন্ট লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সাথে দেয়ালে যে ডজন খানেক মোশন সেন্সর আছে, তা বলাই বাহুল্য।

খনিতে হীরা পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ এক পদার্থ ব্যবহার করে বামনরা, সেটা ব্যবহার করে গ্লাস কেটে ফেলল ও। এরপর হেলমেট ব্যবহার করে ঘরের ভেতরে থাকা মোশন সেন্সরগুলোর ক্ষমতা বোঝার প্রয়াস পেল। বুঝতে পারল, ওগুলো মেঝের উপর লাগান। ব্যাপার না, এমনিতেও মেঝে ব্যবহার করার ইচ্ছা ওর ছিল না।

দেয়াল ধরেই এগোতে লাগল বামন, অস্কার ট্রফিটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জিনিসটা যেকোনও জায়গায় লুকানো থাকতে পারে। এমনকী ভয়ে ম্যাগি ভি ওটাকে বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমালেও মালচ অবাক হবে না। যাই হোক, খুঁজতে যখন হবেই, তখন এই ঘর থেকে শুরু করাই ভালো।

BanglaBook.org

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিও তাই...

হেলমেটের এক্স-রে ফিল্টারটা চালু করে দিল মালচ, দেয়ালের আড়ালে কোনও সিন্দুক লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু লাভ হলো না দেখে এবার মেঝের দিকে নজর দিল। আজকাল আদমজাত চালাক হতে শুরু করেছে।

কাজ হলো, ওই যে নকল কার্পেটের নিচে একটা ধাতব ঘনকাকৃতি দেখা যাচ্ছে!

ট্যাবলয় সাংবাদিকদের প্রিয় দ্যা গ্রাউচ, ছাদ থেকে ঝুলতে ঝুলতে মোশন সেন্সরের দিকে হাত ভাড়াল। আছে করে যন্ত্রটার ঘাড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যেন ছাদের ফাঁকা একটা অংশের দিকে থাকে তার নজর। এখন মেজেতে নামা নিরাপদ।

কার্পেটের উপর এসে নামল মালচ। নিচে প্রেশার প্যাড নেই বুঝতে পেরে নকল অংশটাকে টেনে সরালো। ঘরের মেঝেটা কাঠের, আর এই অংশে মেঝের সাথে একটা হ্যাচ লাগানো আছে। খালি চোখে কোনও সাধারণ মানুষ দেখতেই পাবে না!

কিন্তু মালচ কোনও সাধারণ মানুষ না, ওর চোখও এই মুহূর্তে খালি নয়!

একটা নখ ব্যবহার করে হ্যাচটা খুলে ফেলল মালচ, সিন্দুকটা দেখে হতাশ হয়নি বললে মিথ্যা হবে। এমনকী লেড দিয়ে লাইনিং-ও দেয়া হয়নি এটাকে! এক্স-রে'এর সাহায্যে ভেতরের কলকব্জা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। তিন অক্ষরের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তালা বন্ধ করা হয়েছে।

ফিল্টার বন্ধ করে দিল মালচ। এক্স-রে ব্যবহার করে তালা খোলার কোনও অর্থ হয়! সিন্দুকের ডালায় কান লাগাল বামন। পনেরো সেকেন্ডও টিকল না তালাটা।

অন্ধকারের সোনালী আভা উঁকি দিল ভেতর থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে বিশাল এক ভুল করল মালচ, স্বস্তিতে দেহটাকে ছেড়ে দিল। ভেতরে যে ফাঁদ থাকতে পারে, সে কথা না ভেবেই তুলে ফেলল ট্রফিটাকে।

অথচ ফাঁদ একটা ছিল সিন্দুকে। ট্রফিটার তলায় চৌম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করে একটা তার লাগানো ছিল। যখন ওটাকে টেনে তোলা হলো, তখন-ই যেন ভেঙে পড়ল নরক!

BanglaBook.org

অধ্যায় চার

স্যুট ইন্ড

পাতালের তিন হাজার মিটার নিচে থাকা অবস্থায় অটো-পাইলট চালু করে দিল হলি, শাটলটা এখন এখানেই থাকবে। সীট বেল্ট খুলে অন্যদের সাথে শাটলের পেছনের অংশে যোগ দিল।

'সমস্যা দুইটা, প্রথমত আরও নিচে নামলে স্ক্যানারগুলো আমাদের উপস্থিতি ধরে ফেলবে।'

'দ্বিতীয়টা শুনতেই মন চাচ্ছে না!' বলে উঠল বাটলার।

'দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এই এলাকার স্যুটগুলো অনেকদিন ধরেই বন্ধ। যার অর্থ সাপ্লাই টানেলগুলো ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের ভেতরে যাবার কোনও উপায় নেই।'

'এটা কোনও সমস্যা হলো?' বললেন রুট। 'আমরা দেয়াল ভেঙে ঢুকে যাব!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি। 'কীভাবে ভাঙবেন কমাণ্ডার? এটা তো একটা কূটনৈতিক শাটল। এখানে কোনও অস্ত্রই নেই।!'

বাটলার মুনবেল্ট থেকে দুটো ছোট আকৃতির বোমা বের করল। 'এগুলো দিয়ে হবে? ফোয়েলি দিয়ে দিয়েছিল!'

গুঙিয়ে উঠল আর্টেমিস, দেহরক্ষী যে ব্যাপারটা পছন্দ করতে শুরু করেছে তা পরিষ্কার!

BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচ

লস অ্যাঞ্জেলস

'ওহ, হো।' মালচের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দ দুটো।

কয়েক মিনিটের মাঝে পরিস্থিতি খারাপ থেকে ভয়াবহের দিকে চলে গিয়েছে। সিকিউরিটি সার্কিট ভেঙে যাবার সাথে সাথে ঘরের পাশের একটা দরজা খুলে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই দুটো বিশাল আকৃতির জার্মান শেপার্ড এসে প্রবেশ করল ঘরটিতে। তাদের পেছন পেছন এল আরেক বিশালদেহী লোক।

'ভালো কুত্তা,' বিড়বিড় করে বলল মালচ, হাত চলে গিয়েছে প্যান্টের পেছনে।

৪

স্যাট ই৯৩

শাটলের কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করে দেয়ালের কাছে বাহনটাকে নিয়ে এল হলি।

'এরচেয়ে বেশি আর যাওয়া যাবে না।' বলল সে।

ঘোঁত করে উঠলেন কমাণ্ডার রুট। পোর্টের দিকের একটা উইঙের সাথে ঝুলছেন তিনি, দুই পায়ে দুটো বোমা বহন করছেন।

'আরেক মিটার,' মাইকে বললেন তিনি। 'এক মিটার গেলেই হবে।'

'সম্ভব না, কমাণ্ডার।'

নিচের দিকে একবার তাকানোর ঝুঁকি নিলেন তিনি। পাগলামী...পাগলামী ছাড়া আর কিছুই করছি না। ভাবলেন তিনি। অন্য কোনও পথ নিশ্চয় আছে।

হাল ছেড়ে দেবার ঠিক আগ মুহূর্তে চোখের সামনে যেন মালচকে দেখতে পেলেন তিনি। সালফারের কাজও হতে পারে, আবার হতে পারে ভুল দেখা! কিন্তু কমাণ্ডার রুট শপথ করে বলতে পারেন, মালচের ছবি দেয়ালে ফুটে উঠেছে। বেয়াদপটা মুচকি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

অপরাধীর কাছে হার মানবেন রুট? অসম্ভব!

জাম্পস্যুটে হাতটা মুছে নিলেন তিনি। 'তুমি তৈরি তো?'

'অবশ্যই, কমাণ্ডার।' উত্তর দিল হলি। 'আপনি ফিরে আসা মাত্র আমরা এখান থেকে দূরে সরে যাব।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

বেল্ট থেকে একটা পিটন ডার্ট ছুঁড়লেন রুট, টাইটেনিয়াম দিয়ে বানান মাথাটা পাথরের মাঝে প্রবেশ করল একদম সহজেই। পিটনের সাথে পাঁচ মিটার লম্বা তার লাগান।

হায় রে জুলিয়াস, বিদ্রুপ করল মালচ। দেখা যাক তোমার দৌড়!

'মুখ বন্ধ করো, ক্রিমিনাল।' বলেই নিজেকে পিটনে বাঁধা তারের হাতে ছেড়ে দিলেন তিনি। দেয়ালটা যেন দৌড়ে এল তার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করলেন তিনি। আশা করলেন, দেহের কোনও কিছু ভেঙে যায়নি। কেননা রাশিয়া ভ্রমণের পর, ভাঙা হাড় জোড়া দেবার মতো জাদু অবশিষ্ট নেই তার ভাণ্ডারে।

শাটল থেকে লেজার ফেলে সাপ্লাই টানেলের মুখ দেখিয়ে দিয়েছে হলি। ওখানেই বোমা দুটো লাগালেন রুট।

'ডিগামস, আমার হাত থেকে তুমি বাঁচবে না।' দুটো গর্তে বোমা দুটো ঢুকিয়ে দেবার সময় বললেন তিনি। প্রতিটার ক্যাপসুলে লাগানো ডেটোনেটর চালু করে দিলেন। এখন আর মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড সময় হাতে পাবেন।

শ্যুটের দেয়াল থেকে ঝুলছিলেন এতোক্ষণ, এবার আরেকটা পিটন ডার্ট শাটলের দিকে লক্ষ করে ছুঁড়ে দিলেন। সাধারণত এতো কাছ থেকে তিনি মিস করেন না, চোখ বন্ধ করে ছুঁড়লেও মিস করার কথা না। কিন্তু সেটা সিমুলেশনে, শ্যুটের ভেতরের অবস্থা ভিন্ন।

একদম গুলি ছোঁড়ার মুহূর্তটাকেই, ছোট একটা ঘূর্ণি শাটলটাকে এসে আঘাত করল। সাথে সাথে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি ঘুরে গেল বাহনটা। এক মিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ডার্ট, নিচের অন্ধকার হারাতে সময় নিল না। রুটের হাতে এখন দুটো উপায় আছে। এক, ওই পিটনটাকে আবার গুছিয়ে নেয়া। আর দুই, ওটাকে ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট ডার্টটা দিয়ে আবার চেষ্টা করা। ভেবে চিন্তে আবার চেষ্টা করারই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, তাই পিটন ডার্টটার সাথে লেগে থাকা তার খুলে ফেলে দিলেন।

কাজটা করার মাত্র এক মুহূর্ত পর তার মনে পড়ল, এটাই সেই অবশিষ্ট ডার্ট। কেননা একটা তো তিনি ইতিমধ্যে আর্কটিকে ব্যবহার করে ফেলেছেন!

'ডি'আরবিট।' ডার্টের খোঁজে বেল্টে হাত দিলেন রুট, তবে জানেন যে ওখানে কিছু পাবেন না।

BanglaBook.org

'সমস্যা, কমাণ্ডার?' কন্ট্রোলের সাথে যে হলিকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তা ওর কণ্ঠ থেকে পরিষ্কার।

'ডার্ট ফুরিয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মাঝেই বোমা ফাটবে।'

অল্প কিছুক্ষণ নিরব রইল দুই লেপ অফিসার। এখন খুব লম্বা চিন্তা বা পরিকল্পনা করার সময় নেই। মুনোমিটারের দিকে তাকালেন রুট, আর মাত্র পঁচিশ সেকেণ্ড বাকি আছে।

'ইয়ে...কমাণ্ডার,' অবশেষে যখন হলির কণ্ঠ শোনা গেল, তখন সেটাকে খুব একটা উৎসাহী বলে মনে হলো না। 'আপনার পরনে কি ধাতব কিছু আছে?'

'হ্যাঁ।' হতবাক রুট জবাব দিলেন। 'আমার ব্রেস্টপ্লেট, ব্যাজ, ব্লাষ্টার, বাকল। কেন?'

শাটলটা আরেকটু কাছে নিয়ে এল হলি, এর চাইতে বেশি কাছে আসাটা আত্মহত্যা হবে।

'কীভাবে বলি! আচ্ছা, আপনার পাঁজরের হাড়ের প্রতি কি আপনি খুব অনুরক্ত?'

'কেন এসব প্রশ্ন করছ?'

'আপনাকে উদ্ধার করার একটা উপায় পেয়েছি।'

'কীভাবে?'

'বলতে পারি, তবে আপনার তা পছন্দ হবে না।'

'আমাকে বলো, ক্যাপ্টেন। আমি আদেশ করছি!'

হলি হলল তাকে।

বলাই বাহুল্য, বুদ্ধিটা তার পছন্দ হলো না!

BanglaBook.org

লস অ্যাঞ্জেলস

বামন বাতকর্মের প্রসঙ্গ এতোটাই বাজে আর বিবমিষাকর যে তারা নিজেরাও ওসব নিয়ে কথা বলে না। এমন অনেক বামন মহিলার কথা জানে মালচ, যারা তার স্বামীদেরকে বাড়িতে বাতকর্ম করার জন্য ছেড়ে গিয়েছে! কিন্তু কী আর করা, ওরা

শারীরিকভাবেই বেশি গ্যাস উৎপন্ন করে। চোয়াল আলগা করলে, একেকজন বামন সেকেণ্ডে কয়েক কিলোগ্রাম মাটি পর্যন্ত গিলে নিতে পারে। এই বিশাল পরিমাণ মাটির সাথে মিশে থাকে বাতাস। এসব পায়ুপথ ছাড়া আর যাবে কোথায়?

বিগত কয়েক মাসে এক বিন্দু মাটি খায়নি মালচ। তবে দরকার পড়লে কিছু গ্যাস তৈরি করা ওর জন্য কোনও ব্যাপারই না।

আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কুকুরগুলো। কয়েক মুহূর্তের মাঝে ওকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে প্রাণী দুটো। মন দিয়ে গ্যাস উৎপাদনের কাছে মন দিল মালচ। পাকস্থলীতে বুদবুদের উপস্থিতি অনুভব করল ও। দাঁতে দাঁত চাপল, বাঁচতে হলে ছোট-খাট কয়েকটা বুদবুদে কাজ হবে না।

বিশালদেহী লোকটা হাতে ধরা হুইসেলে ফুঁ দিল। দম দেয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে সামনে এগোল কুকুর দুটো। গ্যাস ছেড়ে দিল মালচ, এক লাফে উঠে গেল ছাদের কাছাকাছি। ওর তৃষ্ণার্ত রন্ধ্রগুলো আপাতত নিরাপদে ছাদের সাথে লাগিয়ে রাখল ওকে।

অবাক হয়েছে সবাই, কিন্তু কুকুর দুটো যেন মাথায় বাড়ি খেয়েছে। খাদ্য পিরামিডে অবস্থিত সব প্রানিকেই কামড়াবার সৌভাগ্য হয়েছে ওদের। কিন্তু এরকম প্রাণী এর আগে আর দেখেনি। এমনিতেই কুকুরের নাক অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়। তার উপর মালচের বাতকর্মের ফলে সৃষ্ট বাজে গন্ধ ওদেরকে চমকে দিয়েছে!

আরও কয়েকবার হুইসেল বাজাল লোকটা, কিন্তু লাভ কী? তারপরও পরিস্থিতির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল তার, সেটা মালচের বায়ু ত্যাগের সাথে সাথে তা-ও মিলিয়ে গিয়েছে।

কুকুরগুলোর নাক পরিষ্কার হবার সাথে সাথে তারা লাফ দিতে শুরু করল। লক্ষ্য মালচ!

ঢোক গিলল মালচ। গবলিনদের চাইতেও কুকুরদের বুদ্ধিমত্তা বেশি। কিছুক্ষণে মাঝেই ওরা যে আসবাবের উপরে উঠে লাফাতে শুরু করবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই!

জানালার দিকে এগোল মালচ, কিন্তু বিশালদেহী লোকটা ওর আগেই ওখানে পৌঁছে গেল। লোকটার হাত কোমরের বেল্টের উপরে, অস্ত্র বের করে আনতে চাইছে। গুরুতর থেকে ভয়াবহ অবস্থা হতে চলছে দেখি!

BanglaBook.org

বামনদের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু বুলেটপ্রুফ চামড়া তাদের মাঝে নেই।

ঝামেলা আরও বাড়াতে, ম্যাগি ভি হাতে একটা বেসবল ব্যাট নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এই ম্যাগি ভি'কে দেখতে পায় না সাধারণ জনসাধারণ। সবুজ রঙের কী সব মেখে একদম ভূত সেজেছে সুন্দরী!

'তোমাকে বাগে পেয়েছে, মিস্টার গ্রাউচ।' গর্ব শোনা গেল মেয়েটার কণ্ঠে। 'সাকশন প্যাড ব্যবহার করে বাঁচতে পারবে না।'

মালচ বুঝতে পারল, গ্রাউচ হিসেবে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। পালাতে পারুক আর না-ই পারুক, আগামীকাল সকালে সব ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষের বাড়িতে হানা দেবে পুলিশ।

ওর হাতে এখন আর একটা মাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট আছে-ভাষা বলার আর বোঝার জাদুয়ী ক্ষমতা। প্রত্যেক ফেয়ারিরই এই ক্ষমতা আছে, কেননা সবগুলো ভাষার উৎপত্তিই আসলে নোমিশ থেকে। আমেরিকান কুকুরের ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়।

'আরফ,' চিৎকার করল মালচ। 'আরফ, রররম্নফ রররম্নফ।'

জায়গায় জমে গেল যেন কুকুর দুটো। একটা লাফিয়ে উঠে থমকে গিয়েছে বলে আছাড় গেল অন্যটার গায়ের উপরেই। সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল দুজনের লড়াই। আচমকা যেন তাদের মনে পড়ল, ছাদ থেকে এক অদ্ভুত প্রাণী ঝুলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছে সে, উচ্চারণ বাজে। তবে ভাষাটা ওদেরই।

'আররম্নফ?' একটা কুকুর জানতে চাইল। 'কী কইতাছ?'

মালচ বিশালদেহী লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'উফফ আরফি আররম্নফ (ওই মানুষটার পকেটে একটা বিশাল হাড় আছে)!'

জার্মান শেপার্ড দুটোর কী আর কিছু লাগে? ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার উপরে। এই মুহূর্তটারই অপেক্ষায় ছিল মালচ। জানালার ফাঁক দিয়ে লাফ দিল সে। ম্যাগি ভি এমনভাবে চিৎকার দিয়ে উঠল, যে তার মুখোশে ফাটল ধরে গেল! দ্য গ্রাউচ যদিও জানে যে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে, তবুও ম্যাগি ভি'র অস্কার ট্রফিটার স্পর্শে মনটা ভালোই রইল তার।

BanglaBook.org

৪০

স্যাট ইঁ৯৩

বোমা ফাটবার ঠিক বিশ সেকেণ্ড আগের কথা, কমাণ্ডার এখনও দেয়ালের সাথে লেগে রয়েছেন। একদম সময় নেই হাতে, পাখাও নেই। দুটোই থাকলে হয়তো একবার হলি চেষ্টা করে দেখত কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছাবার। যেকোনও মুহূর্তে বোমা ফেটে যাবে, সলীল সমাধি না হলেও, ম্যাগমা সমাধি হবে রুটের। কমাণ্ডারকে বাঁচাবার মাত্র একটা উপায়ই বাকি আছে।

প্রতিটা শাটলেই ল্যাণ্ড করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। প্রধান পদ্ধতি ব্যর্থ হলে, চারটা চৌম্বকীয় থাবার মতো প্রবর্ধন বেরিয়ে আসে ওগুলো থেকে। এদিকে ডকের ল্যাণ্ড করার জায়গার নিচের দিকটা হয় ধাতব। সেই ধাতুকে আকর্ষণ করে চৌম্বকীয় থাবা আটকে যায় ডকে। সেই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাচ্ছে এখন লেপ ক্যাপ্টেন।

'জুলিয়াস,' বলল হলি। 'একদম স্থির থাকুন।'

সাদা হয়ে গেল রুটের চেহারা। জুলিয়াস! হলি ওকে জুলিয়াস বলে ডাকল! ব্যাপারটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না।

আর দশ সেকেণ্ড।

'ক্যাপ্টেন শর্ট, তুমি নিশ্চিত যে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই?'

উর্ধ্বতনের কথাকে পাত্তাই দিল না হলি। 'পনেরো মিটার রেঞ্জ, কেবলমাত্র চুম্বক।' শাটলের কম্পিউটারকে নির্দেশ দিল ও।

'হলি, আমি লাফ দেই না কেন? পৌঁছাতে পারব বলে মনে হচ্ছে।'

পাঁচ সেকেণ্ড...

'পোর্টের থাবা বের করো।'

থাবা থেকে ছয়টা ছোট ছোট বোমা বিস্ফোরিত হলো। সাথে সাথে সকেট থেকে বেরিয়ে এল একটা ধারব ডিস্ক, পেছনে পলিমারের তার লাগান।

BanglaBook.org

গালি দেবার জন্য মুখ খুলল রুট। কিন্তু কথা বের হবার আগেই ডিস্কটা এসে আঘাত হানল তার বুকে। ফুসফুস থেকে বাতাসের শেষ বিন্দুটাও বের হয়ে গেল। অনেকগুলো জিনিস ভাঙার আওয়াজ এসে লাগল রুটের কানে।

'টেনে নিয়ে এস।' কম্পিউটারকে আদেশ দিল হলি। কমাণ্ডারকে টেনে নিয়ে আসা হলো শাটলের দিকে।

শূণ্য সেকেণ্ড। বিস্ফোরিত হলো বোমা দুটো। দুই হাজার কিলোগ্রাম জঞ্জাল নামতে শুরু করল শ্যুট থেকে।

তবে বেঁচে গেলেন রুট। চোখ খুলে দেখতে পেলেন, তাকে শাটলের ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, তাই বলে মুখ থেমে নেই।

'ক্যাপ্টেন শর্ট, ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'কীভাবে পারলে কাজটা করতে? আমি তো মারাও পড়তে পারতাম।'

এদিকে রুটের টিউনিক খুলে ফেলেছে বাটলার। 'মারা পড়তে পারতেন বটে। আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি হলেই পরিণত হতেন মাংসের কিমায়। জান বাঁচাবার জন্য হলিকে ধন্যবাদ জানান।'

অটো-পাইলট চালু করে দিয়ে, একটা ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল হলি। ভেতর থেকে বরফ খণ্ড বের করে এনে দুই আঙুলের ফাঁকে গুঁজে নিল। ফোয়েলির আরেক অসাধারণ আবিষ্কার এই জিনিস। বরফের ভেতরে ক্ষত উপশমকারী স্ফটিক আছে। জাদুকে হার মানাতে পারবে না, তবে মন্দের ভালো!

'ব্যথা করছে? কোথায়?'

কাশি দিলেন রুট। পরনের ইউনিফর্মে রক্তের দাগ লেগে আছে। 'এই এখানে,' বলে সারা গায়ে হাত বুলালেন তিনি। 'পাঁজরের কয়েকটা হাড় আস্ত নেই বলে মনে হচ্ছে।'

দাঁত কামড়ে ধরল হলি। ও ডাক্তার নয়, চিকিৎসা দেয়া যেন তেন মানুষের কাজও না। আন্দাজে করতে গেলে ঝামেলা হতে পারে। একবার এক ভাইস-ক্যাপ্টেন পা ভেঙে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। অভিজ্ঞ ফেয়ারির হাতে পরেছিলেন বলে জ্ঞান ফিরে দেখতে পেলেন, পা-টা উল্টো করে জোড়া লাগান হয়েছে!

'হলি, গুঙিয়ে উঠলেন রুট।

'আ-আচ্ছা।' তোতলাতে তোতলাতে বলল সে। 'আচ্ছা।'

এক হাত রুটের বুকে রাখল ক্যাপ্টেন। 'ক্ষত, সেরে ওঠ।' নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল সে।

BanglaBook.org

কমাণ্ডার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জাদু তার কাজ করার আগে রুটকে অচেতন করে নিচ্ছে। একটা মেডি-প্যাক নিয়ে রুটের বুকের উপর রাখল হলি।

'ওভাবেই ধরে রাখ, আর্টেমিসকে আদেশ দিল এলফ মেয়েটি। 'দশ মিনিট রাখবে। নইলে আবার হিতে বিপরীত হবে।'

চাপ দিয়ে ধরে রাখল আর্টেমিস। কিছুক্ষণের মাঝেই রক্তে ভরে উঠল ওর দুহাত। একবার ভেবেছিল হুল ফোটান কোনও কথা বলবে। কিন্তু ইচ্ছাটা হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল।

প্রথমে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়েছে বেচারাকে, এরপর আহত হতে হয়েছে। আর এখন এই ঝামেলা। শেষ কয়েকটা দিন ওর চোখ খুলে দিয়েছে। এর চাইতে সেন্ট বার্টলবি'তে থাকাও ভালো ছিল!

ককপিটে ফিরে এলো হলি। ওর পিছু পিছু এসে কো-পাইলটের সীটটা দখল করল বাটলার। 'কী অবস্থা?'

হাসল হলি। দেহরক্ষী লোকটার মনে হলো, ওর সামনে যেন আর্টেমিস ফাউল বসে আছে! 'গর্ত করতে পেরেছি আমরা।'

'তাহলে চল, যাওয়া যাক।'

'চল।' বলে থ্রাস্টারের দিকে ঝুঁকে বলল হলি।

১৩) ৪৫৭·

দ্য ক্রাউলি হোটেল, বেভেরলি ফিলস, লস অ্যাঞ্জেলস

কারও নজরে না পড়েই হোটেলে ফিরে আসতে সক্ষম হলো মালচ। তবে এবার অন্তত ওকে দেয়াল বেয়ে উঠতে হয়নি। অবশ্য দ্য ক্রাউলি হোটেলের দেয়াল বেয়ে ওঠা, ম্যাগি ভি'র অ্যাপার্টমেন্ট দালানের দেয়াল বেয়ে ওঠার চেয়ে বেশি কঠিন হতো।

কিন্তু না, এবার সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ করল মালচ। আর করবে না-ই বা কেন? এখানে যে ও ল্যান্স ডিগার, কোটিপতি। খাটো হতে পারে, তবে মালদার।

'শুভ সন্ধ্যা, আর্ট।' লিফটের ডোরম্যানকে উদ্দেশ করে বলল মালচ।

BanglaBook.org

'আহ মিস্টার ডিগার!' একটু অবাক দেখাল লোকটাকে। 'আমি তো ভেবেছিলাম এই কিছুক্ষণ আগে আপনি সামনে দিয়ে চলে গিয়েছেন।'

'না,' হাসতে হাসতে বলল মালচ। 'আজকে এই প্রথম।'

'হুম। রাতের বাতাসের প্রভাব হবে হয়তো।'

'হবে হয়তো। যে পরিমাণ পয়সা ভাড়া দেই, তাতে এসব তো মানা যায় না।'

'ঠিক বলেছেন!' একমত হলো আর্ট। ভাড়াটেরা সবসময় সঠিক...ওর কোম্পানির এটাই মূলনীতি।

লিফটের ভেতরটা আয়না লাগানো। ভেতরে প্রবেশ করার পর, একটা লম্বা পয়েন্টার ব্যবহার করে পি লেখা বোতামটা টিপল মালচ। প্রথম কয়েকমাস লাফিয়ে লাফিয়ে বোতামটা চাপতে হয়েছে ওকে। কিন্তু একজন কোটিপতির কি আর ওসব করা শোভা পায়? তাই এখন এই নতুন ব্যবস্থা।

নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল লিফট। পেন্টহাউজের দিকে উঠে যাচ্ছে ওটা। মালচের বার বার ইচ্ছা হচ্ছে শার্টের ভেতর থেকে ট্রফিটা বের করে একবার দেখার। কিন্তু না, এখনও নিরাপদ স্থানে পৌঁছায়নি বামন। যেকোনও সময়...যেকেউ লিফটে উঠতে পারে! নিজেকে শান্ত করার জন্য তাই ঠাণ্ডা পানি পান করল। সিদ্ধান্ত নিল, পেন্টহাউজে প্রবেশ করার পর তার প্রথম কাজ হবে অস্কারটাকে জায়গামতো রেখে দেয়া। তারপর অনেকক্ষণ ধরে গোসল করবে ঠাণ্ডা পানিতে। নয়তো সকালে দেখা যাবে, বিছানার সাথে আটকে গিয়েছে ওর দেহ!

পেন্টহাউজের তালাটা কী-কোড ব্যবহার করে খুলতে হয়। চৌদ্দটা নাম্বার ব্যবহার করে তালা লাগান হয়েছে। জেলে যেতে না চাইলে, এমন ব্যবস্থা নেয়াটা আবশ্যিক। লেপ-এর কাছে ও মৃত। কিন্তু তবুও কেন জানি মনে হয় যেকোনও দিন দরজা খুলে দেখতে পাবে, রুট সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা ঠিক মানুষের উপযোগী করে সাজানো না। ওটা দেখে যে কেউ পেন্টহাউজটাকে গুহা বলে ভুল করবে। দক্ষিণের দেয়ালটা দেখে মনে হয়, ওখানে একটা কালো মার্বেল পাথর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মনে হয়... তবে কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ওখানে একটা চল্লিশ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টেলিভিশন, একটা ডিভিডি প্লেট এবং একটা কালচে কাঁচের দেয়াল। একটা বড় আকারের রিমোর্ট কন্ট্রোল হাতে তুলে নিয়ে, গোপন ক্যাবিনেটটা বের করে আনল সে। অবশ্য তার জন্য অনেকগুলো কোড ঢুকাতে হয়েছে। ক্যাবিনেটের

BanglaBook.org

ভেতরে তিন সারি ভর্তি শুধু অস্কার ট্রফি! ম্যাগি ভি'র ট্রফিটা আপেক্ষমাণ প্যাডের উপর রেখে দিল সে।

চোখের কোন থেকে নকল অশ্রু ফোঁটা সরিয়ে দিল মালচ। 'অ্যাকাডেমিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' বলতে বলতে খিলখিল করে হাসল সে।

'হৃদয় স্পর্শ করে গেল।' পেছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠে ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দিল মালচ, এতোটা জোরে যে কাঁচে চিড় ধরে গেল!

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে এক আদমজাত কিশোর ঢুকে পড়েছে! ওর অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে! অদ্ভুত দর্শন ছেলে একটা। এমনকী আদমজাতের হিসেবে-ও। অস্বাভাবিক সাদা ছেলেটার চেহারা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম। দেখে মনে হচ্ছে, শত শত মাইল ভ্রমণ করতে হয়েছে তাকে।

মালচের চিবুকের সবগুলো চুল শক্ত হতে গেল। এই ছেলেটা ঝামেলা বয়ে এনেছে!

'তোমার অ্যালার্ম সিস্টেম বেশ মজার ছিল।' বলে চলল ছেলেটা। 'কয়েক সেকেণ্ড নষ্ট হয়েছে আমার!'

মালচ তখনই বুঝতে পারল, বিশাল ঝামেলায় পড়ে গিয়েছে সে। আদমজাত পুলিশগুলো কখনওই অন্য কারও অ্যাপার্টমেন্টের তালা ভেঙে (এক্ষেত্রে হ্যাক করে) ঢোকে না!

'কে তুমি, আদ...ছেলে?'

'আমি কে, তার চাইতে বড় প্রশ্ন হলো, তুমি কে? কোটিপতি লাম্পি ডিগার? নাকি কুখ্যাত গ্রাউচ? নাকি ফোয়েলির সন্দেহ মোতাবেক, মালচ ডিগামস?'

দৌড়াতে শুরু করল মালচ, অল্প যতটুকু গ্যাস অবশিষ্ট আছে, সেটা ব্যবহার করে বাড়তি গতি পাবার প্রয়াস পেল। এই আদমজাত ছেলেটার পরিচয় সে জানে না। কিন্তু ফোয়েলি যদি তাকে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে কোনও না কোনও বাউন্টি হান্টার!

লাউঞ্জ ধরে দৌড়াচ্ছে বামন। এই পেন্টহাউজটাকে বেছে নেবার একটা বড় কারণ হলো, লাউঞ্জ ধরে পালাবার উপায় আছে এখানে। পুরনো দিনের দালান বলে, বড় সড় একটা চিমনী আছে এখানে। নতুন করে সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম লাগবার সময়, কন্ট্রাক্টর মাটি দিয়ে চিমনীটা ভরেই ক্ষান্ত দিয়েছে। টানেল আর কষ্ট করে বানাতে হয়নি।

BanglaBook.org

দৌড়াতে দৌড়াতেই প্যান্টের পেছনের কাপড় খুলে ফেলল মালচ। অদ্ভুত ছেলেটা ওকে অনুসরণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। কেন করবে? সে তো আর চিমনীর কথা জানে না।

'আমাকে কখনও জীবিত পাকড়াও করতে পারবে না, মানব। ফোয়েলিকে গিয়ে বলো, নিজের কাজ যেন নিজেই করে।'

হায়রে হলিউড, কপাল ডলতে ডলতে বলল আর্টেমিস। কত জনকে কত কিছু শেখাল!

ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে একটা শুকনো ফুল ভর্তি ফুলদানী সরিয়ে ঝাঁপ দিল মালচ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটি গেলা শুরু করল ও। স্বাদ খুব একটা ভালো না, ভেতরে ভিটামিন বা মিনারেলও নেই। কিন্তু তার পরেও মাটি তো। এখানে ও অস্পৃশ্য।

দ্রুত গতিতে নিচে নামতে শুরু করল বামন, যাবার পথে একের পর এক দেয়াল ধ্বসিয়ে দিল সে। মালচ বুঝতে পারল, ভাড়া নেবার আগে যে টাকা জমা দিয়েছিল তা আর ফেরত পাবে না। অবশ্য কোনও দিন আসবে কিনা...

এক মিনিটের মাঝে মালচ পৌঁছে গেল বেসমেন্টের কার পার্কে। চোয়াল আবার জোড়া দিয়ে, নিতম্বটাকে নাড়া দিয়ে ফাঁকা করে নিল সে। সামনেই ওর ফোর হুইল ড্রাইভটা অপেক্ষা করছে। পেট পেট্রল দিয়ে ভর্তি, রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত।

'বলদ।' হাসতে হাসতে গলায় লাগানো চাবিটা বের করে নিল সে।

এক মিটারেরও কম দূরত্বে আচমকা উদয় হলো ক্যাপ্টেন হলি শর্ট। 'বলদ?' জানতে চাইল সে। হাতের বৈদ্যুতিক লাঠিটা তৈরি।

এখনকার করণীয় নিয়ে ভাবল মালচ। বেসমেন্টের মেঝেটা অ্যাস্ফল্ট দিয়ে তৈরি। অ্যাস্ফল্ট বামনের জন্য বিষের মতো। তার উপর বেসমেন্টের র‍্যাম্পে এক দানবাকৃতি লোক দাঁড়িয়ে আছে। মালচ একে আগেও দেখেছে, ফাউল ম্যানরে। তার মানে, উপরের ছেলেটা নিশ্চয় আর্টেমিস ফাউল! সামনে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন হলিকেও খুব একটা দয়ালু বলে মনে হচ্ছে না। যাবার মতো আর একটাই জায়গা আছে, উপরে। অন্য কোনও অ্যাপার্টমেন্টে আশ্রয় নিতে হবে।

হাসল হলি। 'সাহস থাকলে যাও, মালচ।'

BanglaBook.org

আসলেই উপরের দিকে উঠতে শুরু করল মালচ। কিন্তু মাটির ভেতর হারিয়ে যাবার আগেই, নিতম্বে বৈদ্যুতিক শক অনুভব করল সে। অবশ্য তেমনটাই আশা করেছিল সে। এতো কাছ থেকে হলি মিস করার প্রশ্ন-ই ওঠে না!

স্যুট এ১১৬,

লস অ্যাঞ্জেলস-এর পাতালে

লস অ্যাঞ্জেলস-এর শাটল পোর্টটা শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় ষোলো মাইল দূরে অবস্থিত। একটা হলোগ্রাফিক বালিয়াড়ির আড়ালে লুকানো আছে জায়গাটা। রুট ওদের জন্য শাটলে অপেক্ষা করছিলেন।

'আরে,' মুচকি হেসে বললেন তিনি। 'এ তো দেখি আমার পছন্দের জেল ঘুঘু! জীবন ফিরে পেয়েছে!'

পাত্তা দিল না মালচ, উল্টো শাটলের কুলার থেকে খাবার বের করল। 'আচ্ছা জুলিয়াস, তুমি কখনও আমার সাথে এমনি দেখা করতে আসো না কেন? হাজার হলেও, আমি তো আয়ারল্যাণ্ডে তোমার চাকরি বাঁচিয়েছি। আমি না থাকলে, ফাউলের কাছে যে পবিত্র বইটা আছে, সেটার দেখাও পেতে না।'

রুট যখন খেপে যান, তখন তার গালে চাইলে মার্শমেলোও রান্না করা যায়!

'আমরা একটা চুক্তি করেছিলাম, জেল ঘুঘু। তুমি সেটা ভেঙেছ। এখন আবার তোমাকে পাকড়াও করছি।'

পাত্তা দিল না মালচ। উল্টো খাবার মুখে দিতে দিতে বলল, 'মন্দ না!'

'খাও, খাও। পরের খাবারটা জেলের খাবার হবে।'

একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বামন। 'আরামদায়ক।'

'আসলেই।' একমত হলো আর্টেমিস।

'জেলখানার শাটলগুলোর চাইতে অনেক ভালো। একবার এক টেক্সানের কাছে একটা ভ্যান গ বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলাম। তখন লেপ আমাকে পাকড়াও

BanglaBook.org

করেছিল। এরপর যে শাটলে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটা আকারে ইঁদুরের বাসার সমান হবে। পাশের কিউবিকলেই ছিল একটা ট্রল। গন্ধ...!'

হাসল হলি। 'ট্রলটাও একই কথা বলেছিল নিশ্চয়।'

রুট জানেন, তাকে খেপাবার চেষ্টা চালাচ্ছে মালচ। কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। 'দেখ জেল ঘুঘু। তোমার গাল-গপ্প শোনার জন্য এতোদূর আসিনি আমি। তাই চুপ করো, নয়তো মুখ ভেঙে দেব!'

মালচকে খুব একটা প্রভাবিত বলে মনে হলো না। 'তাহলে কেন এসেছ, বলো তো? শুধু আমার মতো একজনকে গ্রেফতার করার জন্য মহান কমাণ্ডার রুট এক কূটনীতিকের শাটল দখল করেছে? মনে হয় না! আর তোমার সাথে এই আদমজাতরা-ই বা কেন?' বাটলারকে দেখাল সে। 'বিশেষ করে এই লোকটা?'

হাসল বাটলার। 'আমার কথা তোমার মনে আছে তাহলে? ঋণ আছে তোমার কাছে।'

ঢোক গিলল মালচ। বাটলারের সাথে আগেও লড়েছে সে। সেবার লোকটাই ধরাশায়ী হয়েছিল।

বুকে হাত দিয়ে রুট জবাব দিলেন। 'ঠিক ধরেছ মালচ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমার হাত নষ্ট না করে আমাকে দিয়ে নষ্ট করাতে চাও, তাই না? আগে বলো, আমাকে কেন বৈদ্যুতিক শক দেয়া হলো? দাগ থেকে যাবে তো।'

কানে হাত দিল হলি। 'এই, মালচ, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে দেখ-কেউ তোমার কথাকে দুই পয়সাও দাম দেয় না! আর তাছাড়া, লেপ-এর পয়সায় তো আরামেই দিন কাটাচ্ছিলে।'

'ওই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া জানো? প্রাথমিক ডিপোজিটে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছি, তা তোমার চার বছরের ইনকামের বেশিই হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল হলি। 'টাকাটা ভালো কাজে লাগিয়েছ দেখে খুশী হয়েছি!'

শ্রাগ করল মালচ। 'ভুলে গেলে, আমি চোর? চোরের কাছ থেকে এর চাইতে বেশি আর কী আশা করো?'

'বেশি কিছু আশা করি না, মালচ।'

গলা পরিষ্কার করল আর্টেমিস। 'পুর্নমিলন উৎসবটা এবার শেষ করা যায় না? তোমরা এখানে খোশ গল্প করছ, আর আমার বাবা আর্কটিকে জমে মরছেন!'

BanglaBook.org

'এর বাবা?' অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল মালচ। 'তোমার চাও আমি এর বাবাকে উদ্ধার করি? তা-ও আর্কটিকে গিয়ে?' ভয়ে কেঁপে উঠছে বেচারার গলা। বামনরা আগুনকে যতটা ভয় পায়, বরফকে-ও ততটাই পায়।

মাথা নাড়লেন রুট। 'ব্যাপারটা যদি এতো সহজ হতো।'

মালচের দাঁড়ি শক্ত হতে গেল, আসন্ন বিপদের কথা জানাচ্ছে। ওর দাদী প্রায়ই বলছে-দাঁড়ির উপর ভরসা রেখ, মালচ। দাঁড়ির উপর ভরসা রেখ।

BanglaBook.org

অধ্যায় বারো ঃ ফিরে এল ছেলেরা

অপারেশন বুথ

ভাবছে ফোয়েলি। অবশ্য সবসময়ই ওর মাথা চলতে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে কোষগুলো। ফাউলের ল্যাপটপ ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই ওর হাতে। ব্যাপারটা অনেকটা খিলাল হাতে নিয়ে ট্রলের মোকাবেলা করার মতো!

মনুষ্য নির্মিত যন্ত্রটা অবশ্য একেবারে ফেলনা না। ই-মেইল পাঠানোটা বেশ কাজে এসেছে। এখন ওটা পড়ার জন্য কেউ বেঁচে থাকলে হয়। ডালায় ছোট একটা ক্যামেরাও আছে, চাইলে কাউকে ভিডিও করল করা যাবে। বেশ ভালো মানের ক্যামেরা ওটা, অনেকগুলো ফিল্টার অপশনও আছে।

ল্যাপটপ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে ক্যামেরার লেন্স রাখল ফোয়েলি। গাজেনকে এখুনি ওখানে দেখা যাবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। কয়েক মিনিটের মাঝেই হাজির হয়ে গেল গাজেন, সাদা একটা পতাকা দোলাচ্ছে।

'দারুণ অভিনয়। বিশেষ করে সাদা পতাকা...তোফা।' বিদ্রুপ করল ফোয়েলি।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' এলফ লোকটা বাউ করল। 'পরে আবার কাজে লাগবে।' বলতে বলতেই রিমোট কন্ট্রোলে একটা বোতাম টিপল সে। 'বাইরে কী হচ্ছে, তা একবার দেখে নাও নাহয়।'

বেশ কয়েক ডজন টেকনিশিয়ানকে দেখা গেল পর্দায়, অপারেশন বুথের দেয়াল ভাঙার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

ঢোক গিলল ফোয়েলি, নিজেকে ফাঁদে আটকে পড়া ইঁদুর বলে মনে হচ্ছে ওর। 'তোমার পরিকল্পনাটা একটু খুলে বলবে, ব্রায়ার?'

আরাম করে চেয়ার বসল গাজেন। 'অবশ্যই, ফোয়েলি। বললেই বা ক্ষতি কী? শর্ট আর রুট এখন মৃত। শেষ মুহূর্তে সবাইকে বাঁচাতে কোনও নায়ক এসে উপস্থিত হবে না! মৃত্যু...কেবল মৃত্যুই জুটবে তোমার কপালে।

BanglaBook.org

যাই হোক, যখন মনে হবে সবকিছু লেপ হারাতে বসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার আদেশে ওপাল সবার অস্ত্র আবার সচল করে দেবে। বি-ওয়া-কেল পরাজিত হবে, তোমাকে দায়ী করা হবে সবকিছুর জন্য। অবশ্য তুমি ততক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

'বি-ওয়া-কেল তোমাকে ছেড়ে দেবে ভাবছ?'

হেসে উঠল গাজেন। 'খুব অল্প কজন আমার এতে অন্তর্ভুক্ত থাকার খবর জানে। এদের ব্যবস্থা আমি নিজ হাতে করব। সবাইকে কোবোই ল্যাবসে আসতে বলেছি। কিছুক্ষণের মাঝেই ওখানে চলে যাব আমি। এদিকে গবলিনদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রোগ্রাম করা হবে ডি.এন.এ. ক্যাননটাকে। ওটা যখন আমি চালু করব, তখন গবলিন দলের সবাই অজ্ঞান হয়ে থাকবে।'

'আর ওপাল কোবোই। তার কী হবে? তোমার রাণী হবে সে?'

'অবশ্যই, উচ্চ কণ্ঠে বলল গাজেন। তারপরই রিমোটের দিকে মন দিল। নিশ্চিত করতে চাইছে যে এখন যা বলবে তা যেন অন্য কারও কানে না যায়।

'রাণী? হাহ, পাগল হয়েছ নাকি, ফোয়েলি? এতো কষ্ট করলাম, আরেকজনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য? কক্ষনো না। এই সব ঝামেলা শেষ হওয়া মাত্র মিস কোবোই দুঃখজনক দূর্ঘটনার শিকার হতে হবে।'

শিষ বাজাল ফোয়েলি। 'নাটকীয় হয়ে গেলেও বলতে হচ্ছে, *এসব করে পার পাবি না শয়তান!*'

রিমোটের উপর ঘোরাফেরা করছে গাজেনের আঙুল। 'আমি পার না পেলেও, বিদ্রুপ করার জন্য তুমি বেঁচে থাকবে না।' বলেই উধাও হতে গেল সে।

'নাটক শেষ।' ডালা বন্ধ করতে করতে বলল ফোয়েলি।

BanglaBook.org

১৩ ঠ৫৭·

স্যুট ই১১৬

অব্যবহৃত একটা শ্যুটের দেয়ালে শাটল লাগিয়ে রাখল হলি।

'আমাদের হাতে ত্রিশ মিনিটের মতো সময় আছে। এরপর একটা ফ্লেয়ার আসার কথা, ওর সামনে কোনও শাটলই টিকবে না।'

পরিকল্পনা খাড়া করার জন্য লাউঞ্জে এসে দাঁড়াল সবাই।

'কোবোই ল্যাবস-এ অনুপ্রবেশ করে, লেপ এর অস্ত্রগুলোকে আবার চালু করতে হবে।' উদ্দেশ্যটা মুখ খুলে বললেন কমাণ্ডার।

তার কথা শেষ হবার আগেই, মালচ চেয়ার থেকে নেমে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'অসম্ভব, জুলিয়াস। ওখানে শেষ যে আমি ঢুকেছিলাম, তার পর আরও অনেক নতুন যন্ত্রপাতি লাগান হয়েছে। শুনেছি, নতুন করে নাকি ডি.এন.এ. কামানও এনেছে পিক্সিটা!'

ঘাড় ধরে ওকে ফিরিয়ে আনলেন রুট। 'প্রথমত, আমাকে জুলিয়াস বলে ডাকবে না। আর দুই, তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে যেন কোনও প্রস্তাব দিচ্ছি!'

অগ্নি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল মালচ। 'প্রস্তাব-ই তো! আমি চাইলেই কোনও একটা ছোট্ট সেলে আমার বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। কাবাব হবার ঝুঁকি নিতে যাব কেন? তুমি আমার নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছ।'

রুটের চেহারা গোলাপী হয়ে এসেছিল, এখন আবার বেগুণী বর্ণ ধারন করেছে। 'নাগরিক অধিকার! তুমি আমাকে নাগরিক অধিকার শেখাচ্ছ!'

তারপর হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেলেন, এমনকি হাসিও দেখা গেল তার মুখ! কমাণ্ডারের কাছের লোকজন জানেন, তিনি যখন হাসেন, অন্য কারও হাসি চিরতরে উধাও হবার উপক্রম হয়।

'কী হলো?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল মালচ।

দূর্গন্ধযুক্ত সিগার ধরালেন রুট। 'কিছু না। তোমার কথাটা যে সত্যি, সেটা উপলব্ধি করতে পারলাম।'

চোখ কুঁচকে তাকাল বামন। 'আমার কথা সত্যি? তুমি এতোগুলো সাক্ষীর সামনে বলছ, আমার কথা সত্য? আমি ঠিক?'

'অবশ্যই। তোমাকে যদি ঝুঁকির মাঝে ফেলি, তাহলে তোমার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে। তাই তোমাকে যে আমি অসাধারণ এক প্রস্তাব দিতে চাচ্ছিলাম, সেটার বদলে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার অধীনে আরও কয়েকশ বছর জেলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম।' এক মুহূর্তে থামলেন রুট। 'হাউলার'স পিক জেলে।'

হাঁ হয়ে গেল মালচের মুখ। 'হাউলার'স পিক জেলে? কিন্তু ওখানে তো...

BanglaBook.org

'সাধারণত গবলিনদের রাখা হয়।' কথা সমাপ্ত করে দিলেন রুট। 'আমি জানি। কিন্তু তুমি যে এতোবার জেলে পালালে, তার জন্য বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তোমাকে ওখানে রাখাই শ্রেয়।'

চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়ল মালচ। খারাপ কথা...খুব খারাপ কথা। শেষ বার যখন গবলিনদের সাথে এক সেলে থাকতে হয়েছিল...ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

'কী যেন একটা প্রস্তাবের কথা বলছিলে?'

হাসল আর্টেমিস, রুটকে দেখে যতটা বোকা মনে হয়, তিনি আসলে ততটা বোকা না।

'কেন, কী দরকার?'

'শুনি তো আগে। তারপর নাহয় সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'শোন তাহলে, তবে দর কষাকষি করার চিন্তা মাথায় এলে, বের করে দিয়ে শোন। তুমি আমাদেরকে কোবোই ল্যাব-এর ভেতরে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে আমি তোমাকে পালিয়ে যাবার জন্য দুই দিন সময় দেব।'

ঢোক গিলল মালচ। কমাণ্ডার রুট যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন, তা যেন কোনও বিচারেই লোভনীয়। এর মাত্র একটা কারণ-ই থাকতে পারে।

বিশাল বড় বিপদে পড়ে গিয়েছে ওরা।

পুলিশ প্লাজা

পুলিশ প্লাজার পরিস্থিতি আরও গরম হতে শুরু করেছে। গবলিনগুলো ভেতরে ঢুকে পড়েছে প্রায়। ক্যাপ্টেন কেল্প আক্ষরিক অর্থেই একবার এই স্টেশন আর আরেকবার ওই স্টেশন করছে, অধীনস্তদের আশ্বস্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

'চিন্তা করো না, ওরা সফটনোজ নিয়ে প্লাজার ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। মিসাইল ছাড়া-'

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিশালী কিছু একটা এসে দরজাটাকে বাঁকিয়ে দিল!

BanglaBook.org

ট্যাকটিকাল রুম থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে এল গাজেন, বুকের উপরে কমাণ্ডারের অ্যাকর্ণটা দেখা যাচ্ছে। ইতিহাসে আর কোনও ফেয়ারি দুইবার কমাণ্ডার হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি!

'কী হলো?'

মনিটরে সদর দরজার সামনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলল ট্রাবল। দেখা গেল, এক গবলিন কাঁধে বিশাল এক টিউব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাজুকা বলেই তো মনে হচ্ছে। আমার ধারণা, পুরনো কোনও বড় নলের সফটনোজ কামান হবে।'

গাজেন কপালে চাপড় বসাল। 'তাই নাকি! ওগুলো তো সব ধ্বংস করে ফেলার কথা। শালার সেন্টর! এতো কিছু কীভাবে চুরি করতে পারল সে? তা-ও ঠিক আমার নাকের নিচ দিয়ে?'

'নিজেকে দোষারোপ করে লাভ নেই,' বলল ক্যাপ্টেন। 'ও আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে।'

'আর কতক্ষণ টিকে থাকবে দরজাটা?'

শ্রাগ করল ট্রাবল। 'বেশি না, বড়জোড় তিন-চারটা আঘাত। হয়তো ওদের হাতে একটাই মিসাইল ছিল, ঝুঁকি নেই আর!'

দ্বিতীয়বার কেঁপে উঠল দরজাটা। মার্বেলের থাম থেকে আলগা ইট খসে পড়ছে।

মিসাইলের ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ট্রাবল, এখন উঠে দাঁড়াল। মাথায় জাদুর স্ফুলিঙ্গ ঘোরাফেরা করছে, আঘাত পেয়ে কেটে গিয়েছে কপাল। 'মেডিক দল, দেখ কেউ মারা গেল কি না। আমাদের অস্ত্রগুলো চার্জ হওয়া শেষ হয়েছে?'

'কিছুক্ষণ বাকি আছে, ক্যাপ্টেন। মোট বত্রিশটা অস্ত্র, প্রতিটা বিশবার ফায়ার করা যাবে।'

'ঠিক আছে। লক্ষ্যভেদে সেরা এমন পঞ্চাশ জনকে তৈরি থাকতে বলো। আমি বলার আগে যেন একটাও গুলি ছোঁড়া না হয়।'

নড করল গ্রাব। চেহারা সাদা আর ভারী হয়ে আছে, তবে আদেশ পালন করবে।

'গুড, কর্পোরাল। এখন কাজে নেমে পড়।'

ছোট ভাই কিছুটা দূরে চলে যেতেই, কমাণ্ডারকে নিচু স্বরে ট্রাবল বলল। 'আপনাকে যে কী বলব, তা বুঝতে পারছি না কমাণ্ডার। আটলান্টিস টানেলটা

BanglaBook.org

ধ্বসিয়ে দিয়েছে ওরা, তাই সাহায্য পাবার আশা ক্ষীণ। পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হয়েছে আমাদের, সংখ্যাতেও কম, অস্ত্র শক্তিতেও আমরা দূর্বল। আমাদের বাঁচতে হলে অপারেশন বুথে যেতেই হবে। কোনও খবর?'

গাজেন মাথা নাড়ল। 'কাজ চলছে। কিন্তু মনে হয় না...'

চোখ ডলল ট্রাবল। 'আরও সময় দরকার আমার। ওদেরকে দেরি করিয়ে দেয়ার কোনও উপায় নেই?'

টিউনিকের ভেতর থেকে একটা সাদা পতাকা বের করে নিল গাজেন। 'উপায় আছে...

'কমাণ্ডার! আপনি বাইরে যেতে চাচ্ছেন? পাগল হয়ে গেলেন নাকি?'

'হয়তো হয়েছি,' মেনে নিল কমাণ্ডার। 'কিন্তু আমি একা না গেলে, আমরা সবাই হয়তো...কাজ হোক বা না হোক, অন্তত কয়েক মিনিট সময় তো পাওয়া যাবে!'

আসলেই আর কোনও উপায় নেই, উপলব্ধি করতে পারল ট্রাবল। 'কিন্তু দরকষাকষি করবেন কী নিয়ে?'

'হাউলার'স পিকের বন্দিদের মুক্ত করার প্রস্তাব দেব।'

'কাউন্সিল মানবে?'

গাজেন সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'এখন রাজনীতি নিয়ে ভাববার সময় না, ক্যাপ্টেন।'

সত্যি বলতে কী, মুগ্ধ চোখে ভারপ্রাপ্ত কমাণ্ডারের দিকে তাকাল ট্রাবল। এই ব্রায়ার গাজেনকে সে যেন নতুন দেখছে।

'সদর দরজাটা একটু খোল,' নিষ্কম্প কণ্ঠে আদেশ দিল গাজেন। 'আমি ওই সরীসৃপদের সাথে কথা বলতে চাই।'

এখান থেকে যদি বেঁচে ফিরতে পারি, ভাবল গাজেন, তাহলে অন্তত কমাণ্ডার গাজেন যেন মরণোত্তর পদক পান, সেটা নিশ্চিত করব।

BanglaBook.org

২০০) ৪৫৭.

অচিহ্নিত স্যুট

কোবোই ল্যাবরেটরীজের নিচে

আটলান্টিয়ান শাটল তীব্র গতিতে বিশাল স্যুটটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্যাসেঞ্জার্স বে থেকে গলা একটু বাইরে বের করে তাকাল আর্টেমিস।

'এসবের কি আসলেই দরকার আছে, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল সে। 'আরেকটু গতি কমানো যায় না?'

হলি চোখ টিপল। 'কেন, ফাউল? ভয় লাগছে? আমাকে দেখে কী ফ্লাই-বয়ঃ বলে মনে হচ্ছে?'

আর্টেমিস মানতে বাধ্য হলো, হলিকে দেখে তা মনে হয় না। আসলে মেয়েটা বেশ সুন্দর আর আকর্ষনীয়। মাস আটেক পর সম্ভবত বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হবে ওর। আর্টেমিসের ধারণা, তখন ও হলিকে ভিন্ন নজরে দেখতে শুরু হবে। আশি বছর বয়স হলেও, এলফ মেয়েটাকে দেখে তা কে বলবে?

'মালচের ধারণা, এখানকার দেয়ালে ফাঁক ফোকর আছে।' আচমকা বলল ক্যাপ্টেন।

নড করল আর্টেমিস। মালচের তেমনটাই ধারণা। হতেও পারে। এসব ব্যাপারে নাকি বামনটার ভুল হয় না।

শাটলের পেছন দিকের দেয়ালে রুক্ষ হাতে একটা নকশা লিখেছে বামনটা। সত্যি কথা বলতে কী, অনেক শিম্পাঞ্জিও এর চাইতে সুন্দর আঁকতে পারবে।

'এই হচ্ছে কোবোই ল্যাবস,' মুখে খাবার নিয়ে বলল সে।

'ওইটা?' অবাক কণ্ঠে বললেন রুট।

'জুলিয়াস, আমি বুঝতে পারছি যে আঁকাটা একদম নিখুঁত হয়নি-'

খেপে গেলেন রুট। 'নিখুঁত? হাহ!'

মালচ একদম পাত্তা দিল না। 'এই জায়গাটা দেখ।'

'কোনটা? আঁকাবাঁকা লাইনটা?'

BanglaBook.org

'এটা লাইন না, ফাটল।' প্রতিবাদ করল বামন। 'যে কেউ বুঝতে পারবে!'

'কিণ্ডারগার্টেনে পড়ছে, এমন কেউ বুঝলেও বুঝতে পারে। যাই হোক, ওটা ফাটল। তারপর?'

'এখানেই তো মজা! আসলে ফাটলটা সবসময় থাকে না।'

রুট আবার অধৈর্য হতে শুরু করলেন। কিন্তু আর্টেমিসকে খুব আগ্রহী বলে মনে হলো। 'কখন দেখা যায় ফাটলটা?'

মালচ অবশ্য সোজা উত্তর দিতে আগ্রহি বলে মনে হলো না। 'আমরা...বামনরা পাথর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। অন্য ফেয়ারিরা যেটা বোঝে না তা হলো, পাথর আসলে জীবিত। ওরাও নিঃশ্বাস নেয়!'

নড করল আর্টেমিস। 'বুঝলাম, তাপের কারণে দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণ হয় পাথরের!'

'একদম ঠিক। আর যখন ঠাণ্ডা হয় তখন আবার সংকুচিত হয়ে পড়ে।' রুটকেও এখন মনোযোগী বলে মনে হলো। 'কোবোই ল্যাব তিন মাইল শক্ত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঢোকার বা বের হবার কোনও উপায় নেই!'

'তো?'

'যখন পাথর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন সেটা সংকুচিত হয়। আমি ওই দালানটার ফাউণ্ডেশন বানাবার সময় ছিলাম। ফাটলটা সরাসরি ল্যাবের নিচ পর্যন্ত পৌঁছাবার রাস্তা করে দেবে। আরও কাজ করতে হবে বটে, কিন্তু অন্তত শুরু তো হলো!'

কমাণ্ডারকে সন্দিহান বলে মনে হলো। 'ওপাল এই ফাটল দেখতে পায়নি কেন?'

'খুব যে বড় ফাটল, তা তো আর না।'

'কতো বড় ফাটলটা?'

শ্রাগ করল মালচ। 'মাপজোক করে তো দেখা হয়নি। তবে সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গাটায় পাঁচ মিটারের মতো হবে।'

'তারপরও, অতো বড় ফাটলটা তো নজরে পড়া উচিৎ ছিল।'

'সারাদিন তো আর ফাটলটা ওখানে থাকে না।' মাঝখানে নাক গলার আর্টেমিস। 'কতক্ষণ থাকে?'

'সারাদিন থাকে না। তবে হিসাব করলে...

রুট আবার তার মেজাজ হারাতে শুরু করছেন। 'বলে ফেল জেলঘুঘু!'

'এতো চিৎকার করছ কেন, জুলিয়াস? আমার দাঁড়ি বেঁকে যাচ্ছে!'

BanglaBook.org

'কতোক্ষণ, মালচ?'

'তিন মিনিট হবে। গতবার একজোড়া পাখা আর প্রেশার স্যুট ছিল। আরেকটু হলেই ভর্তা আর কাবাব হতে যেতাম।'

'কাবাব?'

'আমাকে আন্দাজ করতে দাও,' বলল আর্টেমিস। 'ফাটলটা কেবল তখনই দেখা যায়, যখন পাথর একদম ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর পাথর সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হয় যখন ম্যাগমা ফ্লেয়ার আসে তার ঠিক আগ মুহূর্তে।'

চোখ টিপ দিল মালচ। 'তুমি দেখি বেশ চালাক, আদমজাতের বাচ্চা।'

স্পীকারে হলির গলা ভেসে এল। 'আমি কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। ছায়া হতে পারে, অথবা দেয়ালে ফাটলও হতে পারে।'

নেচে উঠল মালচ। 'জুলিয়াস, দেখলে তো। আমি ঠিক বলেছিলাম!'

কোবোই ল্যাবরেটরীজ

কোবোই ল্যাবরেটরীজকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বি-ওয়া-কেল গ্যাঙের গবলিনরা। প্রত্যেকে অস্ত্রে সুসজ্জিত, জিহ্বা রক্তের আশায় লক লক করছে।

ধাক্কা দিতে দিতে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো গাজেনকে। ভি.এন.এ. কামানগুলো আপাতত বন্ধ হয়ে আছে। যখন গাজেনের মনে হবে যে গবলিনদের কাছ থেকে যা পাওয়ার তা পেয়ে গিয়েছে, তখনই চালু করে দেবে ওগুলো।

কমাণ্ডারকে ভেতরের গোপন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করা হলো তাকে ওপাল আর বি-ওয়া-কেল-এর জেনারেলদের সামনে। সাধারণ সৈন্যদের চলে যাবার আদেশ দেয়া হলো। আদেশ পালিত হবার পর, উঠে দাঁড়াল গাজেন।

'সব কিছু একদম পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে।' ঘোষণা দেবার ভঙ্গিতে বলল সে, এগিয়ে গেল ওপালের দিকে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে হেভেন আমাদের হাতে চলে আসতে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

জেনারেল স্কেলেনিকে প্রভাবিত বলে মনে হলো না। 'কয়েকটা কোবোই ব্লাষ্টার হাতে নিলে এতোক্ষণ লাগবে না।'

ধৈর্যের সাথে জবাব দিল গাজেন। 'আগেও বলেছি জেনারেল, যদি আপনাদের হাতে কর্মক্ষম অস্ত্র তুলে দিতে হয়, তাহলে লেপ-এর অস্ত্রও চালু করে দিতে হবে।'

এক কোনায় সরে গেল স্কেলেনি, জিহ্বা দিয়ে চোখ চাটছে।

অবশ্য গবলিনদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে না চাওয়ার আরও কারণ আছে। যে দলটার সাথে বেঈমানি করতে চায়, সেই দলটার হাতে অস্ত্র থাকুক তা চাচ্ছে না ব্রায়ার।

'এখানকার কী খবর?'

ওপাল হাসিমুখে জানাল। 'দারুণ! তুমি বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণের মাঝে সদর দরজা ধ্বসে পড়েছে।'

হাসল গাজেন। 'তাহলে তো বেরিয়ে এসে ভালো করেছি।'

'ক্যাপ্টেন কেল্ল তার অবশিষ্ট সেনানীদের অপারেশন রুমে নিয়ে গিয়েছে। কাউন্সিল সদস্যরাও ওখানেও আছে।'

'অসাধারণ।' বলল গাজেন।

আরেক বি-ওয়া-কেল জেনারেল, স্পুটা, কনফারেন্স টেবিলের উপর চাপড় বসাল। 'না, গাজেন। অসাধারণ না। আমাদের ভাইরা এখনও হাউলার'স পিকে পচে মরছে।'

'ধৈর্য ধরুন, জেনারেল স্পুটা।' গাজেন স্বান্তনা দেবার সুরে বলল। 'পুলিশ প্লাজা আমাদের দখলে আসামাত্র, হাউলার'স পিক খুলে দেয়া হবে।'

এদিকে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে গাজেন। এদেরকে দারুণ ঘৃণা করে ও। দেখলেই যেন গা শিউরে ওঠে। একবার ইচ্ছা হলো, ডি.এন.এ. কামানটাকে চালু করে এখনওই সবার বারোটা বাজিয়ে দেয়।

ওপালের চোখে চোখ পড়ল ওর, মেয়েটা তার মনের ইচ্ছা বুঝতে পারছে। হিংস্র একটা মেয়ে, আর এজন্যই তাকে মারা যেতে হবে। ওপাল কোবোই কোনওদিন দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট হবে না।

'আরেকটু ধৈর্য ধরো।' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় তেরোঃ ফাটলের ভেতর

কোবোই ল্যাবরেটরীজের নিচে

লেপ-এর শাটল সাধারণত অশ্রুবিন্দুর আকৃতিতে বানানো হয়। নিচের দিকে থাকে থ্রাষ্টারগুলো, আর উপরের দিকের তীক্ষ্ণ নাকটা চাইলে ইস্পাতও কেটে ফেলতে সক্ষম। তবে আমাদের নায়ক-নায়িকারা লেপ-এর শাটলে নেই। তাই এতোসব সুবিধাও নেই ওদের হাতে।

'তুমি বলছ, আমাদের সামনে মিনিট খানেকের জন্য একটা ফাটল আচমকা গজিয়ে উঠবে, আর আমি সেটা ধরে এই শাটল চালিয়ে নিয়ে যাব? এই তোমার পরিকল্পনা?' জানতে চাইল হলি।

'এর চাইতে ভালো আর কোনও পরিকল্পনা নেই,' বললেন রুট।

আচমকা হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বাটলার। 'শোন, একটা আওয়াজ কানে আসছে।'

আসলেই হচ্ছে আওয়াজটা, উৎস নিচের দিকে। মনে হচ্ছে যেন কোনও দানব তার গলা পরিষ্কার করছে।

শাটলের নিচে লাগানো ক্যামেরা দ্বারা পাঠানো ছবি দেখল হলি। 'ফ্লেয়ার। অনেক বড়!'

কথাটা শেষ হয়েছে কী হয়নি, ওদের সামনের পাথরে হঠাৎ করেই একটা ফাটল দেখা দিল। যেন দেয়ালটা হাসছে!

'ওই যে, যাও।' বলল মালচ। 'তাড়াতাড়ি। কিছুক্ষণের-'

'চুপ, ওকে থামিয়ে দিল হলি। 'এখনও যথেষ্ট ফাঁক হয়নি।'

মালচ এতোটা ভয় পেয়েছে যে অপমানটুকু গায়ে মাখল না। 'যাও তো। যেতে যেতেই দেখবে, ফাটলটা বড় হচ্ছে।'

সাধারণত রুটের আদেশের জন্য অপেক্ষা করে হলি। কিন্তু ওড়া-উড়ির ব্যাপারে ওর কথাই সবার উপরে। এক্ষেত্রে অন্তত কেউ ক্যাপ্টেন হলি শর্টের সাথে তর্ক করতে যাবে না।

আরেক মিটার প্রশস্ত হলো ফাটলটা।

BanglaBook.org

দাঁতে দাঁত চেপে ধরল হলি। 'শক্ত হয়ে বসো।' বলতে বলতেই থ্রাষ্টার চালু করে দিল।

আক্ষরিক অর্থেই সবাই সীটে শক্ত হয়ে বসল, কয়েকজন তো ভয় পেয়ে চোখ বন্ধই করে ফেলল। তবে এই কয়েকজনের মাঝে আর্টেমিস নেই। সে বন্ধ করতে পারছে না চোখ। একটা অস্বাভাবিক রোমাঞ্চ ওকে আঁকড়ে ধরেছে।

হলির অবশ্য সেই রোমাঞ্চ উপভোগ করার সময় নেই, ওর পূর্ণ নজর সামনের যন্ত্রের দিকে। হালের ক্যামেরা আর সেন্সর থেকে অনেক ধরনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সোনারইমেজিং তো প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে, এমন জোরে আওয়াজ করছে যে মনে হচ্ছে, এক সেকেণ্ডের জন্যও বন্ধ হয়নি সেটা। হ্যালোজেন এর বাতিতে আতঙ্কে রক্ত জমিয়ে দেবার মতো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে সামনে।

'তাপমাত্র বাড়ছে।' ফিসফিসিয়ে বলল সে। একবার রিয়ার ভিউ মনিটরের পর্দায় নজর বুলিয়ে নিল। ম্যাগমার কমলা রঙটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত এক রেসে নেমেছে ওরা। ওদের পেছনে ফাটল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার সামনের ফাটল প্রশস্ত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যায় যায় করছে।

হাত দিয়ে কানের ফুটো বন্ধ করল মালচ। 'পরেরবার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে, হাউলার'স পিকে চলে যাব।'

'চুপ করো, জেলঘুঘু।' গর্জে উঠলেন রুট। 'এই পরিকল্পনাটা তোমারই ছিল!'

ঝগড়াটা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু তার আগেই ফাটলের দেয়ালে ঘষা খেল ওদের শাটল।

'দুঃখিত, মাফ চাইল ক্যাপ্টেন শর্ট। 'আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে ফেললাম।'

বাহনটাকে আড়াআড়ি কাত করিয়ে ফেলল সে, নয়তো আরেকটু হলেই ফাটলের দেয়ালে বাড়ি লাগিয়ে বসত। নিচ থেকে উঠে আসা ফ্লেয়ারের উত্তাপ পাথরকেও গনগনে করে তুলেছে। ভয় পেয়ে সিগ সয়্যারকে আঁকড়ে ধরল বাটলার। জানে, এক্ষেত্রে ওটা কোনও কাজে আসবে না। তারপরও, মন মানে না...

যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিতে বসেছিল ওরা, ঠিক তখন-ই চোখের সামনে সরু টানেলটা এক বড় গুহায় রূপ নিল। তিনটা বিশাল টাইটেনিয়ামের রড দেখা মাত্র মালচ আঁতকে উঠে বলল, 'ওই যে, ফাউণ্ডেশনের রড দেখতে পাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'তাই নাকি? তুমি না বললে বুঝতেই পারতাম না।' বিদ্রুপ করল হলি। ল্যাণ্ড করার চৌম্বকীয় থাবাগুলো বের করে আনল।

আরেকটা ডায়াগ্রাম আঁকল মালচ। এবারেরটা দেখতে হয়েছে আঁকাবাঁকা সাপের মতো।

'আমাদের পথপ্রদর্শক আসলে ক্রেয়ন হাতের একটা বাচ্চা!' বললেন রুট, কণ্ঠ বরফের চাইতেও বেশি ঠাণ্ডা।

'এতো দূর তো ঠিকমতোই এনেছি, তাই না জুলিয়াস?' গাল ফোলাল মালচ।

হলি মিনারেল ওয়াটারের শেষ বোতলটার পানি কাজে লাগাচ্ছিল। ওটার এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয়েছে মেয়েটার ঘাড়-মাথা ভেজাতে।

'এখন ছেলেমানুষী করার সময় না, বামন।' বলল সে। 'চারিদিকে শুধু মাটি আর মাটি। যোগাযোগ করার কোনও ব্যবস্থা নেই, যাওয়ার কোনও জায়গা নেই!'

এক পা পিছিয়ে এল মালচ। 'শান্ত হও ক্যাপ্টেন, তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে।'

আসলে উত্তেজিত সবাই। এমনকী আর্টেমিসকেও উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে! এদিকে বাটলারের হাতের মুঠো যেন সিগ সয়্যারের বাঁটে জমে বসেছে।

'কঠিন কাজটা শেষ। আমরা এখন ফাউণ্ডেশনে চলে এসেছি। এখন শুধু উপরে যাব।'

'তাই নাকি, জেলঘুঘু?' বললেন রুট। 'তা উপরে যাবটা কীভাবে?'

কুলার থেকে একটা গাজর বের করে আনল মালচ। ডায়াগ্রামটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে...'

'সাপটা দেখছি?'

'না, জুলিয়াস। এটা ফাউণ্ডেশনের একটা থাম।'

'নিখাদ, নিরেট টাইটেনিয়ামের থামের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। তবে একটা আসলে *নিরেট* না।'

নড করল আর্টেমিস। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ইচ্ছা করে কাজটা এভাবে করেছ, তাই না মালচ?'

বামনকে দেখে মনে হলো না যে মালে দুই নম্বুরি করেছে বলে তার অনুশোচনা হচ্ছে। 'দালান তুলতে কত-শত নিয়ম মানতে হয়, তা তো জানোই। নিরেট টাইটেনিয়ামের থাম দিতে হলে খরচ কত পড়বে, সে হিসাব আছে? তাই...

BanglaBook.org

'তাহলে কী দিয়ে ভরেছ থামের ভেতর?' বাঁধা দিলেন কমাণ্ডার। 'আর কোবোই স্ক্যান না করেই সন্তুষ্ট হয়ে গেল?'

এবার মালচের অনুশোচনা হচ্ছে বলে মনে হলো। 'ওটার সাথে কয়েক দিনের জন্য বর্জ্য পদার্থের লাইনটার সংযোগ করে দিয়েছিলাম। তাই স্ক্যান করেও...'

হলির মনে হলো, ওর গলাটা যেন কেউ আঁকড়ে ধরেছে। 'বর্জ্য। তার মানে...'

'এখন আর নেই তো! ওসব একশ বছর আগের কথা। এতদিনে মাটি হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়।'

রুটের চেহারায় এক বালতি পানি বসিয়ে দিলেও সেটা ফুটতে শুরু করত।

'তোমার ধারণা, আমরা বিশ ফুট...গু-এর মাঝে উপরে উঠব?'

শ্রাগ করল বামন। 'যেতে চাও না? তাহলে এখানে বসে থাকো। আমার কী?'

আর্টেমিসেরও ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, আহত হওয়া-এসব ঠিক আছে। কিন্তু মলের মাঝ দিয়ে এগোনো? 'এই তোমার পরিকল্পনা?' বিড়বিড় করে কেবল এতোটুকুই বলতে পারল ও।

'ব্যাপার কী, আদমজাত?' বিদ্রুপের হাসি হাসল মালচ। 'হাত নোংরা করার ভয় পাচ্ছ?'

হাতের দিকে তাকাল আর্টেমিস। গতকালও লোক এসে তার আঙুলের যত্ন নিয়ে গিয়েছে। আজকে দেখে মনে হচ্ছে, ওটা যেন কোনও শ্রমিকের আঙুল!

ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল হলি। 'ভয় পেও না।' বলল ও। 'কাজে নেমে পড়া যাক। হেভেনের ঝামেলা শেষ হতেই, তোমার বাবাকে উদ্ধারের কাজে নেমে পড়া যাবে।'

BanglaBook.org

১৩) ৪৮৭·

শাটল থেকে নিচে নেমে এল সবাই।

মাটিতে নামার আগে একটু থমকে দাঁড়াল আর্টেমিস। এক মুহূর্তের জন্যই, নিজেকে সামলে নেবার জন্য মুহূর্তটুকু বড় দরকার ছিল ওর। মালচ আর তার কাজিন মিলে একশত বছর আগে যেসব জঞ্জাল ফেলে গিয়েছিল, সেগুলো এখনও

ওভাবেই আছে। পাথরের ফসফরাস থেকে বেরিয়ে আসা আলোতে জায়গাটা জ্বলজ্বল করছে।

'ভূ-তাত্ত্বিকরা জায়গাটার হদীস পেলে আর ছেড়ে যেতে চাইবে না। এই গভীরতায় আমাদের চাপে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ...' বলতে বলতেই নিচু হয়ে একটা মরচে পড়া টিনে হাত বুলাল ছেলেটা। 'এই দেখ, এখানে প্রাণও আছে!' ফাঙ্গাসটা দেখাল সবাইকে।

দুইটা পাথরের ফাঁক থেকে একটা হাতুড়ি বের করে আনল মালচ। 'জঞ্জালগুলো তাহলে এখানে এসে পড়েছে! আমরা আসলে একটু বেশিই বিস্ফোরক ব্যবহার করে ফেলেছিলাম...তাই মনে হয় কিছু জঞ্জাল এখানে চলে এসেছে!'

ঘৃণায় হলি যেন কেঁপে উঠল, ফেয়ারিরা দূষণ একদম সহ্য করতে পারে না।

'অগণিত আইন ভঙ্গ করেছ তুমি মালচ। গুণে শেষ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। দুই দিন সুযোগ পাচ্ছ না? ভালোমতো লুকিও, আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

'ইস, আবার শুরু হলো।' বলল মালচ। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল। 'এসে গিয়েছি।'

একটা থামের গায়ে গর্ত দেখা যাচ্ছে। আদর করে ওখানে হাত বোলাল মালচ।

'হীরা কাটার লেজার ব্যবহার করেছিলাম। ছোট একটা পারমাণবিক ব্যাটারি ছিল তাতে।'

'ওটার কথা আমার-ও মনে আছে। আরেকটু হলে হীরার জায়গায় আমার মাথাটাই কেটে ফেলতে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মালচ। 'দিন ছিল বটে ওগুলো!'

হলি এগিয়ে এসে গর্তটাতে হাত রাখল। 'বাতাস পাচ্ছি। শত বছরের পুরনো গর্ত তো, তাই মনে হয় শহরের বাতাসের চাপের সাথে এক হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই আমরা এখনও ভর্তা হয়ে যাইনি।'

'বুঝলাম।' আবারও একসাথে বলে উঠল বাটলার আর রুট। আরেকটা মিথ্যা!

প্যান্টের পেছনের কাপড়টা আলগা করল মালচ। 'আমি উপরে গিয়ে তোমাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করব। যতটা পার, জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেল। আমিও চেষ্টা করব সুড়ঙ্গটা ফাঁকা রাখার।'

BanglaBook.org

গুঙিয়ে উঠল আর্টেমিস।

পাত্তা দিল না মালচ। 'পিছিয়ে দাঁড়াও।' সবাইকে সাবধান করে দিয়ে চোয়াল খুলে ফেলল সে। বাটলারকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। ভুক্তভোগী লোকটা সবার আগেই জায়গা থেকে সরে দাঁড়াল।

এক মুহূর্তের মাঝেই মাটিতে অদৃশ্য হয়ে গেল মালচ। পরের মুহূর্ত থেকেই মাটির দলা বেরোতে শুরু করল গর্ত দিয়ে।

'অসাধারণ, দম আটকে বলল আর্টেমিস। 'ওর মতো দশজন বামন পেলে...ফোর্ট নক্সে চুরি করা তো কোনও ব্যাপারই না!'

'সাবধান!' সতর্ক করে দিলেন রুট। বাটলারের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন। 'আমাদের কাছে অস্ত্র কী কী আছে?'

'আমার সিগ সয়্যারটা আর তাতে ভরা বারোটা গুলি-এই! অস্ত্রটা আমার হাতেই থাকুক, আর কেউ তুলতে পারবে বলে মনে হয় না। আপনারা দুজন কিছু পেলে হাতে নিয়ে নিন।'

'আমার কী হবে?' জানতে চাইল আর্টেমিস, অবশ্য প্রশ্নটার উত্তর আগে থেকেই জানে।

বাটলার ছেলেটার চোখের দিকে তাকাল। 'আমি চাই, তুমি এখানেই থাকো। মিলিটারি এক অপারেশনে যাচ্ছি আমরা। তুমি এতে জড়ালে, মরার সম্ভাবনাই বেশি।'

'কিন্তু...'

'আমার কাজ হলো তোমাকে সুরক্ষা দেয়া, আর্টেমিস।'

তর্ক করল না আর্টেমিস। দেহরক্ষীর কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছে।

'ঠিক আছে, বাটলার। আমি এখানেই থাকছি। কিন্তু যদি...'

'কিন্তু যদি কী?' চোখ ছোট ছোট করে বলল বাটলার।

রক্ত বরফ বানিয়ে দেয়া হাসি হাসল আর্টেমিস। 'যদি কোনও বুদ্ধি মাথায় আসে, তাহলে...'

BanglaBook.org

পুলিশ পয়াজা

পুলিশ প্লাজার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। টেবিল উল্টিয়ে তার পেছনে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতিতে আশ্রয় নিয়েছে ক্যাপ্টেন কেল্প তার লোকজন। সদর দরজার ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে গুলি ছুড়ছে গবলিনরা। এদিকে ওয়ারলকদের কারও দেহে বিন্দুমাত্র জাদুও অবশিষ্ট নেই। এখন যদি কেউ আহত হয়ে, সে আহতই থাকবে!

একদল সৈন্য কাউন্সিল সদস্যদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল উইং কমাণ্ডার ভিনইয়াইয়া বৈদ্যুতিক রাইফেল হাতে সৈন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন পর্যন্ত একটা গুলিও মিস হয়নি তার।

এখনও অপারেশন বুথে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে টেকনিশিয়ানরা। তবে কাজ হবে বলে আশা করছে না কেল্প। ফোয়েলি যখন কোনও দরজা লক করে, তখন সেই লক সাধারণত বন্ধই থাকে।

এদিকে বুথে বসে বসে নিস্ফল রাগে হাতের মুঠি পাকানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই সেন্টরের। ওকে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেয়াটা আসলে গাজেনের প্রতিশোধ নেয়া।

আশা নেই বলেই মনে হচ্ছে। এমনকী জুলিয়াস আর হলি মেসেজটা পেলেও, সময়মতো কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। নিজেকে পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে ফোয়েলির।

সবকিছু পরিত্যাগ করেছে ওকে, ওর কম্পিউটার, ওর বুদ্ধি, ওর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব...সব!

BanglaBook.org

কোবোই ল্যাবরেটরীজের নিচে

কিছু একটা যেন বাটলারের মাথার পেছনে চাপড় বসাল।

'কী ছিল জিনিসটা?' হলির দিকে ফিরে জানতে চাইল বাটলার।

'জানতে চেও না,' কোনওমতে বলল ক্যাপ্টেন শর্ট। হেলমেটের ফিল্টার ভেদ করেও দূর্গন্ধটা ওর নাকে লাগছে।

পাইপের ভেতরের জিনিসগুলো প্রায় একশ বছর পেয়েছে পচার জন্য, সময়টাকে যে কাজে লাগিয়েছে তার প্রমাণ মিলছে এখন। অন্তত, ভাবল দেহরক্ষী। আমাকে এই জিনিস খেতে তো আর হচ্ছে না!

একদম সামনে এগোচ্ছেন রুট। হেলমেটের আলো অন্ধকারকে চিড়ে যাচ্ছে। থামটা চল্লিশ ডিগ্রী বেঁকে আছে, মাঝে মাঝে আবার খাদও আছে পাইপের দেহ।

মালচ বেশ ভালো কাজ দেখেয়েছে। ভেতরের সব কিছু একদম ভালোমতো চাবিয়ে, তারপর বের করে দিয়েছে। যার ফলে মাটির দলা বলতে কিছুই নেই।

কী করছে, তা না ভাবার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে হলি, রুট আর বাটলার। বামনের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেল, তখন সে মুখ বিকৃত করে থামের একটা প্রবর্ধন থেকে ঝুলছে!

'কী হয়েছে মালচ?' গলায় উৎকণ্ঠার রেশ লুকাতে পারলেন না রুট।

'উপড়ে ওট,' উত্তর দিল মালচ। *'একনি উপড়ে ওট।'*

রুটের চোখজোড়া কেন যেন বড় বড় হয়ে গেল। 'উপরে!' হিসহিস করে উঠলেন তিনি। 'উপরে ওঠো সবাই!'

বামন যে প্রবর্ধন ধরে ঝুলছিল, সেটার ঠিক উপরেই একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে তার ভেতর আশ্রয় নিল সবাই। ভাগ্য ভালো নিয়েছিল, কেননা এক মুহূর্ত পড়েই গ্যাস ছাড়ল বামন। চোয়াল আবার জোড়া দিয়ে তাকাল ওদের দিকে।

'ভালো লাগছে এখন!' বলল সে। 'এই মাটিতে প্রচুর বাতাস ছিল।'

BanglaBook.org

হেলমেটের লাইট বন্ধ করে, ইনফ্রা-রেড চালু করলেন রুট। 'এবার কী করব আমরা? তোমার সেই হীরা কাটার এনেছ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

হাসল বামন। 'দরকার নেই। ভালো চোর হতে হলে, সবসময় ফিরে আসার কথা মাথায় রাখতে হয়!' টাইটেনিয়াম পাইপের একটা বিশেষ জায়গার দিকে ইঙ্গিত করল সে। দেখে পাইপের অংশ বলেই মনে হচ্ছিল ওটাকে। 'গতবার রেখে গিয়েছিলাম।'

হাসলেন রুটও। 'ভালোই চালু তুমি। তোমাকে আমরা ধরলাম কী করে?'

'কপাল জোরে।' উত্তর দিল বামন, বলতে বলতেই পাইপের ওই বিশেষ জায়গাটা কনুই দিয়ে আঘাত করল। সাথে সাথে বৃত্তাকার একটা গর্ত দেখা গেল পাইপের দেহে। 'কোবোই ল্যাব-এ স্বাগতম।'

প্রায় অন্ধকার একটা করিডরে এসে প্রবেশ করল ওরা।

'আমি এই জায়গাটা চিনি।' বললেন রুট। 'আগেও এসেছি। ওপাল বিশেষ অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছিল। সেটা দেখার জন্য। কম্পিউটার সেন্টার থেকে এই জায়গাটা দুই করিডর দূরে।'

'ডি.এন.এ. কামান-টামান নেই তো?' জানতে চাইল বাটলার।

'আছে,' মেনে নিলেন কমাণ্ডার। 'কামানের কম্পিউটার যদি তোমার ডি.এন.এ. চিনতে না পারে, তাহলে খবর আছে। অবশ্য এগুলো সাধারণত প্রজাতির ডি.এন.এ. খুঁজে দেখে। তবে আমার ধারণা ওগুলো চালু নেই। এখানে অনেক বেশি গবলিন দেখা যাচ্ছে। ওরা তো আর সদর দরজা দিয়ে আসে না! আর যদি ফোয়েলির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, তাহলে নিশ্চয় কোবোই দেখাতে চাইবে যে ওর হাতে কোনও অস্ত্র নেই।'

'তাহলে কী করব আমরা এখন?' জানতে চাইল বাটলার।

'পরিকল্পনা বলতে তো তেমন শক্ত কিছু নেই।' বললেন কমাণ্ডার। 'এই করিডরের বাঁকটা ঘোরা মাত্র, আমরা ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ব। তাই তাড়াতাড়ি পার হতে হবে ওই করিডরটা। যদি সামনে কেউ পড়ে, তাহলে আঘাত হানতে দ্বিধা করো না। যদি তার কাছে কোনও অস্ত্র পাও তো নিয়ে নিও। মালচ, তুমি এখানেই থাকো। গর্তটাকে আরেকটু বড় করো। আমাদের তাড়াহুড়োর মাঝে পালাতে হতে পারে। তৈরি সবাই?'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল হলি। 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সাথে দেখা হয়েছিল বলে আমি খুশী।'

BanglaBook.org

কমাণ্ডার আর দেহরক্ষী যার যার হাত বাড়িয়ে **ওর হাত স্পর্শ করল।** 'আমিও।' একইসাথে বলে উঠল দুজন।

করিডরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা তিনজন। **দুইশ গবলিনের বিরুদ্ধে প্রায় অস্ত্রহীন** তিন যোদ্ধা।

বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা কে জানে!

অভ্যন্তরীণ কক্ষ

কোবোই ল্যাবরেটরীজ

'অনুপ্রবেশকারী,' আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল ওপাল কোবোই। 'তাও আবার দালানের ভেতরে এসে পড়েছে!'

সামনে এগিয়ে এল গাজেন।

'জুলিয়াস! আমার তো বিশ্বাসই হতে চাইছে না। আপনার দল দেখি ব্যর্থ হয়েছে, জেনারেল স্পুটা।'

স্পুটা তার চোখ চাটল, লেফটেন্যান্ট নাইল মৌসুম হবার আগেই তার চামড়া হারাবে।

ওপালের কানে ফিসফিস করে জানতে চাইল গাজেন। 'ডি.এন.এ. কামান চালু করা যায়?'

মাথা নাড়ল পিক্সি। 'এখনই তো যাবে না। আমাদের কামানগুলো গবলিনদের বিরুদ্ধে প্রোগ্রাম করা আছে। নতুন করে প্রোগ্রাম করতে হলে কয়েক মিনিট লাগবে।'

গাজেন চার গবলিন জেনারেলের দিকে ফিরল। 'পেছন থেকে এক দল আক্রমণ করতে বলুন, আরেক দলকে পাঠান পাশ থেকে। দরজার সামনে ওদেরকে আটকে ফেলব। পালাবার রাস্তা পাবে না।'

BanglaBook.org

পর্দার দিকে তাকাল গাজেন। 'পরিকল্পনায় ছিল না এই অংশটা, কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে বলে ভালো লাগছে। জুলিয়াস, আমার পুরনো বন্ধু, এবার আমার পালা তোমাকে অপমান করার!'

আর্টেমিস ধ্যান করছিল। এই সময়টা মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করার। একটা পাথরের উপর চারজানু হয়ে বসে আছে সে। মাথার ভেতরে একাধিক উদ্ধার পরিকল্পনা চলছে। এখান থেকে ফিরে আর্কটিকে গিয়ে কীভাবে নিজের বাবাকে উদ্ধার করবে, সে চিন্তা করছে। একটা পরিকল্পনা এসেছে ওর মাথায়, তবে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ সেটা। তাই অন্য পরিকল্পনার জন্য মাথা হাতড়ে বেরোচ্ছে।

তবে টাইটেনিয়ামের পাইপ থেকে ভেসে আসা আওয়াজে ভেঙে গেল ওর মনোযোগ। বামনের পশ্চাদদেশ থেকে নির্গত গ্যাস হবে, ভাবল ও।

প্রায় আট মিনিট পর, আরেকবার বাঁধা পড়ল ওর চিন্তায়। তবে এবার গ্যাসের আওয়াজের জন্য না। সাহায্যের চিৎকার শুনে। মালচ বিপদে পড়েছে! আহত বলে মনে হচ্ছে!

বাটলারকে ঝামেলা সামলাবার জন্য যেতে বলবে, এমন সময় মনে পড়ল যে লোকটা ওর পাশে নেই। যা করার তা ওকেই করতে হবে।

পাইপের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল ও। কালো আর অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা, সেই সাথে অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্তও। আর্টেমিস ঠিক করল, এখন ওর একটা লেপ হেলমেট দরকার। শাটল থেকে একটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না তার, জ্বালাতেও লাগল না!

'মালচ? আছ?'

উত্তর এল না কোনও। ফাঁদ নাকি? আর্টেমিস ফাউল ফাঁদে পা দেবে! ভাবাই যায় না। তবে অসম্ভব-ও না।

তাই বলে তো আর ছোটখাটো প্রানিটার জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায় না। লস অ্যাঞ্জেলস-এ প্রথম দেখা হবার পর, মালচ ডিগামসের সাথে একটা অদ্ভুত বন্ধন গড়ে উঠেছে ওর। ব্যাপারটা ভাবতেই, গা শিহরিয়ে উঠল ওর। মিসেস ফাউল সুস্থ হবার পর, এই ঘটনাটা অনেক বেশি ঘটছে।

BanglaBook.org

আর্টেমিস পাইপের ভেতরে প্রবেশ করল। গন্ধটায় সমস্যা করছে বেশি, জুতার বারোটা বেজে গিয়েছে। সেই সাথে বারোটা বেজেছে ওর স্কুল ইউনিফর্মেরও।

ওপাশের মুখে পৌঁছে দেখতে পেল, মালচ মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। চেহারা প্রচণ্ড ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে।

'কী হয়েছে?' মাথা থেকে হেলমেট খুলে, বামনের পাশে বসে জানতে চাইল ছেলেটা।

'পেটে সমস্যা, ঘাম টপটপ করে ঝড়ছে। 'শক্ত কিছু একটা নাড়িতে বেঁধে আছে। ভাঙতে পারছি না।'

'আমি কী করতে পারি?'

'আমার বাঁ পায়ের বুটটা খুলে ফেল।'

'বুট? বুট বললে না ভুল শুনলাম?'

'বুট।' চিৎকার করে উঠল বামন। 'খুলে ফেল।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস লুকাতে পারল না আর্টেমিস, ও আরও ভয়াবহ কোনও অনুরোধ শোনার অপেক্ষায় ছিল।

'সুন্দর বুট।' খুলতে খুলতে বলল ও।'

'-রোডিও ড্রাইভের।' বলতে গিয়ে যেন খাবি খেল মালচ। 'একটু তাড়াতাড়ি করো।'

'দুঃখিত।'

বুটটা খুলতেই, ছেঁড়া মোজা উঁকি দিল ভেতর থেকে।

'ছোট আঙুলটা।' ব্যথায় মালচের চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে।'

'কী করব?'

'ওখানকার জোড়াটা জোরে চাপ দাও।'

'ঠিক আছে।'

মালচের লোমশ আঙুলটাকে নিজের দুই আঙুল দিয়ে ধরল ও। চোখের ভুল কিনা জানে না, তবে মনে হলো লোমগুলো দুই পাশে সরে যাচ্ছে!

'চাপ দাও। চাপছ না কেন?' মালচ জিজ্ঞাসা করল।

আর্টেমিস চাপ দিচ্ছে না, কেননা ও এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর কপালের ঠিক মাঝখানের দিকে তাকিয়ে আছে এক সফটনোজ অস্ত্রের নিষ্কম্প নল।

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্ট নাইল ধরে আছে অস্ত্রটা, নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস-ই হতে চাইছে না ওর। একাই দুজন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে সে। কথায় আছে না, আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়? কথাটার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল আবার। কর্ণেল হতে আর বেশি বাকি নেই বলে মনে হচ্ছে!

'উঠে দাঁড়াও।' আদেশ দিল সে, নাক দিয়ে নীলচে আগুন বেরোচ্ছে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আর্টেমিস, হাত থেকে মালচের পা এখনও ছাড়েনি। বামনের প্যান্টের পেছন দিকটাও এখনও খোলা।

'ওর কী হয়েছে?' জানতে চাইল নাইল, আগ্রহে মুখ কাছে নিয়ে এসেছে।

'পেট খারাপ।' বলতে বলতেই জোড়ে চাপ দিল আর্টেমিস।

গ্যাসীয় বিস্ফোরণের শিকার হলো গবলিন বেচারা, উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল করিডরের অন্য মাথায়।

উঠে দাঁড়াল মালচ।

'ধন্যবাদ, বাছা। আমি তো ভেবেছিলাম যে আমার যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। শক্ত কিছু একটা খেয়ে ফেলেছিলাম মনে হয়, গ্রানাইট বা হীরা হতে পারে।'

নড করল আর্টেমিস। গবলিনের উড়ে যাবার দৃশ্য এখনও চোখে ভাসছে।

'গবলিনটার অবস্থা গিয়ে দেখা দরকার।'

'ওই গবলিনটা, বলল আর্টেমিস। 'নিশ্চয় একা আসেনি।'

প্যান্টের পেছনদিকটার বোতাম লাগাল মালচ। 'নাহ, গবলিনদের একটা পুরো দল সামনে দিয়ে গেল একটু আগে। আমার মনে হয় এই *ভদ্রগবলিনটা* ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিল।'

কপাল ঘষল আর্টেমিস। বন্ধুদের জন্য নিশ্চয় কিছু না কিছু একটা করতে পারবে সে। হাজার হলেও ইউরোপে ওর মতো বুদ্ধিমত্তার আর কেউ নেই! কিন্তু কী?

'মালচ, তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করব।'

'করো, এর উত্তর তো তোমার প্রাপ্ত।'

বামনের কাঁধে একটা হাত রাখল আর্টেমিস। 'আমি জানি তুমি কীভাবে কোবোই ল্যাব-এ প্রবেশ করেছিলে। কিন্তু ও পথে বেরোওনি, তা-ও জানি। কীভাবে করেছিলে কাজটা?'

হাসল মালচ। 'একদম সহজ। অ্যালার্মটা চালু করে দিয়েছিলাম। এরপর লেপ-এর যে ইউনিফর্মটা পরে এসেছিলাম, সেটা পরেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম!'

BanglaBook.org

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আর্টেমিস। 'ওভাবে হবে না। অন্য কোনও উপায় থাকতেই হবে!'

[illegible]

ডি.এন.এ. কামানগুলো যে বন্ধ হয়ে আছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কমাণ্ডার রুটের। তার মনে আশার আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল, এমন সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। মিইয়ে গেল আশা।

'ডি'আরভিট। তোমরা দুজন এগোও। আমি ওদেরকে এখানে যতক্ষণ পারি, আটকে রাখছি।'

'না, কমাণ্ডার।' বলল বাটলার। 'আপনার ক্ষমতার প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে একটাই, সেটা আপনি ওঠাতেই পারবেন না। আপনি যান, দরজাটা খোলা যায় কিনা সে চেষ্টা করে দেখুন।'

তর্ক করার জন্য মুখ খোলার প্রয়াস পেল হলি। কিন্তু বাটলারের মতো আকারের একজনের সাথে কী আর তর্ক চলে!

'ঠিক আছে, শুভ কামনা রইল। আহত হলে চুপচাপ শুয়ে থেকো। নড়াচড়া করার দরকার নেই। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।'

নড করল বাটলার। 'অবশ্যই।'

'আর শোন?'

'জ্বি, ক্যাপ্টেন।'

'গতবার যে তুমি আর আর্টেমিস মিলে আমাকে কিডন্যাপ করবে...'

ছাদের দিকে মাথা উঁচিয়ে তাকাল বাটলার। ইচ্ছা ছিল জুতার দিকে তাকাবার, কিন্তু সে কাজটা করতে গেলে হলির উপর নজর পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। 'আমি তোমার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম...'

'আগের সব কথা ভুলে যাও। আজকের পর তোমার প্রতি আমার আর কোনও রাগ নেই।'

'হলি, কাজে নামো।' আদেশ দিলেন রুট। 'আর বাটলার, যতক্ষণ পারো, আটকে রেখ।'

হাতের সিগটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল বাটলার। 'অবশ্যই, কমাণ্ডার।'

BanglaBook.org

একটা উড়ন্ত ট্রলিতে উঠে বসেছে আর্টেমিস। সিলিং ধরে চলে যাওয়া একটা মোটা পাইপের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'এই জিনিসটা সব জায়গার সিলিং এ দেখতে পাচ্ছি। বায়ু নিষ্কাশনের কোনও পদ্ধতি নাকি?'

ঘোঁত করে উঠল মালচ। 'হলে তো ভালোই হতো। ওটা ডিএনএ কামানে ব্যবহার করার জন্য দরকারী প্লাজমার লাইন।'

'তাহলে এই পাইপ ধরে অনুপ্রবেশ করলে না কেন?'

'কারণটা একদম সহজঃ ওখানে যে পরিমাণ প্লাজমা আছে, তার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশই একজন ট্রলকে ভাজাভাজা করার জন্য যথেষ্ট!'

পাইপের ধাতব দেহে হাত রাখল আর্টেমিস। 'যখন কামানগুলো বন্ধ থাকে, তখন?'

'বন্ধ থাকলেই বা কী? প্লাজমাগুলো তেজস্ক্রিয়!'

'তেজস্ক্রিয়?'

দাঁড়িতে হাত বোলাল মালচ। 'জুলিয়াসের ধারণা, কামানগুলোকে ইচ্ছা করে বন্ধ রাখা হয়েছে?'

'নিশ্চিত হবার কোনও উপায় আছে?'

'*খুলতে মানা* এই প্যানেলটা খুলে দেখা যেতে পারে, মালচও পাইপের দেহে হাত বুলাল। 'আহ, এই যে এখানে দেখ, একটা ছোট গর্ত দেখা যাচ্ছে। কামানগুলো যদি কখনও নষ্ট হয়ে যায়, অথচ যখন প্লাজমাকে আবার রিচার্জ করতে হয়, তখন কাজে লাগে। কাজ, এখন চোখ খুলে দেখ। দেখ দক্ষ হাতের কাজ আসলে কেমন!'

একটা দাঁড়ি সাবধানতার সাথে ছোট গর্তটাতে প্রবেশ করাল মালচ, যখন আবার সেই দাঁড়ির মাথাটাকে গর্ত দিয়ে বেরোতে দেখল, তখন চোয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। বামন দেহ এক অত্যাশ্চর্য জায়গা। চুলটা খুলে নেবার সাথে সাথে তালার ভেতরের কলকব্জার আকৃতিতে শক্ত হয়ে গেল সেটা। সদ্য বানানো *চাবিটা* ঘোরাল বামন। খুলে গেল হ্যাচ।

'দেখলে তো!'

BanglaBook.org

পাইপের ভেতরে কমলা রঙের জেলি স্পন্দিত হতে দেখা গেল। ভেতরের প্লাজমা এতোটাই ঘন যে খোলা হ্যাচ দিয়েও নিচে পড়ছে না। অবশ্য থেকে থেকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে জানান দিচ্ছে, আমাদের ধারে কাছে এসো না।

'বন্ধ করে রাখা আছে। যদি চালু থাকত, তাহলে আর আমাদের আলাপচারিতা করতে হতো না!'

'স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে কেন?'

'কামান বন্ধ করে দিলেও তো চার্জ কিছু থেকে যায়। তবে খুব গুরুতর কিছু না।'

নড করল আর্টেমিস। 'ঠিক।' বলতে বলতেই হেলমেট ঠিক করে নিল ও।

সাদা হয়ে গেল মালচ। 'এই...এই...করো কী? হঠাৎ করে যদি কামান চালু করে দেয়, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'না ভাবার চেষ্টা করছি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বামন। 'ঠিক আছে, যাও। এমনিতেও আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। ত্রিশ মিটার যেতে হবে তোমাকে, তা-ও দশ মিনিটের মাঝে। নইলে হেলমেটের বাতাস ফুরিয়ে মরবে। ফিল্টারগুলো বন্ধ করে রেখ। আর এটা নাও।' বলে গর্ত থেকে শক্ত হয়ে আসা দাঁড়িটা বের করে নিল মালচ।

'এটা কেন?'

'ওপাশ দিয়ে বেরোতে হবে না? নাকি এই পাইপেই ঘর-বাড়ি বানাতে চাও?'

ঢোক গিলল আর্টেমিস। এই কথা তো ওর মাথায় আসেনি। নিজের সেরা অস্ত্রটার কর্মক্ষমতার উপর সন্দেহ বাসা বাঁধল ওর মনে।

'তবে খুব সাবধানে। মনে রাখবে, চুল কিন্তু ধাতু না।'

'মনে থাকবে।'

'আর বাতি ব্যবহার করো না। হ্যালোজেন কিন্তু প্লাজমাকে আবার চালু করে দিতে পারে।'

আর্টেমিসের মনে হলো, ওর মাথাটা চক্কর দিচ্ছে।'

'যত তাড়াতাড়ি পার, নীল ক্যানিস্টারের ফোম লাগিয়ে নিবে গায়ে। ওগুলো তেজস্ক্রিকতা নিরোধক।'

'আর কিছু, মিস্টার ডিগামস?'

'আয় হায়, কপালে চাপড় বসাল মালচ। 'প্লাজমা নির্মিত সাপের কথা বলতে তো ভুলেই গিয়েছিলাম!'

BanglaBook.org

আর্টেমিসের মনে হলো, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে বনবাসে চলে যায়। 'দুষ্টামি করছ?'

'তা করছি,' মেনে নিল মালচ। 'তোমার হাত একেক বারে আধ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তাই গুণে গুণে ষাট হাত যাবার পর, বের হয়ে যাবে।'

'আধ-মিটারের চাইতে একটু কমই হবে। ষাটের জায়গায় তেষট্টি হাত লাগতে পারে।' চাবি রূপী দাঁড়িটা পকেটে ভরতে ভরতে বলল ও।

শ্রাগ করল মালচ। 'তোমার জান, তোমার হিসাব। যাও এখন।'

এক মুহূর্ত পরই দেখা গেল, আর্টেমিস কমলা রঙের প্লাজমা সাগরে ডুব দিচ্ছে!

সাপের মতো করে ওকে পেঁচিয়ে ধরল প্লাজমা, যেন ওদের জীবন আছে। একটা স্ফুলিঙ্গ ওর পায়ে চুম্বন করে গেল শুধু, তাতেই মনে হলো যেন কেউ ওখানে আস্ত একটা গনগণে শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এই তোমার গুরুতর কিছু না! মনে মনে মালচকে বকল আর্টেমিস।

সময় নষ্ট না করে, সামনে এগোতে শুরু করল ও। এক হাত, দুই হাত...

তেষট্টি আর কত দূর?

সিগটা গুলি করার জন্য প্রস্তুত, প্রস্তুত বাটলার নিজেও। পায়ের শব্দ যেন বজ্রকেও হার মানাবে। ছায়াও দেখা যাচ্ছে। আন্দাজে নল তাক করল দেহরক্ষী।

প্রথমে মাথা দেখা গেল একটা, একদম ব্যাঙের মতো। কালক্ষেপণ না করে ট্রিগার চেপে ধরল বাটলার। গবলিনটার মাথার ঠিক ওপরে দেখা গেল তরমুজ আকৃতির একটা গর্ত। ভয় পেয়ে গবলিন মাথাটা সরিয়ে নিল। ইচ্ছা করেই যে বাটলার মিস করেছে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না। মৃত শত্রুর চাইতে, ভীত শত্রু ভালো। বিশেষ করে যখন তারা সংখ্যায় অনেক হয়।

কিছুক্ষণের মাঝেই আবার সাহস সংগ্রহ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল তারা। বাটলার বুঝতে পারল, কিছুক্ষণের মাঝেই ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলি ছুঁড়তে হবে ওকে।

দেহরক্ষী সিদ্ধান্ত নিল, শিকারে নামার সময় হয়েছে। যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল সে। ওর নিশ্চুপ নড়া-চড়া দেখে চিতাবাঘও লজ্জা পাবে। শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

পৃথিবীতে ওর চাইতে ভালো মার্শাল আর্ট জানে, এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র দুই। তাদের একজন আবার ওর-ই আত্মীয়। অন্যজন এখন দ্বীপবাসী হয়েছেন। সারাদিন বসে বসে ধ্যান করেন আর নিজের দক্ষতা ধরে রাখার জন্য তাল গাছগুলোর উপর ঝাল ঝাড়েন। গবলিনদের চরম শত্রুও এই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য মায়া না করে পারবে না!

অভ্যন্তরীণ কক্ষের দরজার ঠিক সামনে দু'জন প্রহরী রেখেছিল বি-ওয়া-কেল। দুজনকেই যথেষ্ট অস্ত্র-সস্ত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু গবলিনরা যেমন হয় আরকী! এদের মাথায় গোবর আছে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ হয়। সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও, বারবার ঘুমিয়ে পড়ছে সে।

'দেখ,' বলল তাদের একজন। 'এলফ!'

'হাহ?' দুজনের মধ্যে যার মাথায় গোবরের পরিমাণটা একটু বেশি, সে উত্তর দিল।

'তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।' বলল প্রথমজন। 'লেপ-এর হাতে কোনও অস্ত্র নেই।'

'হুম, কিন্তু প্রাণী হিসেবে ওগুলো বিরক্তিকর।' চোখ চাটতে চাটতে জবাব দিল অধিকতর বোকা জন।

ঠিক সেই সময়েই, হলির বুট এসে লাথি বসাল তার বুকে। দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল বেচারা।

'কাজটা ঠিক করলে না।' বন্দুক তুলতে তুলতে জবাব দিল অন্যজন।

রুট অবশ্য মারামারির সময় সৌন্দর্যের ধার ধারেন না। গায়ের জোরে ঠেলেই প্রথম গবলিনকে দরজার উপর ছুড়ে ফেললেন তিনি।

'দুজনেই শায়েস্তা হয়েছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হলি। 'একদম পানি-ভাত।'

কথাটা একটু আগে আগেই বলে ফেলেছে ও, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে বি-ওয়া-কেলের প্রায়শ দুইশ যোদ্ধা পাশের করিডর ধরে ছুটে আসতে শুরু করল।

'পানি-ভাত, তাই না?' ভেঙ্গালেন কমাণ্ডার।

BanglaBook.org

মনোযোগ ছুটে যেতে চাইছে আর্টেমিসের। স্ফুলিঙ্গের সংখ্যা যেন প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে চলছে! দুই দুই বার হিসাব ভুলে গিয়েছে এর মাঝে। এই এবার যে এগোল, সেটা চুয়ান্ন হাতও হতে পারে, আবার ছাপ্পান্ন হাতও হতে পারে। সমস্যা হলো, হিসাবে একচুল পরিমাণ ভুল হলেও তার খেসারত দিতে হবে জান দিয়ে!

নিজেকে বাধ্য করছে সামনের দিকে যেতে। দৃষ্টির সাহায্য পাচ্ছে না বললেই চলে। ওর দুনিয়া যেন কমলা রঙে ভরা! শেষ বারের মতো কমলা জেলি ভেদ করে এগোল ও- তেষট্টি! এদিকে সম্ভবত ওর হেলমেটের বাতাসও ফুরিয়ে এসেছে!

পাইপের ভেতরের দিকের দেহে হাত বুলাল ও, গর্ত খুঁজছে।

নেই! কোনও গর্ত নেই!

তাহলে এখানে, এই প্লাজমার মাঝেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে ওকে!

মনোযোগ দাও, নিজেকে ধমক দিল ও! তুমি দ্বিতীয় আর্টেমিস ফাউল। এতো সহজে হার মানা তোমার সাজে না!

সামনের দিক থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ ভেসে আসছে আলসে ভঙ্গিতে। অন্ধকারের মাঝে যেন এক টুকরা আলো ওটা। এগোতে এগোতে পাইপের প্রতিটা অংশকে উজ্জ্বল করে তুলছে এক মুহূর্তের জন্য।

ওই যে! একটা গর্ত!

পাগলের মতো পকেট হাতড়ে চাবিটার বের করে আনল আর্টেমিস।

কাজ করবে তো?

তালার গর্তে চাবিটা প্রবেশ করলা আর্টেমিস। আস্তে আস্তে, ধীর স্থির ভাবে! ঢুকেছে কী? চোখ বন্ধ করে দেখার প্রয়াস পেল। পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সে, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। যা হয় হবে ভেবে চাবিটা ঘুরাল আর্টেমিস।

খুলে গেল হ্যাচ!

সম্ভবত এক দল গবলিন উদ্যত পিস্তল হাতে এই মুহূর্তে নিচে ওর-ই জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর্টেমিসের তাতে কিছু যায় আসে না। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রাণটা ওর আঁকুপাঁকু করছে!

হ্যাচের ভেতর দিয়ে তাই হেলমেট পরা মাথাটা বের করে দিল ও, সামনের কাঁচটা নামিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। এই শ্বাসটাই ওর শেষ শ্বাস হবার সমূহ

BanglaBook.org

সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু না, কপাল ভালো আর্টেমিসের! এই মুহূর্তে ঘরটার সব সদস্য সামনের দিকে রাখা একটা পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে!

দেখছে ওর বন্ধুদের মরণপণ যুদ্ধ।

বাটলারকে প্রায় ঘিরে ধরেছে একদল গবলিন।

বাটলারকে দেখা মাত্র সবগুলো গবলিনের মাথায় একটাই কথা খেলে গেল। হায় ঈশ্বর, এ কি পোশাক পরিহিত কোনও ট্রল? কেন আম্মুর কথা শুনে গ্যাং-ট্যাং থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম না?

এরপরই ওদের উপর যেন বৃষ্টির মতো বর্ষিত হলো বাটলার। ওর দেহটা মাটিতে স্পর্শ করার আগেই জ্ঞান হারাল তিন গবলিন। একজন নিজের পায়ে নিজেই গুলি করে বসল, কয়েকজন মাটিতে শুয়ে পড়ল এমনি এমনিই। জ্ঞান হারাবার ভান ধরে ওখানেই লুটিয়ে রইল।

পুরো দৃশ্যটা পর্দায় ঘটতে দেখল আর্টেমিস, অভ্যন্তরীণ কক্ষের অন্যান্য সদস্যরাও দেখছে। ওদের কাছে দৃশ্যগুলো বিনোদন। পুরো দালানে অসংখ্য গবলিন আছে। কিন্তু এই কক্ষে আসার কোনও রাস্তা নেই। তাই নিজের অধস্তনদের কচুকাটা হতে দেখেও, হাসছে গবলিন জেনারেলরা!

পরিকল্পনা খাড়া করার জন্য মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড সময় পাবে আর্টেমিস। অথচ শত্রুদের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা নেই তার। নিজের দেয়ালগুলোতে চোখ চলে গেল ওর। ব্যবহার করার মতো যদি কিছু পায়!

ফোয়েলিকে পর্দার এক কোনায় দেখতে পেল ও, সেন্টর বেচারাকে অপারেশন বুথে আটকে রাখা হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে আটক হয়ে আছে বলে, এরিমাঝে নিশ্চয় কোনও না কোনও পরিকল্পনা এঁটে ফেলেছে সে। আর্টেমিস জানে, এই পাইপ থেকে বের হওয়া মাত্র সবার নজর পড়বে ওর উপরে। কক্ষে যারা আছে, তার ওকে খুন করতে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করবে না।

টিউব থেকে নিজেকে টেনে নিচে নামাল সে, ধপ্প করে আওয়াজ হলো। মাথা ঘুরছে শব্দের উৎসের দিকে। কপাল ভালো, একেবারে কন্ট্রোলের উপরেই এসে পড়েছে ও।

ফোয়েলির ছবির নিচেই একটা মাইকের ছবি দেখা যাচ্ছে, ওটাকে চেপে ধরল আর্টেমিস।

'ফোয়েলি!' **কর্কশ কণ্ঠে বলল আর্টেমিস। 'শুনতে পাচ্ছ?'**

BanglaBook.org

সাথে সাথে পরিবর্তন দেখা দিল সেন্টরের বসে থাকার ভঙ্গিতে। 'ফাউল? তুমি নাকি?'

'পাঁচ সেকেণ্ড সময় আছে হাতে, ফোয়েলি। কোনও পরিকল্পনা থাকলে বলো, নয়তো আমরা সবাই মারা যাব।'

নড করল সেন্টর। 'আছে। আমাকে সবগুলো পর্দায় ভাসিয়ে তোল।'

'কী? কীভাবে?'

'প্রেস-কনফারেন্সের একটা বোতাম আছে দেখ! হলুদ, বৃত্ত আকা। দেখতে পেয়েছ?'

আর্টেমিস শুধু দেখতেই পায়নি, কালক্ষেপণ না করে টিপেও দিয়েছে। পরমুহূর্তেই পিঠের উপর শক্ত আঘাত পেয়ে ব্যথায় চোখ বন্ধ করে ফেলল ও।

প্লাজমার পাইপ থেকে আচমকা আছড়ে পড়া প্রানিটাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল জেনারেল স্কেলেনি। কিন্তু প্রানিটা যে কী, তা বুঝতে পারেনি। পিক্সি? নাকি...?

হায়, হায়! এ যে আদমজাত!

'দেখ!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আদমজাত!'

বাকিরা কেউ আগ্রহ দেখাল না, পর্দায় ঘটতে থাকা নাটকের দিকে তাদের মনোযোগ।

ভুল হলো, সবার না। কেননা গাজেনের মনোযোগ ছুটে গেল আর্টেমিসের দিকে। 'খুন করো ওকে!'

সাথে সাথে সব জেনারেলের মনোযোগ গিয়ে পড়ল আর্টেমিসের উপরে। খুন শব্দটা তাদের বড়ই পছন্দ।

আদমজাতটা কন্ট্রোলের উপর হুমড়ি খেয়ে আছে দেখে তাকে ঘিরে ধরল সবাই মিলে। পিঠে আঘাত হানল স্পুটা, এরপর কাঁধ ধরে ঘুরাল আদমজাতটাকে।

একজন একজন করে এগিয়ে আসছে জেনারেলরা, হাতে অগ্নি গোলক। কিন্তু এরপর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা আর্টেমিসের উপর থেকে সবার মনোযোগ সরিয়ে নিল! সবগুলো পর্দায় দেখা দিল গাজেনের চেহারা। পর্দার গাজেনের মুখ থেকে যেসব ভাষা বেরিয়ে আসছিল, সেগুলো শুনতে একদম ভালো লাগল না জেনারেলের।

BanglaBook.org

'যাই হোক, যখন মনে হবে সবকিছু লেপ হারাতে বসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার আদেশে ওপাল সবার অস্ত্র আবার সচল করে দেবে। বি-ওয়া-কেল পরাজিত হবে, তোমাকে দায়ী করা হবে সবকিছুর জন্য। অবশ্য তুমি ততক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

ঘুরে দাঁড়াল স্পুটা। 'গাজেন, এসবের কী মানে?'

'বেঈমান, গাজেন!' এগিয়ে এল অন্যান্য জেনারেলরা।

গাজেনকে দেখে চিন্তিত বলে মনে হলো না। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'বেঈমানী।'

কী হয়েছে, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি গাজেনের। এসব ওই ফোয়েলি ব্যাটার দোষ। নিশ্চয় সে ওদের কথা-বার্তা কোনও না কোনওভাবে রেকর্ড করে রেখেছিল।

তাড়াতাড়ি প্রধান কনসোলের দিকে চলে গেল গাজেন, বন্ধ করে দিল রেকর্ডিং। গবলিনরা শুনলে শুনুক, কিন্তু ওপাল শুনলে আর দেখতে হবে না!

'বেঈমানী!' হিস হিস করল স্কেলেনি।

'হুম,' মেনে নিল গাজেন। এরপরই বলে উঠল, 'কম্পিউটার, ডি.এন.এ. কামান চালু করো। অথোরাইজেশন, গাজেন বি। আলফা...আলফা...দুই...দুই।'

আনন্দে হাততালি দিল ওপাল। ব্রায়ার দেখতে বড় কুৎসিত, স্বভাবেও তেমনি শয়তান।

কোবোই ল্যাব জুড়ে ডি.এন.এ. কামান চালু হবার গুন গুন শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণের মাঝখানেই কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল তারা। খুঁজে খুঁজে গবলিন ডি.এন.এ. ধারীদের বিরুদ্ধে গোলা বর্ষণ করতে শুরু করল। তা-ও প্রতি সেকেণ্ডে একবার গতিতে!

দ্রুত, আর কোবোই-এর অন্যসব আবিষ্কারের মতো নিখুঁতভাবে কাজ করল অস্ত্রগুলো। পাঁচ সেকেণ্ড পরেই, বন্ধ হয়ে গেল কামান। দরকার কী আর? এই পাঁচ সেকেণ্ডেই দুইশ অজ্ঞান গবলিন শয্যা নিয়েছে!

'হুফ,' মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল হলি। 'কানের পাশ দিয়ে গেল।'

'আসলেই,' একমত হলেন রুট।

এদিকে স্পুটার অজ্ঞান দেহে লাথি হাঁকাচ্ছে গাজেন। আর আর্টেমিসের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'কাজের কাজ কিছুই হলো না, ফাউল।' হাতে উঠে এসেছে রেড

BanglaBook.org

বয়। 'তোমার বন্ধুরা বাইরে, তুমি ভেতরে। গবলিনরা অজ্ঞান। সবকিছু আমার...' বলতে বলতে ওপালের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। '...আমাদের পরিকল্পনা অনুসারেই হচ্ছে।'

ওপাল হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

অন্য কোনও সময় হলে হয়তো গায়ে জ্বালা ধরানো কোনও মন্তব্য করে বসত আর্টেমিস। কিন্তু সম্ভাব্য মৃত্যুর আশংকা ওকে চুপ করিয়ে রাখল।

'এখন তোমার বন্ধুদের টার্গেট করার জন্য এই কামানটাকে নতুন করে প্রোগ্রাম করব কেবল। বাকি কাজ গুলো সহজ, লেপ কে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেব, সারা দুনিয়া দখল করব। রুখবে আমায় কে?'

কোনও খল-নায়কেরই আসলে এসব কথা বলা উচিত না। কেননা সাধারণত তখনই তার জন্য সব ধরনের সমস্যা শুরু হয়!

বাটলার দৌড়ে আসছে করিডর ধরে। অভ্যন্তরীণ কক্ষের সামনে সবার সাথে মিলিত হলো সে। দরজার কাচের প্যানেল দিয়ে ভেতরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেল ও। বাটলার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, মাস্টার আর্টেমিস কীভাবে কীভাবে যেন নিজেকে বিপদের ঠিক মাঝখানে ফেলতে সমর্থ হয়েছে!

নিজের ভেতরে অদম্য এক শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠাটা টের পেল বাটলার। এই একটা দরজাই ওর থেকে আর্টেমিসকে পৃথক করে দেখেছে। ছোট একটা দরজা, যেটাকে বানানো হয়েছে অস্ত্র হাতে ফেয়ারিদের আগ্রাসন সামাল দেবার জন্য! বড় সড় একটা দম নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল ও।

বাটলার মনে কী চলছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে হলি। 'ওই চেষ্টা করে লাভ নেই। দরজাটাকে বিশেষভাবে পুরু করে বানান হয়েছে।'

উত্তর দিল না বাটলার, ও তখন এই দুনিয়াতেই নেই।

চিৎকার করে দরজার উপর আছড়ে পড়ল বাটলার। দেহের সমস্ত ওজন...সমস্ত জোর কাঁধের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। দরজাটাকে বানানো হয়েছে প্লাজমার আঘাত সহ্য করার জন্য। কিন্তু বাটলার? বাটলারের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কি ওটার আছে?

নেই! টিনের ফয়েলের মতো দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে তা প্রমাণ করল দরজাটা।

বাটলারের জড়তা ওকে অভ্যন্তরীণ কক্ষের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত নিয়ে গেল। পিছু পিছু ভেতরে প্রবেশ করল হলি আর রুট, পথে একটু থেমে অজ্ঞান গবলিনদের হাত থেকে সফটনোজ অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

BanglaBook.org

প্রথমেই নড়ে উঠল গাজেন, আর্টেমিসের কাঁধ ধরে টেনে দাঁড় করিয়েছে ছেলেটাকে। 'একদম নড়ো না কেউ। নয়তো এই আদমজাতকে খুন করব।'

বাটলার কিন্তু থামেনি। নিজেকে হারিয়ে ফেলার আগে ওর মস্তিষ্ক দেহকে শেষ নির্দেশ দিয়েছিল-গাজেনকে থামাও। এই মুহূর্তে কেবল ওটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

লাফ দিল হলি, বাটলারের বেল্ট ধরে ওকে থামাতে চাইছে। 'থাম, বাটলার।' চিৎকার করে উঠল সে।

দেহরক্ষী ওকে পাত্তাই দিল না।

হাল ছাড়ল না হলি। 'থামো!' আবারও বলল ও। এবার সাথে মেসমার মিশিয়ে দিয়েছে।

বাটলারকে দেখে মনে হলো, কেউ যেন ওর মুখে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। থমকে দাঁড়াল বিশালদেহী দেহরক্ষী।

'ক্যাপ্টেন শর্টের কথা শোন, আদমজাত।' বলল গাজেন। 'দর কষাকষি করতে হবে না?'

'অসম্ভব, ব্রায়ার।' বললেন রুট। 'তোমার খেলা শেষ, আদমজাতটাকে ছেড়ে দাও।'

রেড বয়টা কক করল গাজেন। 'ছেড়ে তো দেবই, জন্মের তরে।'

বাটলার যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। ওর মনিব এক সাইকোপ্যাথের হাতে বন্দি। আর ও কিছুই করতে পারছে না!

আচমকা একটা ফোন বেজে উঠল।

'আমার ফোন মনে হয়।' আর্টেমিস বলল।

আবার বেজে উঠল ফোনটা। আর্টেমিসের মোবাইল ফোন! আশ্চর্যের কথা, এতো কিছুর পরও জিনিসটা কাজ করছে!

'বলো?'

থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কী হবে তা কেউ আন্দাজ করতে পারছে না।

ওপাল কোবোই এর দিকে ফোনটা ছুঁড়ে দিল আর্টেমিস। 'তোমাকে চাচ্ছে।'

ফোনটা ধরে ফেলল পিক্সি। শক্ত হয়ে গেল ব্রায়ারের দেহ। কী হতে চলছে ত ওর মস্তিষ্ক বুঝতে না পারলেও, দেহ ঠিক বুঝতে পেরেছে।

কানে ফোনটা ঠেকাল ওপাল।

BanglaBook.org

'রাণী? হাহ, পাগল হয়েছ নাকি, ফোয়েলি? এতো কষ্ট করলাম, আরেকজনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য? কক্ষনো না। এই সব ঝামেলা শেষ হওয়া মাত্র মিস কোবোই দুঃখজনক দূর্ঘটনার শিকার হতে হবে-'

পিক্সির চেহারা তার সব রঙ হারিয়ে ফেলল যেন। 'তুমি!' চিৎকার করে উঠল সে।

'ধোঁকা।' প্রতিবাদ করল গাজেন। 'ওরা আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে।'

কিন্তু ওর চোখ দেখেই ওপাল বুঝতে পারল, সব সত্যি।

পিক্সিরা আকারে ছোট হলেও প্রচণ্ড হিংস্র। অনেক কিছু সহ্য করে নিজের মাঝে চেপে রাখে, কিন্তু যখন তা বের হয় তখন সেই বিস্ফোরণ পারমাণবিক বোমাকেও হার মানায়। এতোক্ষণ একটা হোভার বোর্ডে চড়ে বাতাসে ভাসছিল সে। এখন সোজা ব্রায়ারকে লক্ষ করে ডাইভ দিল।

ইতস্তত করল না গাজেন, বোর্ড লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল। কিন্তু বেচারার কপাল মন্দ, নিচের পুরু গদিতে লেগে গতি হারিয়ে ফেলল গুলি। ওপালের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না।

প্রাক্তন পার্টনারদের দিকে সোজা ছুটে এল ওপাল কোবোই। ব্রায়ার যখন আত্মরক্ষার জন্য হাত উঁচু করল, তখনই সুযোগ বুঝে মেঝেতে শুয়ে পড়ল আর্টেমিস। কিন্তু বেচারা এলফের মন্দ ভাগ্য, সে সেই সুযোগ পেল না। বোর্ডের সেফটি রেইলের মাঝে আটকে পড়ল সে। অভ্যন্তরীণ কক্ষের দেয়ালে আছড়ে পড়ল দুজন। এক বার এই দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে তো অন্যবার ওই দেয়ালে। শেষ মেশ এক খোলা প্লাজমা প্যানেলের উপর আছড়ে পড়ল দুজন।

গাজেন গিয়ে পড়ল প্লাজমার ঠিক মাঝখানে। ডি.এন.এ. কামান চালু ছিল বলে, মুহূর্তের মাঝেই মারা গেল বেচারা। তবে ওপালের কপাল ভালো। কোনও ধরনের ক্ষতি ছাড়াই মাটিতে আছড়ে পড়েছে ওর দেহ। রবারের টাইলের উপর শুয়ে এই মুহূর্তে গুঙিয়ে উঠছে সে।

গাজেন উড়তে শুরু করার সাথে সাথে নড়ে উঠেছে বাটলার। এক মুহূর্ত সময় নিয়ে সে আর্টেমিসের দেহ পরখ করে দেখল, কোথাও কোনও ক্ষত আছে কিনা। গুরুতর কিছু না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ওপালের অবস্থা দেখার জন্য হলি এগিয়ে গিয়েছে।

'জ্ঞান আছে?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার।

BanglaBook.org

চোখ খুলে তাকাল কোবোই। সাথে সাথে ঘুষি হাকিয়ে সেটা বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করল হলি। 'নাহ, নেই।' নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল সে।

গাজেনের দিকে এক পলক চেয়েই রুট বুঝতে পারলেন, ওই দেহটার পালস চেক করে লাভ হবে না। হয়তো এভাবে মারা যাওয়াটাই ব্রায়ারের জন্য ভালো হয়েছে। নয়তো শত শত বছর হাউলার'স পিকে পচে মরতে হতো।

দরজার কাছাকাছি একটা নড়াচড়া নজরে পড়ল আর্টেমিসের। মালচ এসে দাঁড়িয়েছে দোড়গোড়ায়, হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে। দেয়ালে লেগে থাকা একটা নীল ক্যানিষ্টারের দিকে ইঙ্গিত করেই উধাও হয়ে গেল সে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড় করে বাটলারকে বলল আর্টেমিস, 'বাটলার, আমাকে একটু স্প্রে করে দেবে? তারপর আমরা মুরমানস্কে যাব।'

হতভম্ব বাটলার জবাব দিল, 'স্প্রে? কোন স্প্রে?'

হলি এগিয়ে এল ক্যানিস্টার হাতে। 'আমাকে করতে দাও কাজটা।'

আর্টেমিসের দিকে তাক করে, দূর্গন্ধযুক্ত ফোম স্প্রে করল হলি। কয়েক সেকেণ্ড পরে ছেলেটাকে দেখে মনে হলো, সে যেন অর্ধ গলিত কোনও তুষার মানব। হাসিতে ফেটে পড়ল হলি।

আইনের সেবায় যে মজা নেই, তা কে বলল?

[illegible]

অপারেশন বুথ

BanglaBook.org

প্লাজমা গাজেনের রিমোর্ট কন্ট্রোলের বারোটা বাজাবার সাথে সাথে, অপারেশন বুথ তার কর্ম-ক্ষমতা ফিরে পেল। প্রথমেই অপরাধী পবলিনদের চামড়ার নিচে থাকা স্লীপারগুলো চালু করে দিল ফোয়েলি-বি-ওয়া-কেল গ্যাং-এর যুদ্ধক্ষম সদস্য সংখ্যা নিমেষেই অর্ধেকে নেমে গেল। এরপর পুলিশ প্লাজার ডি.এন.এ. কামানগুলো চালু করে দিল ও। বাকি অর্ধেক সাথে সাথে যুদ্ধক্ষম থেকে যুদ্ধ করতে অক্ষমে পরিণত হলো।

ক্যাপ্টেন কেল্লের প্রথম চিন্তা ছিল তার অধীনস্তদের নিয়ে। 'আমরা কাউকে হারিয়েছি?' চিৎকার চেঁচামেচি ভেদ করে তার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

একযোগে উত্তর দিল স্কোয়াড্রন লিডাররা। জানাল, হতাহতের কোনও ঘটনা হয়নি।

'কপাল ভালো আমাদের।' এক ওয়ারলক চিকিৎসক জবাব দিল। 'পুরো দালানে এক বিন্দু জাদু অবশিষ্ট নেই!'

ট্রাবল এবার তার মনোযোগ অপারেশন বুথের দিকে ফেরাল।

কাঁচের একটা জানালা অস্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছ করে তুলল ফোয়েলি। চ্যানেল চালু করে বলল, 'দেখ বন্ধুরা, এসবের জন্য গাজেন দায়ী। আমি নই। আমার কাছে প্রমাণ আছে। আর এক মুহূর্ত আগে আমিই সবাইকে বাঁচিয়েছি। আমাকে মেডেল দেয়া উচিত।'

হাতের পাকানো মুষ্ঠি দেখাল ট্রাবল। 'বাইরে এসো, মেডেল দিচ্ছি।'

নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পারল ফোয়েলি। 'তা হচ্ছে না। আমি এখানেই ভালো আছি! আগে কমাণ্ডার রুট আসুক। সে সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় চোদ্দঃ ফাদার'স ডে

মুরমানস্ক

মুরমানস্ক আর সেভেরমরস্কের মাঝামাঝি এলাকাটাকে রাশিয়ান সাবমেরিনের কবরস্থান বললেও অত্যুক্তি হবে না। কম করে হলেও, অন্তত একশ পারমানবিক সাবমেরিন ওখানে শুয়ে আছে। কয়েকটা কেবল মাথা উঁচু করে আছে পানির উপর।

ওরকম একটা সাবমেরিনের নাম ছিল নিকোডিম। বিশ বছর পুরনো একটা টাইফুন ক্লাস সাবমেরিন ওটা। মরচে ধরা পাইপ আর ছিদ্র হয়ে যাওয়া রি-অ্যাক্টর নিয়ে এখনও গুনগুন করে চলছে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য এই দুইটা ব্যাপারের একটাও খুব একটা সুখকর নয়। আর এখানেই মাফিয়া বস, ব্রাতভা, তার দুই অধীনস্তকে আসতে বলেছে। এখানেই নাকি বন্দি বিনিময় করতে হবে!

মিখাইল ভ্যাসিকিন আর কামার ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা খুশী নয়। দুই দিন হলো এখানে অপেক্ষা করছে ওরা। প্রতি মুহূর্তে যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে ওদের আয়ু কমে আসছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

কেশে উঠল ভ্যাসিকিন। 'শুনতে পাচ্ছ? আমার পেটে ভুটভাট শব্দ হচ্ছে। সব এই তেজস্ক্রিয়তার দোষ!'

'পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর।' বলল কামার। 'ফাউল ছেলেটার বয়স তেরো। মাত্র তেরো! এই বয়সী একটা বাচ্চা কীভাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করবে? অসম্ভব!'

ভ্যাসিকিন শোয়া থেকে উঠে বসল। 'এর ব্যাপারে অনেক গল্প শুনেছি। ছেলেটার নাকি জাদু-ক্ষমতা আছে!'

'ক্ষমতা?' ঘোঁত করল কামার। 'জাদু? ভীমরতি ধরেছে?'

'নাহ, সত্যি বলছি। আমার ইন্টারপোলে এক লোক আছে। ওরা নাকি এই ছেলেটার নামে একটা ফাইলও বানিয়েছে। তেরো বছরেই ফাইল! আমার বয়স সাইত্রিশ। এখনও আমার নামে ইন্টারপোল কোনও ফাইল বানায়নি।' রাশিয়ান লোকটাকে হতাশ মনে হল।

BanglaBook.org

'আচ্ছা, বুঝলাম। ফাইল আছে। তার সাথে জাদুর কী সম্পর্ক?'

'বলছি, আমার লোকের দেয়া তথ্য মতে, এই ফাউল ছেলেটাকে একই সময়ে সারা বিশ্বে একই সাথে দেখা গিয়েছে!'

'তোমার লোক তোমার চাইতেও বড় ভণ্ড।' কামার বিশ্বাস করল না।

'বিশ্বাস করলে করো, না করলে না করো। আমার তাতে কী? এই জাহাজ থেকে ফিরতে পারলে বাঁচি।'

ফারের একটা টুপি দিয়ে কান ঢাকল কামার। 'আমিও। চলো, সময় হয়ে গিয়েছে।'

'অবশেষে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভ্যাসিকিন।

পাশের কেবিন থেকে বন্দিকে তুলে নিল দুজন। এই লোকটা পালাবার চেষ্টা করতে পারে, সেই ভয় একবারও আসেনি দুজনের মনে। কীভাবে পালাবে? লোকটার যে একটা পা-ই নেই! কাঁধের উপর আর্টেমিস ফাউল সিনিয়রের দেহটাকে তুলে নিয়ে, এগোতে শুরু করল ভ্যাসিকিন।

কামারও বসে নেই, সে ব্যাক-আপ দলের সাথে যোগাযোগ করছে। একশ'র-ও বেশি অপরাধী লুকিয়ে আছে চারপাশে। অপেক্ষা করছে ওর আদেশের। সিগারেটের আলোতে মনে হচ্ছে, চারপাশে যেন জোনাকি পোকার হাট বসেছে!

'সিগারেট নিভাও, বলদের দল! মাঝরাত হয়ে গিয়েছে প্রায়। আর্টেমিস ফাউল এল বলে। মনে রেখ, আমি না বলা পর্যন্ত যেন কেউ গুলি না ছোঁড়ে। আর বলার পর যেন কেউ বসে না থাকে!'

একশ সিগারেটের আগুন হিস হিস শব্দ করতে করতে বন্ধ হয়ে গেল। একশ মানুষ! অনেক খরচ হচ্ছে এই অপারেশনে। অবশ্য লাভের অংকটাও অনেক বেশি। এই ফাউল ছেলেটা যেদিক দিয়েই আসুক না কেন, ফায়ারের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে। বেঁচে ফিরতে পারবে না বাপ-ব্যাটা কেউ।

হাসল কামার। তোমার জাদুর দৌড় এবার দেখব, *আইলাসকি!* ভাবল ও।

BanglaBook.org

হেলমেটে লাগান উচ্চ মানের নাইট শিফট ফিল্টার ব্যবহার করে চারপাশটা দেখে নিল হলি। বাটলারের হাতে অবশ্য সাধারণ বাইনোকুলার।

'কতগুলো সিগারেটের আগুন গুনলে?'

'আশির বেশি,' উত্তর দিল ক্যাপ্টেন। 'ধরে নাও কম করে হলেও একশ লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঢুকতে পারবে, কিন্তু বেরোতে পারবে না।'

রুট একমত হবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

সবাই এই মুহূর্তে অকুস্থলের ঠিক বিপরীত পাশে অপেক্ষা করছে। এমনকী কাউন্সিল পাখা ব্যবহার করারও অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য আর্টেমিসের সাম্প্রতিক সাহায্যের বিনিময়ে ব্যাপারটা তেমন বড় কিছু না।

আর্টেমিসের কম্পিউটার ঘেঁটে একটা মেইল বের করে এনেছে ফোয়েলি। ওতে লেখা ছিলঃ পাঁচ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। দ্য নিকোডিম। মুরমানস্ক। চোদ্দ তারিখ ঠিক রাত বারোটায়।

তাই আজ এখানে ওদের উপস্থিতি।

বাটলারকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা সবাই। দেহরক্ষী তখন বরফে একটা ডায়াগ্রাম আঁকায় ব্যস্ত।

'আমার ধারণা, আর্টেমিস সিনিয়রকে এই এখানে, কনিং টাওয়ারে আটকে রাখা হয়েছে। ওখানে যেতে হলে, সাবমেরিনটার গা ঘেঁষে এগোতে হবে আমাদেরকে। চারপাশে কম করে হলেও একশ লোক রেখেছে ওরা। আকাশ পথে আমাদের কোনও সাহায্যকারী নেই, নেই কোনও স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য। অস্ত্র-শস্ত্রও খুব বেশি নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাটলার। 'দুঃখিত আর্টেমিস। আমি কোনও পথ দেখছি না।'

হলি হাঁটু গেড়ে বসল। 'সময় স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করতে কয়েক দিন লেগে যাবে। তেজস্ক্রিয়তার জন্য আমরা ঢাল-ও চালু করতে পারব না। মেসমার এর অধীনে আনতে হলে কাছে যেতে হবে, সেটাও সম্ভব না।'

'ফেয়ারি অস্ত্র নেই কোনও?' জানতে চাইল আর্টেমিস। অবশ্য উত্তরটা ওর অজানা নয়।

'এ ব্যাপারে তো আগেই কথা বলেছি,' সিগারের আগুন নেভাতে নেভাতে বললেন রুট। 'আমাদের যেকোনও অস্ত্রই তুমি ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু তাতে তোমার বাবাকে ঝুঁকির মুখে ফেলা ছাড়া আর কোনও লাভ হবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ নিরবতার পর মুখ খুলল আর্টেমিস, 'যদি টাকাটা দিয়ে দেই?'

BanglaBook.org

ফোয়েলি ওর এক পুরাতন প্রিন্টারে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ছেপে দিয়েছে। একদল স্প্রাইটকে ব্যবহার করে ওগুলোকে পুরনো আর ব্যবহৃত একটা রূপও দিয়েছে!

মাথা নাড়ল বাটলার। 'এই লোকগুলো ওভাবে ব্যবসা করে না। বেঁচে থাকলে, মিস্টার ফাউল ওদের শত্রুতে পরিণত হতে পারেন। তাই তাকে মরতেই হবে!'

নড করল আর্টেমিস। উপায় নেই তাহলে, ঝুকিপূর্ণ হলেও ওর পরিকল্পনাটাই অনুসরণ করতে হবে।

'কী আর করা,' বলল ও। 'আমার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে ঝুকিপূর্ণ।'

আর্কটিকের নিরবতা ভেঙ্গে বেজে উঠল মিখাইল ভ্যাসিকিনের ফোন। আরেকটু হলেই টাওয়ারের হ্যাচ গলে পড়ে যেত বেচারা!

'ডা? আমি ব্যস্ত।'

'ফাউল বলছি। নিখুঁত রাশিয়ানে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'মাঝরাত হয়েছে। আমি এসেছি।'

'এসেছ? কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ধারে কাছেই আছি।'

'এই নাম্বার কোথায় পেলে?'

স্পীকার থেকে মুচকি হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

'আমি একজনকে চিনি। ওর কাছে সবার নাম্বার আছে।'

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নিল মিখাইল। 'টাকা এনেছ?'

'হ্যাঁ, বন্দি এনেছ?'

'সাথেই আছে।'

আবারও সেই মুচকি হাসির আওয়াজ ভেসে এল। 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি এক হোঁৎকা বলদ, এক পিচ্চি ইঁদুরমুখো আর এক হুড পড়া ব্যক্তিকে। আমাকে বোকা ভেবেছ? এমনি এমনি তোমাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়ে দেব?'

টাওয়ারের ভেতরে মাথা গলাল ভ্যাসিকিন। 'ফাউল আমাদের দেখতে পাচ্ছে! মাথা নিচু করে থাকো।' কামারকে বলল সে।

BanglaBook.org

সাথে সাথে নিজের দলের লোকদের সাথে যোগাযোগ করল কামার। 'ফাউল এখানে! খুঁজে বের করো ওকে।'

কানের কাছে ফোনটা নিয়ে এল ভ্যাসিকিন। 'তাহলে এখানে এসে নিজের চোখে দেখে যাও।'

'আমি যেখানে আছি, সেখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শুধু হুডটা সরালেই হবে।'

মিখাইল ফোনের মাউথপিস হাত দিয়ে ঢাকল। 'হুড সরাতে বলছে। কী করি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কামার, এই বলদটাকে দিয়ে আসলে হবে না। 'সরাও, ক্ষতি কী?'

'ঠিক আছে, ফাউল। সরাচ্ছি।' বন্দিকে কনিং টাওয়ারের ধারে এনে দাঁড় করাল রাশিয়ান। এক হাতে সরিয়ে দিল হুডটাকে।

কানে শুনতে পেল ওপাশ থেকে শ্বাস নেবার আওয়াজ।

লেপ থেকে ধার নেয়া হেলমেটের ফিল্টার দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আর্টেমিস। মনে হচ্ছে, টাওয়ারটা যেন মাত্র এক মিটার দূরে অবস্থিত। তাই হুডটা সরে যাবার পর, চমকে ওঠার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। আর কোনও সন্দেহ নেই। সামনের বন্দি অবশ্যই আর্টেমিস ফাউল দ্য ফার্স্ট।

'খুশী?' জানতে চাইল রাশিয়ান।

অনেক কষ্টে নিজের গলাকে শান্ত রাখল আর্টেমিস। 'হ্যাঁ। তোমাকে অভিনন্দন। দামী এক বস্তু তোমার দখলে।'

কনিং টাওয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে, পার্টনারের দিকে তাকিয়ে হাসল ভ্যাসিকিন। 'এ-ই ফাউল সিনিয়র! টাকা আসছে।'

ওর আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও কামারের মাঝে দেখা গেল না। টাকা হাতে পাবার আগ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না ও।

ফেয়ারি প্রযুক্তিতে নির্মিত দূর-লক্ষ্য অস্ত্রটা সাবধানে সোজা করল বাটলার। লেপ-এর অস্ত্রভাণ্ডার থেকে নিজ হাতে জিনিসটাকে বেছে নিয়েছে ও। লক্ষ্য আসলেই দূরে, প্রায় পনেরশ মিটার। কিন্তু বাতাস নেই, আর ফোয়েলির দেয়া স্কোপটা নিজে থেকেই লক্ষ্য স্থির করে। এই মুহূর্তে ফাউল সিনিয়রের দেহটা ক্রস হেয়ারে আছে।

BanglaBook.org

লম্বা একটা শ্বাস নিল দেহরক্ষী। 'আর্টেমিস। তুমি কী নিশ্চিত? আমার কাছে ব্যাপারটা খুব রিস্কি বলে মনে হচ্ছে।'

উত্তর দিল না আর্টেমিস। হলি জায়গামতো গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, তা দেখতেই ব্যস্ত সে।

অবশ্য ব্যস্ত না হলেও উত্তর দিত না। এমন একটা পরিকল্পনা..একশ একটা জিনিসে গোলমাল হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনও উপায়ও যে নেই!

নড করল আর্টেমিস। মাত্র একবার।

বাটলার গুলি ছুঁড়ল।

গুলিটা গিয়ে আঘাত হানল আর্টেমিস সিনিয়রের কাঁধে। সাথে সাথে ঘুরে গেল তার দেহ, হতচকিত ভ্যাসিকিনের উপরে ঢলে পড়ল দেহটা।

বিতৃষ্ণায় রাশিয়ান লোকটার মুখ দিয়ে গাল বেরিয়ে এল। গায়ের উপরে উঠে বসা আয়ারল্যাণ্ডিয়ান লোকটাকে ঠেলে সরাতে চাইল সে, কানিং টাওয়ার থেকে ফেলে দিল নিচে!

'গুলি করেছে লোকটাকে,' বলল ভ্যাসিকিন। 'হারামী ছেলেটা নিজের বাবাকে গুলি করেছে!'

অবাক হয়ে গিয়েছে কামার। 'বোকা কোথাকার!' চিৎকার করে বলল সে। 'তুমি আমাদের বন্দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ!' নিচের দিকে তাকাল ও। কিন্তু হায়, পানির আলোড়ন ছাড়া কিছুই নজরে পড়ল না।

'এতো যখন মিস করছ তো নিচে গিয়ে নিয়ে এসো।' গাল ফুলিয়ে বলল ভ্যাসিকিন।

'মারা গিয়েছিল?'

শ্রাগ করল মিখাইল। 'সম্ভবত। প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছিল। গুলিতে মারা না গেলে, পানিতে ডুবে বা ঠাণ্ডায় মরবে। যাই হোক, আমাদের তো আর কোনও দোষ ছিল না!'

কামারের মুখে গালির তুবড়ি ছুটল। 'ব্রাতভা ব্যাপারটা সেভাবে দেখবে না।'

'ব্রাতভা!' শব্দটা যেন জীবনে এই প্রথমবারের মতো শুনল বেচারা। 'আমরা মরেছি।'

ডেকের উপরে পড়ে ছিল মোবাইলটা, এখনও কেঁপে উঠছে। ফাউল এখনও লাইন ছাড়েনি তাহলে!

BanglaBook.org

মিখাইল এমনভাবে ফোনটা ধরল, যেন কোনও গ্রেনেড ধরছে। 'ফাউল, আছ?'

'হ্যাঁ।' উত্তর এল।

'নিজের বাবাকে এভাবে গুলি করতে পারলে! আমরা একটা চুক্তি করেছিলাম।'

'তুমি চাইলে আমরা নতুন এক চুক্তি করতে পারি।'

'শুনছি।' টাকার গন্ধ পেয়ে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে মিখাইলের।

'আমি চাই না আমার বাবা ফিরে এসে গত দুই বছরে আমার গড়ে তোলা সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিক।'

নড করল মিখাইল, ঠিকই তো বলেছে ছেলেটা। এতো কষ্টে গড়া সাম্রাজ্য কে ধ্বসে পড়তে দেখতে চায়?

'তাই তাকে মরতে হয়েছে। নিশ্চিত হবার জন্য নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা। তবে তোমাদের জন্য এখনও টাকা কামাবার সম্ভাবনা মিলিয়ে যায়নি।'

'কীভাবে?' আগ্রহে শ্বাস নিতে যেন ভুলে গিয়েছে মিখাইল।

'মুক্তিপণ। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের পুরোটাই তোমাদের হতে পারে।'

'সেজন্য আমাদেরকে কী করতে হবে?'

'টাকা তোমরা পাবে, আমি নিরাপদে ঘরে ফিরে যাব। ঠিক আছে?'

'ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে উপ-সাগরের ওপাশে তাকাও।'

তাকাল মিখাইল। তুষার ঢাকা এক পাহাড়ের মাথায় একটা ফ্লেয়ার জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

'ওই ফ্লেয়ারের সাথে একটা ব্রীফকেস বাঁধা আছে। ফ্লেয়ারটা ঠিক দশ মিনিট জ্বলবে। তোমার জায়গায় আমি হলে, তাড়াতাড়ি চলে যেতাম। নইলে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের।'

ফোন রাখার জন্য সময় নষ্ট করল না মিখাইল। হাত থেকে ওটা ছেড়ে দিয়েই দৌড় লাগাল। 'টাকার ব্রীফকেস!' কামারের দিকে ফিরে বলল কেবল। 'ফ্লেয়ারের ওখানে।'

পরমুহূর্তেই দেখা গেল, কামারও ওর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। তবে থেকে থেকে রেডিওতে আদেশ ঝাড়তেও ভুলছে না। কারও না কারও ফ্লেয়ার বন্ধ হয়ে যাবার

BanglaBook.org

আগেই ব্রীফকেসের কাছে পৌঁছাতে হবে। এক আয়ারল্যানিস্কির কী হলো, তাতে কী যায় আসে?

আর্টেমিস সিনিয়র গুলি খাবার মুহূর্তটাতেই রুট হলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও!'

এই আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল হলি। সাথে সাথে পাখা চালু করে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাপ দিল। এতোক্ষণ ধরে সাবমেরিনে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো সে-ও হেলমেট দিয়ে দেখেছে। এমনকী গুলি খাবার পর, আর্টেমিস সিনিয়রের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তও দেখতে পেয়েছে। গরম বলে, ওর থার্মাল ইমেজার পরিষ্কার ধরতে পেরেছে। হলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল, আর্টেমিসের পরিকল্পনা কাজে দিলেও দিতে পারে। হয়তো রাশিয়ানরা বোকা বনবে।

কিন্তু তারপর-ই শুরু হলো সব ভেস্তে যাওয়া!

'পানিতে পড়ে গিয়েছে লোকটা!' হেলমেটের মাইকে চিৎকার করে বলল হলি। 'বেঁচে আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।'

দ্রুত গতিতে বরফের উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল সে। এতোটাই দ্রুত যে হাজার চেষ্টা করেও কোনও মানুষ ওকে দেখতে পাবে না।

এদিকে দ্য নিকোডিম থেকে নেমে পড়তে শুরু করেছে রাশিয়ানরা। সবাই ব্যস্ত, এমনকী স্থলভাগের দৃশ্যটাও তাই। কমাণ্ডার নিশ্চয় ফেয়ারটা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। পয়সার নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছে আদমজাতেরা। জানে না, মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা পর ওগুলো গলে হাওয়ায় মিশে যাবে। অবশ্য ততক্ষণে সব নোট তাদের বসের কাছে পৌঁছে যাবার কথা।

হলি সাবমেরিনের উচ্চতায় নেমে এল, সুট আর হেলমেট পরে আছে বলে তেজস্ক্রিয়তা ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। আর্টেমিস সিনিয়র যেখানে পানিতে পড়ে গিয়েছে, সেখানে এসে থামল একটু। কমাণ্ডার ওর কানে কথা বলে চলছেন, কিন্তু উত্তর দিল না হলি। এখন ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ঠাণ্ডা তীব্র অপছন্দ ফেয়ারিদের। ঘৃণা করে বললেও মিথ্যা হবে না। অনেকে এমনকি আইসক্রিম পর্যন্ত খায় না ঠাণ্ডার ভয়ে! শূন্যের চাইতে কম তাপমাত্রায়

BanglaBook.org

নামার কোনও ইচ্ছা নেই হলির। তাও আবার তেজস্ক্রিয় পানিতে। কিন্তু আর কোনও উপায়ও যে নেই। 'ডি'আরভিট।' গাল বকে উঠে ডুব দিল পানিতে।

স্যুটের ছোট ছোট ফিলামেন্টগুলো শীত কমিয়ে দিতে পারল, কিন্তু একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারল না। হলি জানে, আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই নিঃ তাপমাত্রার কারণে ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে ও, ভূতের মতোই সাদা দেখাচ্ছে তাকে। পাখার কন্ট্রোল হাতালো হলি। একটু বেশি ঠেললেই, পানির অনেক গভীরে চলে যাবে ও। কম হলে মানুষটার কাছে পৌঁছাতেই পারবে না। এই তাপমাত্রায় মাত্র একবারই সুযোগ পাওয়া যাবে।

হিসাব করে থ্রটল ঠেলল হলি। ইঞ্জিন কেশে উঠে ওকে দশ ফ্যাদম গভীরে নিয়ে গেল। একদম খাপে খাপ মিলে গিয়েছে। আর্টেমিস সিনিয়রের কোমড় আকড়ে ধরে তার সাথে মুনবেল্ট বেঁধে দিল ও। একদম দমহীন পুতুলের মতো নিশ্চল আর্টেমিস সিনিয়র। তার এখন জাদুর সাহায্য দরকার।

উপরের দিকে তাকাল হলি। মনে হচ্ছে, বরফের গর্তটা এরইমাঝে বুজে যেতে শুরু করেছে। আর কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে? কমাণ্ডার চিৎকার করে চলছেন, কিন্তু তার কথা শোনার মতো সময় কোথায়? এখন হলির সব চিন্তা শুকনো জমিতে ওঠা নিয়ে। সমস্যা একটাই, সাগর যে ওদেরকে যেতে দিতে চায় না।

কাজ হবে না বাওয়া, আপন মনে ভাবল হলি। সর্বশক্তিতে ঠেলে ধরল পাখার থ্রটল। বরফ ভেদ করে উঠে এল ওরা, সাবমেরিনের ডেকে আছড়ে পড়ল।

আদমজাত লোকটার চেহারার রঙের সাথে আশেপাশের পরিবেশের রঙ পার্থক্য করা যায় না। হলি তার *কথিত* আহত জায়গাটা নগ্ন করে ফেলল। ডেকে রক্ত আছে বটে, কিন্তু তা আর্টেমিস জুনিয়রের রক্ত। হলিরা পানি বের হয়, এমন গুলি গুলোর একটা নিয়ে তা আর্টেমিসের রক্ত দিয়ে অর্ধেক ভর্তি করেছিল। তারপর সেটা দিয়েই গুলি করেছিল আর্টেমিস সিনিয়রকে। গুলির ধাক্কায় ঘুরে যায় আর্টেমিস সিনিয়রের দেহ। রক্ত ছড়িয়ে পরে চারিদিকে। যে কাউকে বিশ্বাস করাবার জন্য যথেষ্ট। তবে ভদ্রলোক যে পানিতে পড়ে যাবেন, সেটা ওরা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

BanglaBook.org

গুলিটা চামড়াও ভেদ করেনি, কিন্তু মিস্টার ফাউল এখনও নিরাপদ নন। হলির হেলমেট জানাচ্ছে, তার হৃদস্পন্দনের বেগ একদম কম। লোকটার বুকে হাত রাখল হলি। 'সেরে ওঠো,' বিড়বিড় করে আদেশ দিল ও।

সাথে সাথে জাদু ওর হাত বেয়ে মিস্টার ফাউলের দেহে ছুটতে শুরু করল।

আর্টেমিস হলির উদ্ধার চেষ্টা দেখতে পারেনি। কাজটা ঠিক ভাবে করতে পেরেছ তো? গুলিটা ওর বাবার দেহ ভেদ করে যায়নি তো? যদি যায় তো মা'র সামনে কীভাবে দাঁড়াবে সে?

'এহ হে।' বলল বাটলার।

আর্টেমিস সাথে সাথে দেহরক্ষীর পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী হয়েছে?'

'তোমার বাবাকে এক রাশিয়ান পানিতে ছুঁড়ে দিয়েছে।'

গুঙিয়ে উঠল ছেলেটা। এখানকার পানি, গুলির মতোই প্রানঘাতি। ও এমন কিছু ঘটার ভয়-ই পাচ্ছিল।

রুট অবশ্য হলির কর্মকাণ্ড সবটাই দেখতে পাচ্ছিলেন। 'অসুবিধা নেই। হলি এখন পানির উপরেই আছে। কাউকে দেখতে পাচ্ছ, হলি?'

উত্তর এল না কোনও।

'ক্যাপ্টেন, তোমার অবস্থা বলো।'

কোনও উত্তর নেই।

'হলি?'

মেয়েটা কথা বলছে না, কারণ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমার বাবাকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই। আর এসব কিছুই আমার ভুলের কারণে হচ্ছে। ভাবল আর্টেমিস।

রুটের কণ্ঠ ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিল। 'রাশিয়ানরা পালাচ্ছে।' বললেন তিনি। 'হলি সাবমেরিনের ওখানেই আছে। পানিতে ডুব দিবে বলে মনে হচ্ছে। হলি, কথা বলো!'

একদম নীরব হয়ে রইল হলি, অনেক...অনেকক্ষণ ধরে!

BanglaBook.org

আচমকা যান্ত্রিক ডলফিনের মতো পানির ভেতর থেকে উঠে এল হলি। আর্কটিকের ঠাণ্ডা রাতের আকাশে একমুহূর্তের জন্য উড়ল, এরপর আছড়ে পরল টাইফুনের ডেকে।

'তোমার বাবা ওর সাথেই আছে।' জানালেন কমাণ্ডার।

বাড়তি রিকন হেলমেটটা মাথায় গলাল আর্টেমিস। মনে মনে হলির আওয়াজ শোনার প্রার্থনা জানাচ্ছে। হেলমেটের জুম করার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ওর বাবার এতোটা কাছে চলে গেল ওর দৃষ্টি যে, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। দেখতে পেল, হলির হাত তার বাবার বুকে। বুঝল, জাদু তার কাজ দেখান শুরু করে দিয়েছে!

বেশ কিছুক্ষণ পর, মুখ তুলে তাকাল হলি। ঠিক যেন আর্টেমিসের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ঠিক আছে। আদমজাত লোকটা বেঁচে আছে। অসুস্থ, কিন্তু জীবিত!'

হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল আর্টেমিস, স্বস্তি এতোক্ষণ শক্ত হয়ে থাকা কাঁধ দুটোকে একেবারেই নরম করে ফেলেছে। পুরো একটা মিনিট ধরে কেবল কাঁদল বেচারা। এরপর নিজেকে সামলে নিল।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ ক্যাপ্টেন। এবার আমাদের কাছে চলে এসো।'

BanglaBook.org

শেষ হইয়াও হইল না শেষ

টারা

সেন্ট বার্টলবি-তে ফিরে যাচ্ছে আর্টেমিস। ফোয়েলির বানানো প্রায় নষ্ট পাসপোর্টটা দেখে যখন হেলসিংকি'র লোকেরা ওর বাবার পরিচয় বের করতে পারবে, তখন ওর স্কুলে থাকাটা জরুরী।

হলি আহত লোকটার যতটা সম্ভব সেবা করেছে। বুকের ক্ষতগুলোর একটা ব্যবস্থা করেছে, এমনকী নষ্ট হয়ে যাওয়া এক চোখে দৃষ্টি শক্তিও ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু কেটে ফেলা পা'টার কোনও ব্যবস্থা করতে পারেনি। তবে আর্টেমিস সিনিয়রের এখন দরকার আরও লম্বা সময় ধরে চিকিৎসার। সেজন্য তাকে এমন কোথাও নিয়ে যেতে হবে, যেখানে তার অবস্থানটা ব্যাখ্যা করা চলে। আর তাই হলি তাকে নিয়ে উড়ে গিয়েছে হেলসিংকিতে। একটা হাসপাতালের সদর দরজায় রেখে এসেছে অচেতন লোকটাকে।

আর্টেমিস সিনিয়র যখন জ্ঞান ফিরে পাবেন, তখন গত দুই বছরের কথা তার কেবল আবছাভাবেই মনে পড়বে। ফোয়েলির স্মৃতি মুছে দেবার প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

'তোমার সাথে ম্যানরে চলে যাব নাকি?' সেন্টরটা কৌতুক ভরে জিজ্ঞাসা করেছিল ওকে। 'নাহয় তোমার জামা-কাপড় ইস্ত্রী করার কাজটা নিয়ে নিলাম?'

স্মৃতিটা মনে পড়তেই হাসি দেখা দিল আর্টেমিসের মুখে। আজকাল প্রায়শই ওর চেহারায় হাসি দেখা যায়! এমনকী হলির কাছ থেকে বিদায় নেয়াটাও ভালোভাবেই শেষ হয়েছে।

এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন শর্ট ওদেরকে পথ দেখিয়ে মেরার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আবারও স্কুলের ইউনিফর্ম পরেছে আর্টেমিস। দ্য পিপলের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ছেঁড়া-ফাটা পোশাকটা একদম আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। তবে গন্ধটা...মুখ ফুটে বলেই ফেলল ও, 'এই ব্লেজারটার গন্ধ কেমন কেমন। বাজে না, কিন্তু অদ্ভুত।'

BanglaBook.org

'একদম পরিষ্কার যে, তাই।' উত্তর দিল হলি, হাসছে। 'ফোয়েলি তিন তিন বার পরিষ্কার করেছে পোশাকটাকে, যেন...'

'যেন এতে আদমজাতের গন্ধও না লেগে থাকে।' কথা শেষ করে দিল আর্টেমিস।

'একদম ঠিক ধরেছ।'

আজকে পূর্ণিমা। উজ্জ্বল গোলাকার চাঁদটা যেন হলিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'আর্টেমিস, ফোয়েলি বলেছে, আমাদেরকে সাহায্য করেছ বলে ও ফাউল ম্যানর থেকে নজরদারি করার সব যন্ত্র সরিয়ে ফেলেছে।'

'জেনে ভালো লাগল।' বলল আর্টেমিস।

'সিদ্ধান্তটা কি ঠিক হলো?'

কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল আর্টেমিস। 'হ্যাঁ, আমার পক্ষ থেকে দ্য পিপলের আর কোনও বিপদাশংকা নেই।'

'ভালো। কেননা কাউন্সিল তোমার স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইছিল। এতে তোমার আই.কিউ. কমে যাবারও একটা ভালো সম্ভাবনা ছিল।'

এক হাত বাড়িয়ে দিল বাটলার। 'তাহলে ক্যাপ্টেন, আশা করি তোমার সাথে আর দেখা হবে না!'

হাত ধরে ঝাঁকাল হলি। 'দেখা হলেও, প্রস্তুতি নেবার সময় পাবে না। যাই হোক, বিদায় নিতে হচ্ছে। জলদি সূর্য উঠবে। আমি চাইনা আদমজাত কেউ আমাকে দেখে ফেলুক।'

মনিবের বুকে আলতো করে কনুই দিয়ে খোঁচা দিল বাটলার।

'ওহ, হলি...মানে, ক্যাপ্টেন শর্ট।' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আর্টেমিসের। এরপরের শব্দগুলো তো আরও বিশ্বাস হবে না।

'হ্যাঁ, আদম...আর্টেমিস।'

হলির চোখে চোখ রাখল আর্টেমিস, বাটলার ঠিক এই কাজটাই করতে শিখিয়েছে। ভদ্রতা জিনিসটা বড় কঠিন। 'আমি তোমার কাছে...মানে, হয়েছে কী...'

আরেকবার কনুই দিয়ে খোঁচা দিল বাটলার।

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। তোমার জন্যই আমি আমার বাবা-মা'কে ফিরে পেয়েছি। তোমার শাটল চালাবার প্রশংসা করতে হয়...আর ট্রেনে যা দেখালে...আসলে তুমি না থাকলে...'

তৃতীয়বারের মতো খোঁচা অনুভব করল আর্টেমিস। 'মানে, বুঝতেই পারছ।'

হলির এলফিয় দেহে অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা গেল। বিব্রতভাব আর সম্ভবত...আনন্দের সংমিশ্রণ তা। কিন্তু খুব দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল সে।

'হয়তো তোমার এখনও কয়েকটা জিনিস প্রাপ্য, মানব।' বলে পিস্তল বের করে আনল ও। পিস্তল দেখা মাত্র শক্ত হয়ে গেল বাটলার। কিন্তু কী ভেবে আবার নরম হয়ে গেল।

বেল্ট থেকে একোটা সোনার পয়সা বের করে আনল ক্যাপ্টেন শর্ট। সেখানে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে, বিশ মিটার দূর থেকে গুলি ছুড়ল। আরও বিশ মিটার উপরে উঠে গেল কয়েনটা, এরপর নেমে এল মাটির দিকে। অবাক হবার মতো বিষয়, জিনিসটা বাতাসে থাকতেই লুফে নিল আর্টেমিস।

'দারুণ তাক, বলল ও। পয়সাটার ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট গর্ত দেখা যাচ্ছে।

হলি হাত বাড়িয়ে ওর আঙুলটা দেখাল। 'তুমি না থাকলে আমার গুলি ছোড়াই হতো না। তাই তোমাকেও ধন্যবাদ।'

পয়সাটা হলির দিকে এগিয়ে দিল আর্টেমিস।

'থাক, ওটা তুমিই রেখে দাও। আশা করি ওটা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে।'

'কী মনে করিয়ে দেবে?'

সরাসরি ওর দিকে তাকাল হলি, 'মনে করিয়ে দেবে যে ওই ধূর্ততা আর পাশবিকতার আড়ালে, একটা ভালো, ভদ্র মন এখনও আছে।'

পয়সাটাকে আঁকড়ে ধরল আর্টেমিস। 'হয়তো আছে।'

একটা ছোট দুই সীটের প্লেনের আওয়াজ ভেসে এল মাথার উপর থেকে। আকাশের দিকে তাকাল আর্টেমিস। যখন আবার নজর নিচে নামিয়ে এনেছে, তখন আর হলি সামনে নেই!

'বিদায়, হলি।' নম্র কণ্ঠে বলল ও।

একবার চাবি ঘোরাতেই, কেশে উঠল বেন্টলির ইঞ্জিন। একঘণ্টার মাঝে সেন্ট বার্টলবিতে এসে উপস্থিত হলো ওরা।

BanglaBook.org

'তোমার ফোন চালু করে নাও, বাটলার দরজা খুলে বলল। 'হেলসিংকি'র অফিসাররা তোমার বাবার পরিচয় নিশ্চিত হলো বলে।'

ফোনের দিকে তাকাল আর্টেমিস, চালুই আছে ওটা। 'দেখ তো, খবরটা আসার আগেই মা আর জুলিয়েটের পাত্তা লাগাতে পার কিনা।'

'অবশ্যই, আর্টেমিস।'

'আমার অ্যাকাউন্টগুলো ঠিকমতো লুকানো আছে কিনা, সেটাও দেখে নিও একটু। আমি চাই না গত দুই বছর কী কী করলাম, তা বাবার নজরে আসুক।'

হাসল বাটলার। 'অবশ্যই, আর্টেমিস।'

স্কুলের সদর দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ছেলেটা। এরপর হঠাৎ পিছু ফিরে জানতে চাইল। 'আর বাটলার, আরেকটা প্রশ্ন। আর্কটিকে যা করেছি...' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ও।

'ঠিক করেছ আর্টেমিস।' উত্তর দিয়ে দিল দেহরক্ষী। 'এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

নড করল আর্টেমিস, বেন্টলিটা চোখের আড়াল হবার আগ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে। এই মুহূর্ত থেকে ওর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে। ম্যানরে দুই অভিভাবকের দুইজনই উপস্থিত থাকবে বলে, ওর পরিকল্পনাগুলো আরও সাবধানতার সাথে করতে বা কাজে লাগাতে হবে। দ্য পিপলকে হয়তো বিরক্ত করবে না। কিন্তু মালচ ডিগামসের কথা ভিন্ন।

কত শত নিরাপদ স্থাপনা...

কত অল্প সময়!

BanglaBook.org

কাউন্সিলরের অফিস,

সেন্ট বার্টলবি'স স্কুল ফর ইয়ং জেন্টেলমেন

ডক্টর পো যে শুধু সেন্ট বার্টলবি'তে চাকরী করছেন তা-ই না, আর্টেমিস থেকে দূরে থেকে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন বলে তাকে অনেকটা নির্ভার বলেও মনে

হচ্ছে। আসলে ডাক্তার সাহেবের অন্য কোনও রোগীই আর্টেমিসের মতো এতোটা অদ্ভুত না। অধিকাংশই ক্লান্তি আর অবসাদের রোগী।

কাউচে আরাম করে বসে আছে আর্টেমিস।

ডক্টর পো কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'প্রিন্সিপাল গুইনি তোমার ই-মেইলটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বেশ, বেশ!'

'ওটার জন্য ক্ষমা চাইছি,' আর্টেমিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, আসলেই ওর খারাপ লাগছে। অন্যদেরকে কষ্ট দিলেও সাধারণত ওর মাঝে কোনও ধরনের বিকার জন্ম নেয় না। 'আমি আসলে পরিস্থিতিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাই আমার সব রাগ আপনার উপর ঝেড়েছি।'

হাসলেন পো। 'হুম, বুঝতে পেরেছি। বইতে এমনটাই লেখা ছিল।'

'আমি জানি।' বলল আর্টেমিস। আসলেই জানে। ডক্টর এফ. রয় ডিন স্কেলেপে নামে ওই বইতে ওর একটা প্রবন্ধও আছে।

ডক্টর পো হাত থেকে কলমটা নামিয়ে রাখলেন। এই কাজটা তিনি কখনও করেন না।

'গতবারের আলোচনা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।'

'কোন আলোচনা?'

'সম্মানের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'ওহ, ওটা!'

পো সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। 'আমি চাই, তুমি আমাকে তোমার সমান বুদ্ধিমান ভাব। তারপর একটা সৎ উত্তর দাও।'

বাবার কথা মনে পড়ে গেল আর্টেমিসের, এই মুহূর্তে তিনি হেলসিংকি হাসপাতালে শুয়ে আছেন। এরপর মনে পরল ক্যাপ্টেন হনি শর্টের কথা, যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওকে সাহায্য করেছে। আর অবশ্যই বাটলারের কথা, যে না থাকলে কোবোই ল্যাবরেটরীজ থেকে ওকে খালি হাতে ফিরতে হতো না। মুখ তুলে চাইল ও, দেখতে পেল, ডক্টর পো ওর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন।

'বলো, বাছা। তোমার সম্মানের যোগ্য কাউকে খুঁজে পেয়েছ?'

হাসল আর্টেমিসও।

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

BanglaBook.org

নির্ঘণ্ট

১. ইয়াকুত-তুরস্ক বংশোদ্ভূত মানুষ যারা ইয়াকুতিয়ার শাখা রিপাবলিকে বাস করে।
২. আংলিস্কি-ইংরেজি।
৩. পড-কাজ করার জায়গা।
৪. ক্যারোসেল-আক্ষরিক অর্থে নাগরদোলা, এখানে নাগরদোলার মতো ব্যবহৃত স্যুটকেস সরবরাহ পদ্ধতি বোঝান হচ্ছে।
৫. গোলেম-সংযুক্তি দ্রষ্টব্য।
৬. ইনসিগনিয়াটা-অফিশিয়াল চিহ্ন।
৭. ডা-রাশিয়ান ভাষায় হ্যাঁ।
৮. পিক্সি-সংযুক্তি দ্রষ্টব্য।
৯. গারগয়েল-সংযুক্তি দ্রষ্টব্য।
১০. উই, বোনজ্যু, এক্সকুইজে মোয়া-ফ্রেঞ্চ ভাষায় হ্যাঁ, শুভ সকাল, এক্সকিউজ মি।
১১. ওয়ারলক- সংযুক্তি দ্রষ্টব্য।
১২. জাইরোস্কোপ-অবস্থান নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।
১৩. মাগশট-পুলিশের কাছে থাকা অপরাধীদের চেহারার ছবি।
১৪. স্ট্রোগানিনা-শুকনো মাছ দিয়ে বানানো এক ধরনের খাবার।
১৫. পেন্টহাউজ-হোটেলের সবচেয়ে দামী এবং সাধারণত সবচেয়ে উপরের স্যুইট।
১৬. ফ্লাই-বয়-আগ্রহী পাইলটদের এই নামে ডাকা হয়।
১৭. টাইফুন ক্লাস-রাশিয়া নির্মিত বৃহত্তম সাবমেরিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সংযুক্তি

গোলেম

গোলেম শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ইহুদী ধর্মে। গোলেম হচ্ছে মানুষের মতো দেখতে একটি প্রাণী, যার দেহকে বানানো হয়েছে নিষ্প্রাণ কোনও বস্তু (যেমন পাথর বা কাঠ) দিয়ে এবং যার মাঝে প্রাণ দান করা হয়েছে জাদুর সাহায্যে। এই প্রানিরা তাদের সৃষ্টিকর্তার হাতের পুতুল। সাধারণত মাথায় জাদুর শব্দ লিখে, অথবা একটা কাগজে তা লিখে মুখে পুড়ে দেবার মাধ্যমে গোলেমদেরকে প্রাণ দান করা হয়।

বলা হয়, সর্বপ্রথম গোলেম হচ্ছে প্রাগের গোলেম। একে বানিয়েছিলেন জুদাহ লোয়েল বিন বেযালেল, উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী রোমান শাসকদের হাত থেকেই ইহুদীদেরকে বাঁচানো। বর্তমানে বিভিন্ন ফ্যান্টাসি উপন্যাসের এদেরকে চরিত্র হিসেবে পাওয়া যায়।

ওয়ারলক

ওয়ারলকরা আসলে কোনও ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী নয়, সাধারণত জাদুবিদ্যায় অতি দক্ষদেরকেই ওয়ারলক বলা হয়। ওয়ারলক কোনও মানুষও হতে পারেন, আবার রুপকথার কোনও প্রানিও হতে পারে। ওয়েন কোলফারের আর্টেমিস ফাউলের ক্ষেত্রে, ওয়ারলক বলতে অস্বাভাবিক জাদু ভাণ্ডার সম্পন্ন বিশেষ রুপকথার প্রানিদেরকে বোঝানো হয়েছে।

পিক্সি

এক মিটারের মতো লম্বা এই প্রানিদের কান সূচালো। খাট আকার আর কানের ব্যাপারটা বাদ দিলে, মানুষের সাথে বলতে গেলে তাদের কোনও পার্থক্যই নেই। প্রায় প্রতিটা পিক্সিই দারুণ বুদ্ধিমান, কিন্তু নৈতিকতাবোধ শূন্যের কোঠায়। বুদ্ধিমান অথচ লোভী এই প্রজাতির কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভালো। ক্ষমতা, অর্থ আর চকোলেট-এই তিন জিনিসের প্রতি পিক্সিদের রয়েছে দুর্দমনীয় আকর্ষণ।

গারগয়েল

বর্তমান ফ্যান্টাসি সাহিত্যে গারগয়েল মানেই পাখা-বিশিষ্ট মনুষ্য আকৃতির কুৎসিত এক জীব। সাধারণত এদের মাথায় থাকে শিং, সেই সাথে আছে লেজ, নখর এবং কখনও কখনও চঞ্চু। সাধারণত পাখা ব্যবহার করে তারা বাতাসে ভাসে, আর যদি পাখা না থাকে তো দালানের দেয়াল বেয়ে ওঠে। দেখতে দানবের মতো হলেও, প্রকৃতপক্ষে এদের প্রধান কাজ হলো দুষ্ট প্রানিদের হাত থেকে কোনও জায়গাকে সুরক্ষা দেয়া।

বলা হয়ে থাকে, গারগয়েল কেবলমাত্র তাদের মুখের ভেতর দিয়ে পানি বা বাতাস প্রবাহিত হলেই কথা বলতে পারে! নচেৎ পারে না। কিছু কিছু উপন্যাসে এদেরকে মানুষখেকো হিসেবে দেখালেও, অধিকাংশ উৎস মতে এরা মানুষের উপকারেই আসে বেশি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG